আলাপ থেকে প্রলাপ

বাসুদেব বসু

সাহিত্য প্রকাশ
৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার

—করকমলেষু

লেখকের অন্যান্য বই :

নেফা সুন্দরী নেফা	(উপন্যাস)
নেফার অরণ্য	(”)
কাঁদিছে মৃত্তিকা	(”)
রাজগৃহে রাজা নেই	(”)
নেফা রহস্যময়ী নেফা	(নাটক)

॥ এক ॥

কলকাতার এক কানাগলি।

এবড়োখেবড়ো পথ। দুপা চল্‌লেই কোনো গর্তের ভেতর পা পড়বার সম্ভাবনা। কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছে কি নিমেষে জলাশয়ের সৃষ্টি হয়ে গেলো। এখানে ওখানে জঞ্জাল আর রাবিশের স্তূপ। নর্দমায় জলের গতি নেই। স্থির, অচঞ্চল। জলের রং গভীর কালো। তার ওপর ভন্‌ ভন্‌ করে মাছি উড়্‌ছে। হাড় পাঁজর বার করা বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের সর্বাঙ্গে চুণ সুরকির বালাই নেই। বাড়ির বাসিন্দারা দুঃস্থ, গরীব। বাড়ি সারাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

এমনি একটা বাড়ি নিয়ে আমাদের গল্প। বাড়িটা মেস্‌বাড়ি। মেসের নাম "সাধের কুঞ্জ"। সত্বাধিকারী কপিধ্বজবাবু। অন্যান্য মেস্‌বাড়ি আর বোর্ডিং হাউসের তুলনায় এখানে থাকা খাওয়া এখনো সুলভ। তবে কতোদিন এ অবস্থা থাক্‌বে কেউ বলতে পারে না। যে ভাবে বাজারে জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে চলেছে তাতে মেস্‌ বাড়ি টিকিয়ে রাখা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। বোর্ডারস্‌দের সংখ্যা আর কতো। জনাবিশেক্‌। সময় সময় সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ত্রিশেও দাঁড়ায়। সবরকম বোর্ডারস্‌ই এখানে রয়েছে। ওষুধের ক্যান্‌ভাসার, ইনস্যুরেন্সের এজেন্ট, স্কুলমাষ্টার, নাট্যশিল্পী, কবি, কোনো কিছুরই অভাব নেই এখানে। তাছাড়া রয়েছে বেকার যুবক এবং বৃদ্ধ। কপিধ্বজবাবু স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে মেস্‌বাড়ির দোতলায় থাকে। নীচতলায় মেস। মেস্‌বাড়ির আয়ের ওপর ভরসা করলে কপিধ্বজবাবুর চলতো না। খেয়ে, থেকে সময় মতো পয়সা দিতে পারে কজনে। কপিধ্বজবাবুর অন্যান্য কারবার রয়েছে।

মেস্‌বাড়ির দরজায় তালা ঝোলালেই বোধ করি ভালো হতো মাঝে মাঝে ভাবে কপিধ্বজবাবু। বোলোহরি, কপিধ্বজবাবুর সাক্‌রেদ, তার দক্ষিণ হস্ত। ম্যানেজার, বাজার সরকার, গোমস্তা, নায়েব, মুহুরী। কপিধ্বজবাবুর সর্বব্যাপারে সাহায্যকারী। বলোহরি উপদেশ দেয় সবসময়। কিন্তু উপদেশ কখনো শোনেনি কপিধ্বজবাবু। স্বাধীন মেজাজের মানুষ কপিধ্বজবাবু। মেস্ চালানো কপিধ্বজবাবুর একটা সখ। একটা বিচিত্র খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নেহাৎই অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। অন্য যে কেউ হলে মেস্‌বাড়ি উঠিয়ে দিতো অনেক আগেই। কপিধ্বজবাবু কেন দেয়নি সে কপিধ্বজবাবুই বল্‌তে পারবে। হয়তো মেসবাড়ির আড়ালে আবডালে আর পাঁচটা ব্যবসা চালায় কপিধ্বজবাবু। রেসের জুয়ো, তাসের জুয়োতে হারবে জেনেও লোকে ওসব খেলে। হয়তো হারবে জেনেও বাজী রাখে। লটারী জিতবেনা জেনেও টিকিট কেনে। ফট্‌কা বাজারে অযথা ঘুরে বেড়ায়। সবই খেয়ালের বশবর্তী হয়ে। এ ক্ষেত্রেও বোধ করি অনেকটা তাই। মেসের বোর্ডাররা যেন কপিধ্বজবাবুর জীবনের সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে গেছে। ছাড়াতে চাইলেও ওরা যেন তাকে ছাড়তে চায় না। কেউ বলে কপিধ্বজবাবুর দয়ার শরীর। ওদের বিশ্বাস কপিধ্বজবাবু বোর্ডারস্‌দের তাড়িয়ে দিতে পারে না। দুষ্ট লোকে বলে অনেককে দিয়ে অনেক রকম কাজ কপিধ্বজবাবু সম্পন্ন করিয়ে নেয়। অধিকাংশই দুঃস্থ। বেকার। অন্নের তাগাদায়, জীবিকা অন্বেষণে এধার ওধার ঘুরে বেড়ায়।

কপিধ্বজবাবু তার অফিস ঘরে বসে গুন্ গুন্ করে গান করছিলো। "পিরীতি করে শ্যাম জীবন আমার বিফলে গেলো," ও ও ও। উ উ উ। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রসে ডুবে রয়েছে কপিধ্বজবাবু। গান শেষ হবার পর নিজ মনেই কপিধ্বজবাবু বল্‌তে থাকে —"রেখার গানের মাষ্টার মশাই বলেছিলো বিফলে গেলোর পর

ফুল্‌ষ্টপ্‌ বসাতে। হ্যাঁ তাই। কিছুক্ষণ সময় বিশ্রাম নাও। নিশ্বাস্‌ টানো। প্রশ্বাস্‌ ফেলো। একটা পানও খেতে পারো। সব শেষ হবার পর আবার গান ধরো। কপিধ্বজবাবু ফের গান সুরু করে—"পিরীতি করে শ্যাম জীবন আমার বিফলে গেলো।" ও ও ও। উ উ উ। বিকট সব শব্দ।

ও ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো ভোলানাথ দত্ত। মেসের একজন বোর্ডার। ভোলানাথ দত্ত সবাইকার কাছে কবি বলেই পরিচিত। কবিতার ফুল ফুটিয়ে কবিতা কুঞ্জ তৈরি করার সাধনায় মেতেছে ভোলানাথ দত্ত। তাই জনসাধারণের কাছ থেকে আখ্যাটি কুড়িয়েছে অনায়াসে। কবি কপিধ্বজবাবুর ঘরের পাশ দিয়ে ধীরে সুস্থে হেঁটে যাচ্ছিলো। ঘরের ভেতরে গানের আওয়াজ শুনে দরজার কাছে সে থমকে দাঁড়ায়। কপিধ্বজবাবুকে গান করতে দেখে সম্মতির অপেক্ষা না রেখে কবি ঘরে ঢুকে বলে—"এই যে কপিধ্বজবাবু। কিছু একটার চর্চা করছেন বলে মনে হচ্ছে!"

—"সঙ্গীত। একেবারে নির্জলা সঙ্গীত। যে সঙ্গীত তানসেন, সুরদাস, মীরাবাঈকে বিখ্যাত করেছিলো। যে সঙ্গীতের প্রভাবে বাদশা, রাজা-মহারাজার প্রাসাদে গায়কের দল দুধ-রাবড়ী খেয়ে আর গোঁফ চুমরিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতো।" কপিধ্বজবাবু সঙ্গীত মহিমার কীর্তন সুরু করে।

—"আর আজ কাল চিত্রতারকার দল যার দৌল্‌তে ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ীকে কুপোকাৎ করে ওদের পয়সায় বড়ো বড়ো মোটরগাড়ী হাকাচ্ছে।" কবি আলগোছে বলে দেয়।

—"কবি তোমার বুদ্ধি ক্রমশঃ খুল্‌ছে দেখতে পাচ্ছি। খুল্‌বে, ধীরে ধীরে আরো খুল্‌বে।"

—"আপনার মেসেরটা খেয়েই বুদ্ধিটা খুল্‌ছে।" কবি কপিধ্বজবাবুকে খুশী করতে চায় বলেই মনে হচ্ছে।

—"এই মেসের খেয়ে কতোজনের বুদ্ধি খুল্‌লো। আর তোমার

খুলবেনা। এসেছিলো কনেষ্টবল্ হয়ে। যাবার সময় দারোগোর প্রমোশন্ পেয়ে চলে গেলো। এই তো সেদিনের কথা।"

—"আমি তো স্যর অন্য রকমও দেখেছি।"—বলে কবি।

—"কি দেখেছো?"

—"হেডমাষ্টার হয়ে আপনার মেসে এসেছিলো, যখন গেলো তখন মাষ্টারের পদে নেমে গেছে। প্রমোশন্ নয় স্যর, ডিমোশান্।"

—"Shut up", চেঁচিয়ে ওঠে কপিধ্বজবাবু। কবির কথায় ভীষণ বিরক্ত বোধ করছে সে।

—"আপনার গলা কাঁপুনি দেখে মনে হয়েছিলো যে আপনি বোধ করি কোনো নতুন ধরণের সঙ্গীতের সৃষ্টি করতে চলেছেন।" বলে আমাদের কবি।

—"ভাবলে বোধ করি আধুনিক্, ভাবগীতি, রাগ সঙ্গীত ছেড়ে অন্য কোনো বিদ্ঘুটে সঙ্গীতের সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।" কপিধ্বজবাবু যথেষ্ট খেদের সঙ্গে বলে ও কথা।

—"আজ্ঞে গলা কাঁপুনিটা বড্ডো বেশী ছিলো কিনা। ভাবলাম হয়তো স্যরের জ্বরটর এসেছে।"

—"Shut up। তোমার ওই ন্যাকা ন্যাকা, মেয়েলী ঢঙএ কবিতা বলা কওয়ার চাইতে এ সঙ্গীত অনেক ভালো। সঙ্গীত আর আমি মানে Always Keeping Company। ইংরেজী বলা কপিধ্বজবাবুর একটা মুদ্রাদোষ, আর কপিধ্বজবাবু সবসময় শুদ্ধ ইংরেজী বলে না। ফ্রেজ এবং ইডিয়মস্ এর দিকে তার ঝোঁকটা খানিকটা বেশী।

—"স্যর, সত্যি কথা বলবো।"

—"বলে ফেলো।"

—"আপনার সঙ্গীত একটু বেসুরো বলে মনে হচ্ছিলো।"

—"কান ভালো করে টিউন্ করে নাও তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু শব্দ সুরাশ্রিত বলে মনে হবে।"

—"তা গানটান যখন স্বরু করেছেন তখন সমস্ত দিকে সবকিছু শুভ বলেই মনে হচ্ছে। ব্যবসা বোধ করি ভালোই চলেছে। ঘরেও মনে হয় দু পয়সা এসে যাচ্ছে।" তপ্ত কড়াইতে যেন তেলের ছিটে পড়লো। কপিধ্বজবাবু জ্বলে ওঠে।—"বলি তিন মাসের ভাড়া বাকী পড়েছে সে খেয়াল আছে। আমি বলি কিনা Living from mouth to hand." কপিধ্বজবাবু ইংরেজী বলার স্বযোগ ফস্‌কাতে দেবে না। এবং ভুলটুল বলা তার বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে। যেমন এই মাত্র বল্‌লো কপিধ্বজবাবু।

—"এই স্বরু করলেন তো স্যর। আর্ট্‌ ডিস্‌কাসেনের মাঝে টাকার কথা এনে সব নষ্ট করে দিলেন তো।" কবি আলোচনার মোড় ঘুরোতে চায়।

—"আমার কাছে টাকা আগে। পরে আর্ট। মেসে থাকা খাওয়া বাবদ যা বাকী পড়েছে তা না মিটিয়ে দিলে"···কপিধ্বজ বাবুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কবি বলে—

—"কি হবে স্যর ?"

—"ঘর স্রেফ under lock and key."

কপিধ্বজবাবু স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেয়।—"সোজা কথা, তোমাকে বাপু মেস্‌ ত্যাগ করতে হবে।"

—"আমাকে আপনার মেস থেকে তাড়িয়ে দেবেন ?" কবি মনে বড্ডো ব্যথা পেয়েছে। এরকম ব্যবহার সে কপিধ্বজবাবুর কাছ থেকে আশা করেনি। সঙ্গীত এবং শিল্পের প্রশংসা করেও একি অনাস্থৃষ্টি। এ সব রূঢ় মন্তব্য।

—"জানেন স্যর। আমার দীর্ঘ জীবন এক সাধনার ভেতর দিয়ে চলেছে। সাহিত্য আমার ধ্যান, জ্ঞান সব কিছু। প্রতিভা আমার ভেতর টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। আগ্নেয়গিরির লাভার মতো ফুটছে। দগ্ধ করছে আমাকে। কবিতা আমার প্রাণমনে হিল্লোল তোলে। গানে, কবিতায় আমার মনে বসন্ত

নেমে আসে। আমি পাগল হয়ে যাই।" কবি এরপর আবৃত্তি সুরু করে।

—"পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম।"

কবি কবিতা দিয়ে কি কপিধ্বজবাবুকে সম্মোহিত করতে চায়? কিন্তু কপিধ্বজবাবু যথেষ্ট চটেছে। সে বলে—"এরপর পাগল হয়ে মেসে মেসে অন্নের সন্ধানে ঘুরতে হবে।" কপিধ্বজবাবুর অর্থনৈতিক্ জ্ঞান টন্‌টনে্।

—"ঠাট্টা করুন স্যর। কিছু বলবো না। প্রতিভাটুকু ফুটে বেরুতে যা দেরী। তারপর যশ প্রতিপত্তি যখন হাতে পায়ে ধরে টানাটানি সুরু করবে, কপিধ্বজবাবু আপনি তখন আর ভাড়ার টাকা, খাওয়ার টাকার জন্যে, আমাকে তাগাদা দেবেন না। আমাকে পেয়ে আপনার মেস্‌বাড়ি ধন্য হবে।" কথা শেষ করেই কবি আবৃত্তি করে উঠলো।

—"দেবী অনেক ভক্ত এসেছে
তোমার চরণ তলে,
অনেক অর্ঘ্য আনি,
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া
নয়নজলে ব্যর্থ সাধন খানি।

—"ভাড়া নয় স্যর। স্রেফ নয়নজল।"

—"দ্যাখো কবি, ওসব নয়নজলে ধৌত হবার বয়স আমার চলে গেছে। ওসব কবিতা, গান, তুমি, আমি, নয়নজলের ধারা বইয়ে হুস্ হাস্, আহা উহুঁ, শব্দটব্দ, ফোঁপানো, ছট্‌ফটানি, কাতরানো কোনকিছুই আমাকে বিচলিত করতে পারবে না। আমি অবিচল, অটল, অকম্পিত। I am a nut hard to crack. বুঝেছো চাঁদ?" কপিধ্বজবাবু খুবই রেগেছে। তারই খানিকটা প্রকাশ।—"স্যরের

ইংরেজীটা একটু বেশী বলা হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে মাতৃভাষার দিকে স্যরের আকর্ষণটা একটু কম।” —“ছাখো বাপু, ওসব দেবী, ভক্তটক্তর এখানে টাকা ছাড়া কোনো রকম সুবিধে হবে না। আমি হতে দেবো না।”

—“আমার নামযশ হয়ে গেলে আপনার মেসের নাম আমি পাল্‌টিয়ে রাখবো। “সাধের কুঞ্জ” তখন হবে “কবিতা কুঞ্জ।” আহা, গুচ্ছ গুচ্ছ কবিতা আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। আমি জানি আমার কবিতা পড়ে সারা বাংলার লোক একদিন হাস্‌বে, কাঁদ্‌বে। তা স্যর আমার শেষ রচনাখানা আপনাকে শুনিয়ে দিই ?

কবিতা শোনার আকুল আবেদন কপিধ্বজবাবুর মনে কোনো-রকম সাড়া জাগালো না। বরং কপিধ্বজবাবু কেমন যেন বিচলিত বোধ করতে লাগলো।

সে মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়।…“না। না। ওসব কবিতা-টবিতা ঠিক আমার ধাতস্থ হয় না। বুঝিনা আমি কিছুই। আমাকে শুনিয়ে লাভ কি। বিদ্বান, কবিতা অনুরাগীদের শোনালেই বোধ করি ভালো হয়। আমাকে বরং টাকাপয়সার কথা শোনাও।” কপিধ্বজবাবু নানাভাবে কবিকে কবিতা শোনাবার কাজটি থেকে নিবৃত্ত করতে চায়। কিন্তু শুন্‌বে না কবি। সে এতো কষ্ট করে কবিতা রচনা করেছে; মেসের মালিককে শোনানো তার প্রথম কর্তব্য। মেসের খেয়ে দেয়ে সে মানুষ। মস্তিষ্কের যেটুকুন উর্বরতা তাতো মেসেরই দৌলতে। মেসের ভাত খেয়েই তো দৈহিক পুষ্টি। আর তাতে উদ্ভাবনী শক্তি জোর ধরেছে। তাছাড়া থাকা খাওয়া বাবদ পয়সাকড়ি দিতে পারছে না বহুকাল। কপিধ্বজবাবু কবিকে দয়া করেই থাকৃতে দিয়েছে। কৃতজ্ঞতাটুকুও তো প্রকাশ করতে হয়।

তাই কবি বলে—“না স্যর। এ কবিতাটি আপনাকে শুন্‌তে হবেই। বহু কষ্ট করে, অনেক মেহনত খরচ করে, এটাকে আয়ত্তাধীনে

এনেছি। এখন দশজনার কানে মধু বর্ষণ না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিনা। কর্তব্য সাধনে আমি কি করে বিরত থাকবো ?" কবি নাছোড় বান্দা।

—"না। না। আমি শুনবো না ও কবিতা। আমি গান শুন্‌তে ভালোবাসি। কবিতা ঠিক আমার সহ্য হয় না। ভালোভাবে বরদাস্ত করতে পারিনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা মাঝে মাঝে শুন্‌তে ইচ্ছে করে।"

—"দোহাই আপনার। শুনুন আমার কবিতা। কবি কপিধ্বজবাবুর সম্মতির অপেক্ষা না করে সুরু করে—

'ইঁট্‌, কাঠ, মাঠ,
ফটা ফট্‌ ফাট্‌।
চাপ্‌ চাপ্‌ জোছনা,
চাপ্‌ চাপ্‌ রক্তই যেন।
খুঁটে খুঁটে খায়। কে ?
মরা চাঁদ, না ইঁদুরের জ্ঞাতিরা ?
দেখে দেখে চোখ ছানাবড়া।
হবেই তো। ঈগলের দীর্ঘশ্বাস্‌।
হায়নার দাঁতে লাগে সুড়সুড়ি।
আমার বুকেতে ব্যথা।
প্রেয়সী তোমারও কি উঠেছে নাভিশ্বাস ?

কবি কবিতা আবৃত্তি শেষ করেছে।

ওদিকে চেয়ারে মাথা রেখে একদিকে এলিয়ে পড়েছে মেসের সত্বাধিকারী কপিধ্বজবাবু। তার মুখ দিয়ে নানারকম শব্দ বের হচ্ছে। কথা বল্‌ছে না কপিধ্বজবাবু।

—"কি স্বর অমন করছেন কেন ? বুকের ব্যথা বেড়ে গেলো নাকি ?"

কপিধ্বজবাবুর কাছ থেকে কবি কোনো সাড়া পেলো না।

॥ দুই ॥

কপিধ্বজবাবুর কাজই হলো ঘরে ঘরে ঘুরে বোর্ডারস্‌দের খোঁজ খবর নেওয়া। ঘুম ভাঙ্গতেই এ কাজ তার সুরু হয়। আর চলে সকাল দশটা পর্যন্ত। কপিধ্বজবাবু ঢুকে পড়েছিলো তাপস বিশ্বাসের ঘরে। তাপস বিশ্বাস সাজসজ্জা সেরে তখন বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলো।

কপিধ্বজবাবু তার সামনাসামনি হতেই প্রশ্ন করে—"এই যে তাপসবাবু। বেরুচ্ছেন বোধ করি?"

—"আপনার কি অন্যরকম কিছু মনে হচ্ছে।" তাপসের কথাবার্তাগুলো যেন কেমনতরো। সে স্পষ্ট বক্তা। তাপসের বয়স ত্রিশের ঘরে। স্বাধীনচেতা, সুশ্রী যুবাপুরুষ। বিয়ে সাদি করেনি। সম্প্রতি বেকার। চাকুরির খোঁজে চারদিকে বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে। কিছু সুবিধে করে উঠ্‌তে পারছে না। রাজনীতির জালে খানিকটা নিজেকে জড়িয়েছে।

কপিধ্বজবাবু বলে—"আজ্ঞে বল্‌ছিলাম কি ভালো আছেন তো?"

—"আপনার দৌলতে আর মেসের দৌলতে ভালো না থেকে উপায় আছে নাকি।"

—"কোনো রকম অসুবিধে হয়নি তো?"

কপিধ্বজবাবুর সারা শরীর দিয়ে যেন বিনয় গলে গলে পড়ছে। কপিধ্বজবাবু তাপসকে সমীহ করে চলে।

—"না তেমন অসুবিধে আর কি।" বলে তাপস বিশ্বাস।

তাপস বিশ্বাস মেসে থাকাখাওয়া বাবদ অর্থকড়ি ঠিকমতোই দিয়ে যাচ্ছে।—"সারা বর্ষাকাল ঘরের ছাদের ফুটো দিয়ে অনবরত জল পড়েছে। জানালার সার্সি ভেঙেছে অনেককাল। শীতের হাওয়ায় হাড়ে কাঁপন ধরিয়েছে। তিনশো পয়ষট্টি দিনের ভেতর

ছশো পঞ্চাশ দিনই পচা মাছ খাইয়েছেন। তারপর অন্য যা কিছু দিয়েছেন সবটাতেই ভেজাল। তেল, আটা, ময়দা সব কিছুতেই ভেজাল।”

তাপস কোনো কিছুর পরোয়া করে না। যা বল্‌বে সে স্পষ্টা-স্পষ্টিই বল্‌বে। ভয়টা কিসের।

—“তা দেখুন। Living from mouth to hand” তাতে বোর্ডারস্‌দের সব irregular payment. বুঝতেই পারছেন। আর আজকের দিনে বাজারে জিনিষপত্রের যে অবস্থা। তবে হ্যাঁ। এবার আমি very strict। যে ভাড়া বাকী ফেল্‌বে তাকেই কিনা bag and baggage সহ বিদায় নিতে হবে। তা গতকাল খাবারের কোনো অসুবিধে হয়নি তো?” প্রশ্ন করে কপিধ্বজবাবু।

—“না তেমন অসুবিধে আর কি। তরকারি মানেই তো জংলী গাছগাছড়ার পাচন। কোন্ জঙ্গল থেকে তুলে এনেছেন তা আপনি আর আপনার সাকরেদ্ বোলোহরি বল্‌তে পারবে। আর মাছের খোঁজে মাছ আর ঝোলের বাল্‌তিতে স্রেফ্ গামছা পরে নেমে গেলেই হলো। কালকেও সেই পচা মাছ।” তাপস পরোয়া করে না। সব কিছু বলে দেয়।

—“কালকেও পচা মাছ। অসহ্য। বোর্ডারস্‌দের Health তো আমি Break হতে দিতে পারিনে। আমিই তাদের guardian মানে—বাপ, মা, father-in-law, mother-in-law, wife, brother, uncle, মানে যা কিছু ভেবে নেন।”

—“অতোগুলোর দায়িত্ব আর নাইবা নিলেন। তা কপিধ্বজবাবু, আপনার মুখ দিয়ে যে ইংরেজীর খই ফোটে। আপনি এতো ইংরেজী কোথায় শিখলেন। আপনার ইংরেজী শুনে স্তম্ভিত হতে হয়।”

—“তা হবেন জানি। ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেব শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলেন।”

—“উনি কে?” প্রশ্ন করে তাপস।

—"আমাদের কলেজে ইংরেজী পড়াতেন।"

—"কলেজে পড়ে আপনার এ অবস্থা। মানে এরকম ইংরেজী বলার নমুনা।"

—"পড়াশুনো আর শেষ করতে পারলাম কই। কলেজের ডিগ্রীর ছাপ নিতে পারিনি। তা ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেব আমার ইংরেজী শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। সব কিছু বলতে আমার লজ্জা করে।"

কপিধ্বজবাবুর মুখখানা আরক্তিম হয়ে ওঠে। ঠিক কিশোরী মেয়ের মতো।

—"তা বলুন না সবকিছু। লজ্জা কিসের?"

—"সে Once upon a time-এর কথা। তখন যৌবন বয়স। তখন কি ছাই ভেবেছিলাম মেস্ চালাবো। না ভেবেছিলাম সংসারে জড়াবো।" কপিধ্বজবাবুর দুবার জোর দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

—"কি ভেবেছিলেন তখন?"

—"আরে মশাই অনেক কিছুই ভেবেছিলাম। তখন মনে অফুরন্ত আশা ছিলো। আকাঙ্খা ছিলো। আশা ছিলো পড়াশুনো করে বিলেত যাবো। বিদ্বান হবো। যশস্বী হবো।"

—"তা এ মেস্ চালিয়ে, ভেজাল খাইয়ে কি আপনি কম যশস্বী হয়েছেন। কালে কালে আরো হবেন।" টিপ্পনী কাটে তাপস।

—"তাপসবাবু। আপনার কথাবার্তাগুলো খুব ভালো নয়। ওরকম কথাবার্তা বলে জীবনে সুবিধে করতে পারবেন না। এবার শুনুন ম্যাট্রিক পাশ করবার পর বাবাকে বললাম মুদী দোকানে বস্‌বো না।"

—"আপনার বাবার বুঝি মুদী দোকান ছিলো?" প্রশ্ন করে তাপস।

—"বাবার প্রকাণ্ড মুদী দোকান ছিলো। বাবা স্কুলের পথে কোনোদিন পা বাড়ানিনি। তেল, মুন, মস্‌লার আমেজের ভেতর

ডুবে ছিলেন। তখন জিনিষপত্রের দাম এরকম Leaps and Bound বেড়ে যায়নি।"

—"খুব বড়ো মুদী দোকান বুঝি?"

—"খুব বড়ো। বাবা ছিলেন ডালচালের একচ্ছত্র অধীশ্বর। uncrowned king ও বল্‌তে পারেন। সারা কলকাতা জুড়েই ছিলো বাবার ব্যবসা। বাবা বল্‌লেন এ সাম্রাজ্য ছেড়ে মানে ডালচালের সাম্রাজ্য ছেড়ে তুই বিবাগী হবি।"

—"Interesting", বলে তাপস।

—"বাবা বল্‌লেন জানিস্‌তো এই বউবাজারের এক জায়গায় কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক্‌ বাটখারা নিয়ে বসে চালডাল মাপতেন। উনি কি না করেছেন। ইংরেজদের সারাভারত জয়ের মূলেই তো উনি। স্রেফ গাছের তলায়, চালডালের গুঁড়ো, দাড়ি গোঁফে মেখে উনি যদি গোটা কল্‌কাতা সহরটা গড়ে তুল্‌তে পারেন তবে তুই এতো বড়ো মুদী দোকানের কর্তা হয়ে একটা কিছু দাড়া করাতে পার্‌বিনে বাপ্‌। আমার নামে ডাক্‌সাইটে একটা পল্লী অন্তত। পল্লীর নাম মুর্গিহাটা, শূয়োরহাটা, কুমীরহাটা দিস্‌নে বাপ্‌। দেবদেবীর নাম দিয়ে রাখিস্‌।"

—কপিধ্বজবাবু থামতেই তাপস বলে,—"আপনি কি বল্‌লেন?" তাপসের কাছে গল্পটা কম ইণ্টারেষ্টিং লাগ্‌ছে না।

—"আমি বল্‌লাম, আমি পড়াশুনো করবো।"

—"তারপর?"

—"বাবা বল্‌লেন, পড়াশুনো করে কি হবে। জব চার্নক্‌ নিশ্চয়ই লেখাপড়া করেননি। ক্লাইভ সম্বন্ধে তো শুনেছি বিলেতে স্রেফ ড্যাংগুলি খেলেই বেড়াতেন। স্রেফ অঙ্কের পায়ে ল্যাং লাগিয়ে। তারা যদি এতো সব কাণ্ড করে যেতে পারেন তবে তুই মুদী দোকান চালিয়ে কিছু একটা করতে পার্‌বিনে।" আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, "আমি মুদী দোকানে বস্‌বো না। আমি লেখাপড়া

শিখ্‌বো, জজ হবো, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ হবো, বংশের ধারা পাল্‌টাবো। বিলেত যাবো।" বাবা বললেন—"কোথায় যাবি ?"

বললাম "বিলেত যাবো।"

—"বাবা বুঝি খুব আপত্তি করলেন।"

—"বিলেত শুনে বাবা চারশো চল্লিশ্‌ ভোল্টের শক্‌ খেলেন। ভাবলেন বোধ হয় মেমসাহেব বিয়ে করে আন্‌তে পারি। ভাবা স্বাভাবিক। চেহারাখানা তো আর খারাপ ছিলোনা।" কপিধ্বজবাবু যৌবন বয়সে ফিরে গিয়ে নিজের চেহারাখানা যেনো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখ্‌ছে।

—"আপনার চেহারাকে আপনি ভালো বল্‌ছেন।" মুখের উপর তাপস বলে দেয়। সে কথাবার্তা কোনো সময়ই ভেবেচিন্তে বলে না।

—"আরে বয়সের কালে কি আর চেহারাখানা অতো খারাপ ছিলো। দুচারটে মেম সাহেবের মাথাঘোরা এমন কিছু অসম্ভব ছিলো না।"

—"আপনার স্ত্রী, মানে মিষ্টি দেবী তো উল্টোকথা বলেন।"

—"বল্‌বেই তো। Jealousy। আমাকে শুধু শুধু চেহারার খোঁটা দেয়। বলে তোমার এরকম হোৎকা চেহারা। রঙ কালো। মাথায় টাক।" কপিধ্বজবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—"তা আপনি কি বলেন ?"

—"আমি বলি গিন্নী চেহারা নিয়ে যা তা বলো না। চেহারার জন্মে বাবা আমাকে বিলেত যেতে দিলেন না।"

—"বুঝেছি। মেমসাহেবদের মহলে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হতো।" বলে তাপস।

—"ঠিক তাই। বাবারও সে রকমই বিশ্বাস ছিলো। গিন্নীকে আমি বলেছি, গিন্নী টাক্‌ হলো টাকার চিহ্ন। মেদ হলো প্রাচুর্যের লক্ষণ। আর মেস্‌ চালাচ্ছি বলেই তোমরা চল্‌ছো। তা বাঁধনটা একটু আলগা করে দাও না গো। ছাখো কি হয়।"

—"তা উনি কি বল্‌লেন।"

—"আহা বল্‌বে আবার কি। আমাকে ছেড়ে থাকা সোজা নাকি। বল্‌লেই বাঁধন আলগা করে নাকি? নিজে তো ক্লাব, মিটিং, সভা সমিতি করে বেড়াচ্ছে। পেয়েছে আমার মতো। মুখে শুধু বড়ো বড়ো কথা। বলে তোমার মতো বুড়োর সঙ্গে থেকে থেকে বুড়ী বনে গেলাম। বলি এখনো ভাব্‌ছো কচি খুকীটি রয়েছো।"

—"সে রকম ভাব্‌ছে বুঝি?"

—"ক্লাবের মিসেস্ পাকড়াশী, মিসেস্ ভাট্ আর গুপ্তা সে রকমই বুঝিয়েছে। একে অন্যের পিঠ চুল্‌কোচ্ছে। তা যা বলছিলাম। বাবা বিলেত শুনে কি ভাবলেন উনিই জানেন। বোধহয় মেমসাহেবদের কথা ভাবলেন। হয়তো ভবিষ্যতের নাতি-নাতনীদের চোখের সামনে দেখলেন। নীল চোখ। লাল চুল। তার মুদী দোকানে চালডালের ওপর বসে বাতাসা চুক্‌চুক্ করে চুষ্‌ছে। বাবা চোখ বুজলেন।"

—"বলেন কি।"

—"বলেন কেন মশাই দুঃখের কথা। ওই যে কি থরম্, থরম্‌বসিস্ রোগ। তাই হলো। মাঝে মাঝে চোখ খুল্‌লেন। বেশীর ভাগ সময় খুল্‌লেন না। যখন খুল্‌লেন তখন ভালো করে দেখে নিলেন ট্যাকের চাবিগোছা ঠিক আছে কিনা। সিন্দুকের তালা ঠিক মতো বন্ধ আছে কিনা।"

—"আপনার লেখাপড়া শেষ হয়ে গেলো। তাই না?" প্রশ্ন করে তাপস।

—"যা ভেবেছেন। বাবা মারা গেলেন। আমার আর লেখাপড়া করা হলো না। জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ হওয়া হাতের মুঠো থেকে ফস্কে গেলো। বিলেতের লোকদের আমাকে আর দেখা হলো না। মুদী দোকান নিয়ে পড়লাম। আর পড়লাম এই মেস্‌বাড়ি খানা নিয়ে।

তবে ওই কলেজে মাস ছয়েক মাত্র ছিলাম। সে সময় ম্যাক্‌ফারসন্‌ সাহেব আমার ইংরেজী শুনে চম্‌কে উঠেছিলেন। স্তম্ভিত হয়েছিলেন। Phrases, Idioms, মশাই নিজের জয়ঢাক নিজে পিটোবো না, ওসব একেবার পকেটে পুরে বেড়াতাম। মুখ থেকে ইংরেজীর খই ফুট্‌তো। আচ্ছা আজ চলি কেমন।"

—"আসুন।"

কপিধ্বজবাবু দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তাপস ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকে। মেস্‌বাড়ির মালিক, তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, মেসের অধিকাংশ বাসিন্দারা যেন কেমন তরো। হাবভাব কথাবার্তা অস্বাভাবিক বৈকি।

॥ তিন ॥

মেস্‌বাড়িতে বোর্ডারস্‌রা সবাই কি অদ্ভুত চরিত্রের? এক একটা লোক যেন এক একটা টাইপ। শিরাসন্‌ চক্রবর্তীকে দেখলেই হাসি পায়। বিরাট বিরাট চুল। নাকটার ওপর দিয়ে রেলগাড়ীর চাকা চলে গিয়েছিলো নাকি? খাড়া নাকটাকে পালিশ্‌ করে রেখে গেছে। দারিদ্রের কশাঘাতে নিপীড়িত ভদ্রলোক। অভাবের সঙ্গে আর কতো যুঝ্‌বে। ছেঁড়া ময়লা পাঞ্জাবী। ধুতিতে অসংখ্য জোড়াতালি। মাথার চুলে তেল পড়েনি অনেককাল। পায়ের জুতোতে কালি পড়েনি বহুদিন। পাঁচখান থেকে কুড়িয়ে বেঁচে আছে শিরাসন্‌ চক্রবর্তী। বিভিন্ন যাত্রাদলে কাজ করে দু পাঁচ টাকা যা পায় তাতেই ওর চলে। যাত্রা আর নাটকের স্বপ্ন দেখে লোকটা দিনরাত। ও লাইনে নাম যশ করবার আশা আকাঙ্ক্ষা প্রচুর। কিন্তু সুযোগ সুবিধে বিশেষ হয়নি। সম্ভবত গুণ যোগ্যতার অভাব। সীন্‌ টেনে, গ্রীণরুমের তদারকি করে, ও লাইনের টপ্‌ ব্যক্তিদের ফাই ফরমাশ খেটে, হাত পা পিঠ মর্দন করে, ওদের অনুগ্রহ সংগ্রহ করে, সে বেঁচে আছে কোনো মতে। মৃতসৈনিক, দূত, দৌবারিক, জনৈক ব্যক্তি ইত্যাদির পার্ট অম্লানবদনে এবং অসঙ্কোচে গ্রহণ করেছে। যতোটা সম্ভব রিহার্সল দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ষ্টেজে বাজী মাৎ করে সন্তুষ্ট রয়েছে। দারোয়ান, দূত, দৌবারিক কিংবা মৃত সৈনিকের ওপরের লেভেলে ওঠ্‌বার হিম্মত হয়নি। যাত্রার অধিকারী মশাই, থিয়েটারের পরিচালক, হিরো আর হিরোইনদের খোসামোদ আর তুষ্ট কর্‌তে কর্‌তে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে। ও লাইনে সুবিধে হয়নি তেমন কিছু। আর হবেই বা কি করে। পড়াশুনো করেছে ক্লাশ ফোর পর্যন্ত। ক্লাস থ্রীতে বার কয়েক আর ক্লাশ ফোর-এ বার কয়েক ফেল করে পড়াশুনোকে প্রণাম জানিয়ে

পড়াশুনোর লাইন থেকে বিদায় নিয়েছে। মস্তিষ্কের বিকাশই ঘটেনি। "ঘুর্ণি" বইটা বার পাঁচেক সিনেমার পরদায় দেখবার পরও সে প্লটটা ভালো করে বুঝ্তে পারেনি। ছবিতে সূক্ষ্ম কাজের কথা বরং থাক্। সহকর্মীরা ছবিটা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলো। "ঘুর্ণি" বইটা সম্বন্ধে ওর মতামত জান্তে চেয়েছিলো। সে একগাল হেসে জানিয়েছিলো যে ও সম্বন্ধে সে বিশদ্ভাবে আলোচনা করতে প্রস্তুত। তবে আরো বার দুচার ছবিটা তাকে দেখতে হবে। ছবির বিষয়বস্তু সে এখনো ভালো করে আয়ত্তে আন্তে পারেনি। এই ভদ্রলোকটিকে মেসের সবাই নাট্যশিল্পী বলে ডাকে এবং আমরাও তাকে ওই নামেই ডাকবো। কখন্ এক ফাঁকে টুক্ করে এসে সে তাপস বিশ্বাসের কামরায় ঢোকে।

সে তাপসকে উদ্দেশ্য করে বলে—"এক কাপ চা হবে স্যর।" তাপস বিছানায় গড়াগড়ি যাচ্ছিলো। শোয়া অবস্থাতেই সে বলে উঠলো—"না, চা ফুরিয়েছে। দার্জিলিং থেকে চা-এর আমদানী বন্ধ। ডায়বেটিস্-এর ভয়ে চিনি ছেড়েছি। গোয়ালা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করেছে অনেককাল। সুতরাং দুধের প্রশ্নই ওঠে না। গোয়ালাবাবাজীর আমার কাছে বেশ কিছু টাকাপয়সা পাওনা হয়েছে। ওর সঙ্গে কথা বল্বার হিম্মতই নেই আমার। সুতরাং হে নাট্যশিল্পী, বুঝতেই পারছো আমার অবস্থা।"

—"তা একটা সিগারেটই দিন।" নাট্যশিল্পীর মনের অবস্থা হলো যা কিছু সংগ্রহ করা যায়।

—"নিন্।" তাপস একটা বিড়ি এগিয়ে দেয়।

—"একি! বিড়ি।" নাট্যশিল্পী সাধারণতঃ বিড়িই টানে। সে চেয়েছিলো তাপসের ঘরে বসে সিগারেট টান্বার বিলাসিতাটুকু উপভোগ করতে।

—"দেশের শিল্পকে উৎসাহিত করছি। বল্তে পারেন আমার

পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত বিড়ি শিল্পকে উৎসাহ যোগাচ্ছি। বিড়ি শিল্পে পাশের পাড়ার সঙ্গে কম্‌পিটিশানে আমার পাড়া ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছে।" বলে তাপস।

—"ভালো। ভালো। স্যরের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো বলে মনে হচ্ছে না।"

—"খারাপ হয়েছে অনেককাল। এখন চরম অবনতির পথে।" জবাব দেয় তাপস।

—"তা চাকরিটা ছাড়লেন কেন?" প্রশ্ন করে নাট্যশিল্পী।

—"চাকরিটা হাতছাড়া হলো। বড়সাহেবের পিঠ চুল্‌কোতে গিয়ে ফোড়াটা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম।" হেসে বলে তাপস।

—"তাতেই গেলো।"

—"না, আরো আছে। চিড়িয়াখানায় গিয়ে অফিসের মেজকর্ত্তার আড়াই-মণি গিন্নীর সঙ্গে হিপ্পোর অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে হেসে ফেলেছিলাম। হাসিটা চাপতে পারিনি। আর হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে কারণটাও নির্বিবাদে বলে ফেলেছিলাম। এসব অমার্জনীয় অপরাধ। তাতেই চাকরি গেলো।"

—"খুব খারাপ কাজ করেছেন। তা আমাদের ওখানে চাকরি করবেন?" প্রশ্ন করে নাট্যশিল্পী।

—"আপনাদের ওখানে।"

—"হ্যাঁ। মানে "দি গ্রেট্‌ আর্টিস্টিক্‌" যাত্রা কোম্পানীতে। মানে আপনি আমার মতো একজন নাট্যশিল্পী বা বল্‌তে পারেন যাত্রাশিল্পী হবেন?" নাট্যশিল্পী একটু থেমে তাপসকে ভালো করে খানিকটা সময় নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করে। তারপর আপনমনে বলে—"তা আপনাকে দিয়ে হবে। হ্যাঁ হবে।"

—"হবে?" প্রশ্ন করে তাপস।

—"আলবাৎ হবে। প্রথমে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিন। তা থেকেই আমি বুঝতে পারবো কোন্‌ ভূমিকায় আপনি

নামতে পারবেন। আচ্ছা বলুন দেখি আপনার মনে কোন্ রসের আধিক্য প্রচুর পরিমাণে হয়। মানে প্রাতুর্ভাব ঘটে খুব বেশী ?

—"তার অর্থ ?" বোধোগম্য হয় না তাপসের।

—"রস নানা প্রকার। যেমন ধরুন বীর-রস। আমি যখন মেসের ঠাকুরকে গম্ভীর নিনাদ তুলে ভাতের জন্যে তাগাদা দিই তখন হলো বীর-রস। মেসের কর্তা কপিধ্বজবাবু যখন বোলোহরিকে ধমকায় তখন রৌদ্র-রস। আমি বা আপনি যখন মেসের ছ'মাসের ভাড়া বাকী ফেলি আর কপিধ্বজবাবু যখন ভাড়ার জন্যে এসে হাজির হন, তখন আপনার এবং আমার মনে যে রসের আধিক্য ঘটে তা হলো করুণ-রস। যেদিন মাছের ঝোলে আপনার জন্যে একটুকরো মাছও খুঁজে পাওয়া যায় না তখন আপনার মনে যে রসের প্রাতুর্ভাব ঘটে তা হলো বীভৎস-রস। আর হাস্যরস হলো।"...

নাট্যশিল্পীকে সমাপ্ত করতে না দিয়ে তাপস বলে—"কপিধ্বজ-বাবুর স্ত্রী মিষ্টিদেবী যখন গান করেন তখন আপনার বা আমার মনে যে রসের সঞ্চার হয় সে রসের কথাই বোধ করি আপনি বল্‌ছেন।" বলে তাপস।

—"বা। চমৎকার। আর আপনি যদি আমাকে ভুল করেই হঠাৎ কয়েকটা টাকা ধার দেন তাহলে সেটা হলো বাৎসল্য-রস।" তাপস হেসে হেসে বলে।—"চমৎকার। পরক্ষণেই চমকে উঠে ঢোঁক গিলে বলে—কি বল্‌লেন ?" কথাটা নাট্যশিল্পীর খুব মনঃপূত হয় না।

তারপর নাট্যশিল্পী সুরু করে—"এরকম যে কোনো একটা রস আপনার মনে নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি অবস্থায় রয়েছে এবং সে রসের পরিমান নির্দ্ধারণ করেই আপনাকে সেই ধরণের রোলে নামাতে হবে। তা আপনার চেহারাখানা মন্দ নয়। বয়সও তেমন

বেশী নয়। আপনাকে নায়কের ভূমিকায় নামানো চল্‌বে। যাত্রা কোম্পানীর মালিককে আমি বলে দেবো। হয়ে যাবে আপনার।”

—“আপনাদের এ লাইনে বোধ করি ভীষণ প্রতিযোগীতা রয়েছে?”

—“তা আর বল্‌তে। মৃত সৈনিকের ভূমিকায় নামবার জন্যে সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব আর রেষারেষি।”

—“পারিশ্রমিক্‌ কি রকম পাবো?” প্রশ্ন করে তাপস।

—“হবে। হবে। সব ধীরে ধীরে হবে। আগে চাকরিটা হোক্‌।” গ্রেট্‌ আর্টিষ্টিক্‌ যাত্রা কোম্পানীতে হনুমানের রোলে নামতে আমাকে অনেক—অনেক মেহনত করতে হয়েছিলো, অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছিলো।” তাপস্‌ ভাবে হনুমান রোলের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে না আবার এখুনি ডেমোনস্‌ট্রেশন্‌ সুরু হয়ে যায়।

—“আমি পারবো?” তাপসের মনে সংশয়ের দোলা।

—“পারবেন না মানে। আমাদের ওখানে সব মহারথীরা রয়েছেন। ওরাই শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন। আপনার মুখে ভাষা না ফুট্‌লে ওরা ভাষা ফুটিয়ে ছাড়বে। দেখতেন যদি আমাদের কোম্পানীর ধর্ম্মর্বানবাবু, যুযুৎসুবাবুদের অভিনয়। চমৎকৃত হতেন। কি এ্যাক্‌টিং। কি এ্যাক্‌টিং। আহা।” নাট্যশিল্পী কথা বল্‌তে বল্‌তে চোখ বোজে। কান দুটো খাড়া করে। তারপর ভাবসমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকে। স্মৃতিচারণ সুরু করে নাট্যশিল্পী।

—“আহা। কি এ্যাকটিং। পলাশীর যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের কথাবার্ত্তাগুলো যখন ওদের কেউ আবৃত্তি করে। আহা।”

—“সে কি মশাই। আপনি ইতিহাসকে বিকৃত করছেন। পলাশী ক্ষেত্রে আওরঙ্গজেবের কোনো ভূমিকাই ছিলো না।” তাপস ইতিহাসের এ বিকৃত রূপ দেখে ককিয়ে ওঠে।

—"রেখে দিন আপনার ইতিহাস। শুনুন আমার কথা। পাণিপথের যুদ্ধে টিপু সুলতানের সেই তেজোদীপ্ত কথাবার্তা।"

—"অসম্ভব। অসম্ভব। হতে পারে না। সব অবাস্তব কথাবার্তা। আমি উঠি এবার। আমাকে বাইরে বেরুতে হবে। আমার যাত্রা কোম্পানীতে চাকরির দরকার নেই। চাকরি আমার মাথায় রইলো। আপনি আসুন এবার।" তাপস ঘর ছেড়ে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হয়। সুতরাং বাধ্য হয়ে নাট্যশিল্পীও ঘর ছেড়ে বাইরের দিকে পা বাড়ায়।

॥ চার ॥

মেস্‌বাড়িতে তাপস বিশ্বাসের ঘরে তাপস বিশ্বাস আর কপিধ্বজ বাবুর স্ত্রী মিষ্টিদেবীর ভেতর কথাবার্তা চলেছে। মিষ্টিদেবী কপিধ্বজবাবুর মতো সেকেলে নয়। আধুনিক যুগের সঙ্গে জোর কদমে পা ফেলে চল্‌বার পক্ষপাতী। বলা যায় পা একটু বেশী জোর কদমেই ফেলে থাকে। বয়সের দিকে মোটেও দৃষ্টিপাত না করে আধুনিকা সাজবার জন্যে সারাক্ষণ সেকি দুর্দান্ত প্রয়াস। তাপস বিশ্বাসের গান বাজনার একটু আধটু সখ রয়েছে। মিষ্টিদেবী সুযোগ ফস্‌কাতে দেবে না। যৌবনের সঙ্গে এমনিতে তার হৃদ্যতা অপরিসীম। বয়সের সঙ্গে সে আপ্রাণ যুদ্ধ চালিয়েছে। পাউডার, রুজ, ক্রীম্, হাতের কাছে যেখানে যা পেয়েছে তারই প্রচুর সদ্ব্যবহার করেছে। বয়সের দরুণ যেখানে যা ভেঙ্গেছে, তুবড়েছে সেসব ভাঙ্গাচোরার মেরামতি সে নিপুণ হাতে করেছে। যেখানে যা ঢাকবার তা সযত্নে ঢাক্‌তে প্রয়াসী হয়েছে। যা খুলে মেলে ধরবার তা খুলে মেলে ধরেছে। মনের গভীর গোপনে সযত্নে হয়তো একটা আশা পোষণ করেছে। গান শেখবার ফাঁকে ফাঁকে যদি মানুষটার চোখে নেশা ধরানো যায়। মিষ্টিদেবীর ধ্যান্ ধারণা একটু স্বতন্ত্র। ছেলে ছোক্‌রা, বয়সে সে যদি বছর কুড়ি ছোট হয়, তবে তার সান্নিধ্য নাকি শীতল প্রাণে তাপের সঞ্চার করে, মস্তিষ্কে নেশা ধরায়। যৌবনকে তোয়াজ করলে সে নাকি যাই যাই করেও সময়মত যায় না। চলে যাবার আগে গড়িমসি করে। আদর আপ্যায়নে যৌবন সন্তুষ্ট থেকে নাকি মনটাকে কাতুকুতু দিয়ে সতেজ রাখে। দেহকে অনেক বয়স পর্যন্ত চাঙ্গা রাখে। আর মিষ্টিদেবী সেই অটুট যৌবনের ওপর বিশ্বাস করে প্রেম করে চলে। তার বিশ্বাস,

the more the merrier. তাই তো এ বয়সেও মিষ্টিদেবী ক্লাবে বল্‌ডান্সে যোগ দেয়, ছেলেছোক্‌রাদের সঙ্গী করে পিক্‌নিক্‌ আর চড়ুইভাতির বন্দোবস্ত করে। সিনেমা ষ্টুডিওতে দুচার বার উঁকিঝুঁকি দিয়েছে মিষ্টিদেবী, সুবিধে হয়নি। গেটের দারোয়ান নাকি আভাষে ইঙ্গিতে হবে না বলে জানিয়েছে। মণিপুরী নাচ নাচতে পারলে মিষ্টিদেবী খুশী হয়। দর্শকদের চোখে সে নাচ কতোটা ক্লান্তিকর হবে সেজন্যে মোটেও মাথা ঘামায় না মিষ্টিদেবী। তাপসের ঘরে মিষ্টিদেবী যখন তখন নোটিশ না দিয়ে ঢুকে পড়ে। তাপসের মিষ্টিদেবীকে বড্ডো অপছন্দ। আর ততোটাই তাপসকে মিষ্টিদেবীর পছন্দ। তাপস স্পষ্টবক্তা। সে মিষ্টিদেবীকে সোজাসুজি বলে—"আপনার কি ধারণা আপনি গান শিখতে পারবেন।"

—"পারবোনা মানে। চেষ্টার অসাধ্য আছে নাকি কিছু।" মিষ্টিদেবী একগাল হেসে জবাব দেয়।

—"গণিতশাস্ত্র নিয়ে বস্‌লেই কি গণিতের অধ্যাপক হওয়া যায়। আপনি জানেন না বোধ করি যে আপনার গলা দিয়ে সাতটা সুর বেরোয়।"

—"তা যদি বলেন তবে আমি বলবো আকাশে সাতটা রঙ নিয়েই রামধনুর সৃষ্টি।" মিষ্টিদেবী কথার জাল বুন্‌ছে।

—"রামধনু সাত রঙ নিয়ে সুন্দর। গলা দিয়ে সাতটা সুর বের হলে কিন্তু খুব খারাপ শোনায়। বিশ্রী আর কুৎসিত।"

—"ক্লাবের মিষ্টার সিন্‌হা, মিসেস্‌ জোয়ারদার। মিষ্টার তরফদার কিন্তু আমার গান শুন্‌তে শুন্‌তে আত্মহারা হন প্রায়ই। বলেন কি অপূর্ব সুরের মূর্ছনা। বিলেত, জার্মানী ঘুরে এসে ভারতের মাটিতে পা দিয়ে এই প্রথম ভালো মিউজিক্‌ শুনলাম। wonderful." মিষ্টিদেবী ওদের কথার প্রতিধ্বনি তোলে।

—"ওরা ঠিকই বলেছে। আপনার ও গান এ দেশের জল

হাওয়ায় মানুষ হওয়া লোকদের জন্যে নয়। ওরা ও দেশের জল খেয়েছে। ও দেশের বায়ু নাক দিয়ে টেনেছে।"

—"জানি। ও সব দেশে গিয়ে গানটান করলে আমার খুব যশ হতো। সুনাম হতো।"

—"সে চেষ্টাই করুন।" বলে তাপস।

—"জানেন তাপসবাবু ক্লাবের মিসেস্ তরফদার, মিসেস্ চাক্‌লানবীশ, মিসেস্ জোয়ারদার আমাকে ভীষণ হিংসে করে। শুধু গান কেন, আমার চেহারা, আমার ঐশ্বর্য সবকিছু নিয়েই ওদের যতো হিংসে।"

—"হিংসে হওয়া খুবই স্বাভাবিক।" আপনার যা চেহারা, আপনি ওদের মনে যে হিংসের সাইক্লোন্ বইয়ে ছাড়বেন্ তাতে আর আশ্চর্য কি।"

—"আমি জানি আপনি আমার চরিত্রের গুণাবলী, চেহারা চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন। আচ্ছা তাপসবাবু আপনি আমাকে খুব পছন্দ করেন, তাই না?" মিষ্টিদেবীর কেমন যেন একটা গলা গলা ভাব।

তাপস বিশ্বাসকে চুপ করে থাকতে দেখে মিষ্টিদেবী বলে—"আপনার মৌন থাকার অর্থই হচ্ছে আপনি আমার বক্তব্যকে সমর্থন জানাচ্ছেন এবং মনে হচ্ছে আপনার আমার সম্বন্ধে খুব উঁচু একটা ধারণা রয়েছে। আপনার চোখের চাউনি তো সেরকমই বলে।" মিষ্টিদেবী প্রেমের পূজারিণী। প্রেম কেউ হাত পেতে গ্রহণ করতে না চাইলে মিষ্টিদেবী তার হাত দুটো জোর করে টেনে ধরে তার ওপর প্রেমবারি বর্ষণ করতে সুরু করে।

—"না। না। আপনি ভুল করছেন। আমার কোনো রকম ধারণা টারণা হয়নি।" বলে তাপস।

—"জানি মনের সঙ্গে প্রবলভাবে যুদ্ধ করতে হচ্ছে আপনাকে। চোখে মুখে আপনার তারি আভাষ। আমি জানি এ যুদ্ধে আপনি

পরাজিত হবেন। দুর্বল মনকে শায়েস্তা করবার শক্তি আপনার নেই। নিজের সন্তানের কাছে পরাজিত হবার যে গৌরব, দুর্বল মনের কাছে পরাজিত হওয়ার গৌরব তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।" মিষ্টিদেবীর মুখে জয়োল্লাস্।

—"দেখুন মিষ্টিদেবী, আপনার সমস্ত বিশ্বাস, ধারণা ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আপনার ভুল আপনি শুধ্রিয়ে নিন।"

—"ভুলের মাশুল্ যোগাতে আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তবে আমি বার বার ভুল করে যাবো। আপনি কথা দিন্ আপনি আমার পাশে থেকে আমাকে সাহায্য করবেন।" মিষ্টিদেবী প্রেম সাগরে পুরোপুরি ডুব দিয়েছে। তাপস বাধা দেয়।

তাপস বলে—"শুনুন্ মিষ্টিদেবী, আমার একটা বিশেষ জরুরী দরকার রয়েছে। আমি এখন উঠি।" তাপস উঠে পড়ে। মিষ্টিদেবীকে কেমন যেন বিমর্ষ দেখায়। তাকেও বাধ্য হয়ে উঠ্তে হয়।

মিষ্টিদেবী বলে—"আচ্ছা বেশ। আমি এখন যাচ্ছি। রাতের বেলা এসে গান শিখবো।"

তাপস দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে বলে—"আজ রাতে আমার আর মেসে ফেরা সম্ভব হবে না। বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রয়েছে। ওখানেই রাতে থেকে যাবো।" মিষ্টিদেবী ক্ষুব্ধ। বিমর্ষ। তাপস মনে মনে ভাবে এরকম কতোদিন আর চল্বে। তাকে এ মেস্ ছাড়তেই হবে।

॥ পাঁচ ॥

একটা হোটেলের ঘরে ওরা দুজন বসে খাচ্ছিলো। কপিধ্বজ বাবুর মেয়ে রেখা আর মেস্‌বাড়ির বোর্ডার অখ্যাত কবি। পরদাফেলা ছোট্ট ঘরে ওরা দুজন। রেখা টেবিলের ওপর নীচু হয়ে খেয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ রেখার খেয়াল হয় কবি মোটেও খাচ্ছে না। তার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে বসে আছে। কবি প্রেমসাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

—"কি খাচ্ছো না যে কবি মশাই?" প্রশ্ন করে রেখা। তার মুখভর্তি খাবার। তার বিশ্বাস ক্ষিদে এবং খাবারের স্থান সবার ওপরে, আর সবকিছু মিথ্যে।

—"জানো রেখা তোমাকে না পেলে এ জীবন আমার বৃথা। আমি মরেই যাবো।" একটা ষাঁড়ের ফোঁস্ ফোঁস্ করার মতোই শব্দ করে উঠলো কবি। প্রেম যন্ত্রনায় সে বোধ করি পাগলই হয়ে যাবে।

বোঝাই যায় সে রেখাকে প্রচণ্ড ভালোবেসেছে। আর ভালোবেসে ভালভাবেই মজেছে।

—"আমার এতো শীগ্‌গীর মরবার সাধ নেই। জীবনের আর কটা দিন হাতে রয়েছে একটু ভালো খাওয়া দাওয়া করে নিই। গোটা চারেক চপ্ দিতে বলো না গো।" রেখা গোগ্রাসে গিল্‌ছে। কবি হাঁক ছাড়ে—"বয়। বয়।" বয় এসে হাজির হয়।

—"চারটে চপ্ নিয়ে এসো"। কবি অর্ডার দেয়। বয় অর্ডার নিয়ে চলে যাবার আগেই রেখা বলে—"দুটো ফিস্‌ফ্রাইয়ের অর্ডার দাও না গো।"

—"এর আগে গোটা তিনেক্ ফিস্‌ফ্রাই খেয়েছো। আরো দুটো ফিস্‌ফ্রাই।" কবির কণ্ঠস্বর অনেকটা আর্তনাদের মতোই শোনায়।

কবি মনে মনে ভাবে ওকে খাইয়ে নিজেকে শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারবে তো। খরচের ধাক্কায় না হার্ট চল্‌তে চল্‌তে ফেইল করে।

—"বয়, ছুটো ফিস্‌ফ্রাই নিয়ে এসো।"

বয় সানন্দে কান থেকে পেন্সিল নামিয়ে ছোট্ট কাগজে খাবারের ফরমাস্‌ নোট করতে থাকে। বয় হোটেলের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে যে যতো বেশী প্রেম করবে তার ততো ক্ষিদেটা চন্‌চনে হয়ে উঠবে। আর হোটেলেরও ততো লাভ হবে।

—"শোনো বয়। সঙ্গে খান্‌ আটেক্‌ ফুলকপির সিঙ্গাড়া। আর কাটলেট্‌ থাকলে গোটাছুই এনো।" রেখা কবির সম্মতির অপেক্ষা করে না। তাকে কবি এখানে এনেছে প্রেম করবার জন্যে, আর প্রেম করতে গেলে ভালো করে পেটভরে খেতে হবে। এরকম সুযোগ তো সব সময় আর আস্‌বে না।

বয় অর্ডার নিয়ে চলে যায়। কবিকে কেমন যেন ম্লান দেখায়। সে বলে—"রেখা, তুমি এতো খেতে পারবে?"

—"জানো প্রেমে পড়লে আমার এমন ক্ষিদে পায়।"

যাক্‌ এক বিষয়ে কবি নিশ্চিন্ত হয়। রেখা তাহলে সত্যি সত্যি তার প্রেমে পড়েছে! তবে পাঞ্জাবীর পকেটে কবি ঘন ঘন হাত চালায়। অর্থনৈতিক জোর কতোটা রয়েছে তার হিসেব করে। এ রেটে রেখা খেতে সুরু করলে কবিকে প্রেম জলাঞ্জলী দিয়ে পালাতে হবে। কবির ধারণা ছিলো। প্রেমের মরসুমে মেয়েরা ছেলেরা একটু কম খায়। কবি রেখার মন রাখার জন্যে বলে—"ক্ষিদে হওয়া ভালো। তবে......"

—"তোমরা কবি মানুষ। ফুল, হাওয়া, চাঁদের আলো এসব হলেই তোমাদের চলে। আমার বাপু ওসবে চলে না। তবে কবিতা টবিতা বাপু আমিও ছুচারটে লিখতে পারি। ভালো খাওয়াদাওয়া হলে তবেই লেখা সম্ভব। নয়তো কবিতা বেরোবে না।" রেখার হাত আর মুখ খুবই ব্যস্ত।

—"তুমি গোলাপের পাপড়ি।" কবি আলগোছে রেখার গালে হাতের পরশ বোলায়। কবি তার কবিত্বের নমুনা পেশ্ করে।

—"তুমি গোলাপের কাঁটা।" রেখা খেতে খেতে উত্তর দেয়। কবির সান্নিধ্যে এসে রেখাও মেয়ে কবি হয়ে গেলো নাকি ?

—"এ্যাঁ, কাঁটা।" চমকায় কবি। অন্তরে ঘা খায়।—"বস্তুটা কি খুব ভালো ?"

—"ভালো নয় তো কি। গোলাপের দেহে কাঁটারা জড়িয়ে থেকে গোলাপকে যেমন পাহারা দেয়, তেমনি আমার জীবনে তুমি কাঁটা হয়ে থেকে অন্য বিশজন প্রতিদ্বন্দ্বী মানে আমার প্রেমে যারা মশ্‌গুল, তাদের তুমি ক্ষত বিক্ষত করে ছাড়্‌বে।" রেখার কথাবলার ধরণ ধারণই যেন কেমন তরো।

—"খুব সুন্দর কথা বলেছো তুমি রেখা। তোমার বুদ্ধি আছে। আমি কাঁটা হয়ে বেঁচে থেকে তোমাকে পাহারা দেবো।" কিন্তু পরক্ষণেই কবির মনে কথাটা সম্ভবত আলোড়নের সৃষ্টি করে।

—"তা কাঁটা হয়ে থাকাটা কি খুব ভালো হবে। বিশেষ করে তোমার জীবনে কাঁটা হয়ে থাকা।"

—"ওসবের জন্যে তুমি চিন্তা ভাবনা করো না, আমার জীবনে একটা কিছু হয়ে থাক্‌লেই হলো। অন্যেরা অন্য কিছু হোক্। তুমি কাঁটা হয়ে থাকো। রেখা ওকে আশ্বাস দেয়, সান্ত্বনা দেয়।

—"তুমি আমার আকাশের চাঁদ।" কবি বলে।

—"তুমি ধ্রুবতারা।" সংক্ষিপ্ত উত্তর রেখার।

—"তুমি যেন লতা।" কবি কবিত্ব ফলাচ্ছে।

—"তুমি ফুলের কুঁড়ি।" রেখা পাল্লা দিচ্ছে।

—"বা, বা, সার্থক তোমাকে আমার কবিতা শোনানো। তুমি আমার জীবনে একটি মুক্তো।" কবি আহ্লাদে আটখানা। প্রেমে মশ্‌গুল। সে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছে।

—"তুমি ঝিনুকের খোল।" রেখা পিছোতে জানে না। রেখা মুক্তো হলে কবি ঝিনুক্ ছাড়া আর কি।

—"তুমি ফুল।" কাব্যের খেলায় দুজনেই মেতেছে।

—"তুমি সুরভি।" জবাব দেয় রেখা।

—"তুমি দীপশিখা।" বলে কবি।

—"তুমি প্রদীপ।" জবাবে বলে রেখা। "সাবাস্"—দুহাতে তালি বাজায় কবি।

—"তুমি নদী।" বলে কবি। এ এক ধরণের শব্দের খেলা চলেছে।

—"তুমি ঢেউ।" বলে রেখা।

—"তুমি দখিণা সমীরণ।" কথার জাল বুন্ছে কবি।

—"তুমি উত্তরের হাড় কাঁপানো সমীরণ।" রেখার খেয়াল নেই। যা মনে এসেছে তাই সে বলে দিচ্ছে। সে খাবার নিয়ে মেতে আছে। শুধু কবির সঙ্গে তাল রাখতে আর পাল্লা দিতে শব্দ, কথা আর বাক্যের খেলায় মেতেছে। কবি বলে—"তুমি আমার তাজমহল।" রেখা প্রত্যুত্তরে কিছু একটা খুঁজে বেড়ায়। একটা যুৎসই উপমা তাক্ করে ছুড়ে দিতে পারলেই হলো। বস্তুটির তাজমহলের মতো চেহারাটা হলেই ভালো। হাতের কাছে আর আছেই বা কি। সে বলে—"তুমি, তুমি আমার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।"

—"বা, বা, চমৎকার।" ফাঁকে ফাঁকে কবি হাত চালাচ্ছে। আঙ্গুল বুলিয়ে যাচ্ছে রেখার মাথায়, গালে এবং গলায়।

—"ওগো আমার ক্ষিদেটা প্রচণ্ড বেড়েছে। জানো কবি, প্রেমে পড়লে ক্ষিদেটা আমার এমন বেড়ে যায়।"

—"এতো ক্ষিদে তোমার।" কবি বিস্মিত বোধ করে।

—"বয়, বয়।" রেখা চিৎকার করে ওঠে।

—"দিদিমণি আপনার খাবার এনেছি।" বয় খাদ্যের স্তূপ

টেবিলের ওপর সাজিয়ে দেয়। অনেকগুলো কাপ, ডিস্, প্লেট্ টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখে।

কবির গা দিয়ে ঘামের ধারা বয়ে যাচ্ছে। টাকার কথা চিন্তা করে সে কেমন যেন অসুস্থ বোধ করে।

—"এতো কিছু তুমি খাবে ?" কবি রেখাকে জিজ্ঞাসা করে।

—"এ আর এমন বেশী কি। প্রেম খেলায় নামলে আমি সদা সর্বদা এরকম খেয়ে নিই। বয়, ঘুঘ্‌নি আর পুডিং নিয়ে এসো।"

বয় 'আচ্ছা' বলে চলে যায়।

কবির মুখ থেকে ছোট্ট দুটি শব্দ বের হয়।—"হে ঈশ্বর।"

রেখা খেতে থাকে। কবি বলে—"জানো রেখা, তোমাকে নিয়ে আমি সাত সমুদ্র পেরিয়ে একটা ছোট্ট নির্জন দ্বীপে ঘর বাঁধবো। শুধু তুমি আর আমি, স্রেফ পাতার ঘরে আমরা ঘর বাঁধবো।

—"না গো। ওসব লতা পাতার ঘরে থাকা আমার পোষাবে না। বর্ষার দিনে বৃষ্টির জলে ঘর ভেসে যাবে।"

—"আমরা চাঁদের আলো আর মৃদু হাওয়া পান করে বেঁচে থাক্‌বো।" বলে কবি।

—"বলে কি গো। সর্বনাশ, তাহলেই হয়েছে, দুদিনে শুকিয়ে আমি অক্কা পাবো। তোমার বুঝি আমাকে শামুক আর গুগ্‌লী খাইয়ে রাখবার মতলব। উপোসের ভয়ে আমি কখনো পুজো পার্বণ পর্যন্ত করিনে।" রেখা প্রায় ডুকরিয়ে কেঁদে ওঠে। কবিকে কেমন যেন বিমর্ষ দেখায়।

—"ওগো ওম্‌লেটের কথা বল্‌তে আমি স্রেফ ভুলে গেছি।"

—"তুমি আরো খাবে ?" বলে কবি।

—"হ্যাঁ খাবো।" বলে রেখা।

—"ওগো আমি ওম্‌লেট খাবো। আমার বড্ডো ক্ষিদে। প্রেমে পড়লেই আমার এমন ক্ষিদে পায়।"

—"তুমি এতো খেলে আমার কি হবে, হে ভগবান, আমি কি

বাঁচবো?" কবি ককিয়ে ওঠে। ওম্‌লেটের অর্ডার দেয়। এরপর সে বলে—"রেখা, এসো তোমার খোঁপায় ফুলের এ মালাটা পরিয়ে দিই।"

—"না, এখন্ আমি খাচ্ছি। এখন খোঁপাতে মালা পরবার সময় হবে না আমার। আগে সব খাবার শেষ করে নিই।"

—"না। এখুনি তোমার কবরীতে এ মালা আমি পরাবো। এসো লক্ষ্মীটি।"

—"উহুঁ।" রেখা প্রতিবাদের ঝড় তোলে।

—"এসো। এসো লক্ষ্মীটি। মাথাটা এগিয়ে দাও।" কবি ততোক্ষণে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেছে।

—"এখন নয়। এখন আমার বড্ডো ক্ষিদে।" রেখা যেন খাবার পেয়ে উন্মাদ বনে গেছে।

কবি কোনো কথা শোনে না। মালাটি হাতে করে এগিয়ে যায়। এগিয়ে গিয়ে রেখার কবরীতে মালা জড়াতে যায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ধুতিতে পা জড়িয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে টেবিলের ওপর পড়ে যায়। কবি টেবিলের ওপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কনুইএর আর হাতের ধাক্কা খেয়ে টেবিলের ওপর জড়ো করা একরাশ কাপ, প্লেট্, ডিস্ টেবিল্ থেকে মাটিতে সশব্দে গড়িয়ে পড়ে। প্রচণ্ড শব্দে হোটেলটা কেঁপে ওঠে। আশ্‌পাশ্‌ থেকে বয়, বেয়ারা, বাবুর্চির দল ছুটে আসে। রেখা তার সমস্ত খাবার মাটিতে পড়ে যেতে দেখে ককিয়ে ওঠে। তার মুখগহ্বর থেকে প্রচণ্ড আর্তনাদ বেরিয়ে আসে।

॥ ছয় ॥

গরমে ঘেমে নেয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে মেস্‌বাড়িতে ফিরেছে কপিধ্বজবাবু। আর সেই কখন্ থেকে একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে থেকে দরজার কড়া নাড়ছে। নাড়ছে আর নাড়ছে। সাড়া দিচ্ছে না কেউ। ঘন ঘন হাক্ ছাড়ে কপিধ্বজবাবু। গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে চেঁচাতে থাকে।

—"ভোম্বল। ভোম্বল।"—"যাই বাবা।" এবার সাড়া মেলে। ভোম্বলের কণ্ঠস্বর। কপিধ্বজবাবুর হাবাগোবা বছর চৌদ্দ বয়সের ছেলে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসে দরজা খোলার উদ্দেশ্যে। ছেলেটা একেবারে গবাকান্ত।

—"যাই বাবা।" ছেলের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি তুলে কপিধ্বজবাবু মুখ খিঁচিয়ে ওঠে। ভোম্বল দরজা খুলে দিতেই কপিধ্বজবাবু ফেটে পড়ে।—"একবার দরজা খুল্‌তেই যদি সমস্ত বাড়িখানা আন্দোলিত হয়, লোহা লক্কড়ে ভূমিকম্প হয়, চূণ-সুরকী বরিষণ হয়, তবে হতভাগা এ মেস্‌বাড়ি আর কতোদিন টিঁক্‌বে। তোকে আমি কি দিয়ে যাবো।" বলে কপিধ্বজবাবু।

—"এবাড়ি আমি নেবো না বাবা। তুমি দিদিকে এ বাড়ি দিয়ে যেও। বাড়িটা বড্ডো খারাপ।"

রেখা ততোক্ষণে ভোম্বলের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে খেঁকিয়ে ওঠে। —"আমাকে কেন? এ বিশ্রী, কুৎসিৎ, জঘন্য বাড়ি নিয়ে আমি কি করবো। তুমি বাবা বোলোহরিকে এ বাড়ি দিয়ে দিও।"

—"জানিস্। শ্বশুরমশাই মেয়ের সঙ্গে এ বাড়ি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলো। যেমন বদ্‌খত্ বাড়ি। তেমনি মেয়ে। উপায়

নেই। একরাশ টাকা খরচ করে বাড়িটার হাল ফেরাতে চেষ্টা করেছিলাম। টাকা খরচ করে তোর মাকে আর কি ঠিক্ করবো। চরিত্রের ভোল্ তো আর রাতারাতি পাল্টানো যায় না। চরিত্র শুধ্‌রানো কি সোজা কথা। রিপেয়ারিং ওয়ার্ক্ তো বাড়ির ওপরই চলে। স্ত্রীর ওপর কি চলে। তা তোর মা কাছাকাছি আছে নাকি? শুন্‌লো নাকি সবকিছু?

কপিধ্বজবাবু গলার স্বর নামিয়ে কথাগুলো বলে।

…"মা বাড়ি আছে নাকি?" রেখা সদর্পে ঘোষণা করে। এ যেন খানিকটা বাবার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া।

—"মা বাড়ি নেই? কোথায় গেলোরে?"

—"মিটিংএ গেছে।" বলে ভোম্বল।

—"মিটিংএ গেছে। আমি যখন Living from mouth to hand—তখন তোর মা মিটিংএ গেছে।" ভুল ইংরেজী বলা কপিধ্বজবাবুর একটা বদ্ অভ্যেস।

—"বাবা ওটা hand to mouth হবে।" রেখা শুধ্‌রিয়ে দেয়।

—"ঐ হলো। ইংরেজী বল্‌তে পারাই হলো আসল কথা। তা মিটিংএ গেছে। কিসের মিটিং রে? প্রশ্ন করে কপিধ্বজবাবু।

—"ভেজাল্ প্রতিরোধের মিটিং।"

কপিধ্বজবাবু বলে—"Terrible and horrible."—"মা ওই মিটিং-এর সেক্রেটারী।" রেখা পূর্ণ বিবরণ পেশ করে। বাবার কাটা ঘায়ে ধীরে সুস্থে নুন ছিটোয়।

—"সেক্রেটারী।" কপিধ্বজবাবু যেন অনেক অনেক ভোল্টের শক্ খায়। —"দর্শক্ নয়। শ্রোতা নয়। সভ্যা নয়। প্রথম দফায়ই সেক্রেটারী। আমি এদিকে চাল ডালের হিসেব নিয়ে মরছি। আর তোর মা ওদিকে…"

কপিধ্বজবাবুকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে রেখা বলে—"ওই চাল-ডালে কেউ যাতে ভেজাল না দেয়, ভেজাল না দেয় তেল ঘি-এ,

তারই জন্যে মিটিং ডাকা হয়েছে। তারই বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্যে সভা-সমিতি। ওরা প্রতিবাদের ঝড় তুল্‌বে।” কপিধ্বজবাবু মেয়ের কথাবার্তা শুনে চমৎকৃত বোধ করে। রেখাও কি মিটিং আর সভাসমিতিতে যায় নাকি? কপিধ্বজবাবুর মনে প্রশ্ন জাগে। কথাবার্তার ধরনধারণ ভালো নয়। এ যে এক গভীর গোপন ষড়যন্ত্র।

—“শুনেছি ভেজাল প্রতিরোধ কমিটির কর্তাদের তোমার এই মেসবাড়ির দিকে দৃষ্টি রয়েছে। তোমার দিকেও কড়া নজর রেখেছে ওরা।” রেখার ভেতর দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদ ভালো ভাবেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। জনগণের প্রতি সমবেদনায় ওর মন ভরপুর। দেশের উন্নতিকল্পে ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েও রেখা দেশের এবং দশের সেবা করতে চায়।

কপিধ্বজবাবু কিন্তু আঁৎকে ওঠে। এসব কি কথা। মা মেয়ের একি নির্মম ষড়যন্ত্র। রেখা চুপ করে থাক্‌বার মেয়ে নয়। আরো খানিকটা সে ওর সঙ্গে যোগ করে। —“তোমার মেস্‌ও বাদ যাবে না। ভেজালটেজালের গন্ধ পেয়েছে কি ধরিয়ে দেবে।”

—“বলিস্‌ কি রেখা। তোর মুখে এসব কি কথাবার্তা। বাপের বিরুদ্ধে যাওয়া কি যুক্তি সঙ্গত। রামায়ণখানা ভালো করে পড়ে নিস্‌। দেখতে পাবি রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্যে কি কাণ্ডটাই না করলে। তোর দেখছি বাড়ির ভেতর বিদ্রোহের আগুন জ্বালাবার চেষ্টা। Living in a fool's paradise. আমারটা খেয়ে আমারই সর্বনাশ্‌। তা বল্‌তে পারিস্‌ তোর মা এ রকম করছে কেন? মানে নিজ দেশে খেয়ে থেকে বিদেশীদের সঙ্গে হাত মিলোচ্ছে কেন?” প্রশ্ন করে কপিধ্বজবাবু।

—“মার বোধ করি মেসের খাওয়া দাওয়া পছন্দ হচ্ছে না। আর তুমি যে রকম কৃপণ। এতোটুকুও ভালো রাখোনি আমাদের। মার আর আমার শাড়ী-গয়নার দিকে ভালো করে

নজর রাখোনি। সবাইকে ভেজাল খাইয়ে টাকার পাহাড় করেছো। টাকার পাহাড়ে তুমি গড়াগড়ি খাচ্ছো আর ওদিকে আমাদের সর্বনাশ্। এতোদিন ধরে বিদ্রোহের আগুন ধিক্ ধিক্ করে জ্বল্‌ছিলো। এবার আগুন দাউ দাউ করে জ্বল্‌বে।" রেখার চোখে মুখে বিদ্রোহের আগুন ঝিলিক্ দিয়ে যায়।

—"Shut up, আমি এসব কথাবার্তা মোটেও শুনতে চাইনে। Cold blooded murder হয়ে যাবে কিন্তু।" ঘরের বিদ্রোহ দমন করতে কপিধ্বজবাবু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

—"ভেজালের ব্যাপারে ধরা পড়লে নাকি আজকাল শাস্তিটাস্তি খুব বেশী রকম হচ্ছে। অনেক বছর জেল। অনেক টাকা ফাইন্।" রেখা সরকারি আইনকানুনগুলোর খানিকটা আভাষ দেবার চেষ্টা করে কপিধ্বজবাবুকে।

—"রেখা। তোর কি মনে হয় তোর মা আমাকে ধরিয়ে দেবে?" কাতর কণ্ঠে কপিধ্বজবাবু প্রশ্ন করে।

—"মার যা মতিগতি কিছুই অসম্ভব নয়। মার অন্তরে আগুন জ্বল্‌ছে। এতোদিন ছাই চাপা ছিলো। ধিক্ ধিক্ করে জ্বল্‌ছিলো।"

—"তোর মার এ মতিগতি ফেরানো যায় না?" কপিধ্বজ-বাবু অনেকটা ঠাণ্ডা মেরে গেছে। অনুনয় বিনয় যেন কণ্ঠ থেকে গলে গলে পড়ছে।

—"চেষ্টা করলে যায়।" রেখা ভেবে চিন্তে ধীর স্থির ভাবে বলে। ভালো শাড়ী, গয়না, গাড়ী কিনে দিলে হয়তো মার মন মেজাজ ভালো হয়ে যেতে পারে। ও রাস্তা থেকে মা হয়তো সরেও দাঁড়াতে পারে।

—"Shut up, কাউকে আমি কিছু দেবো না।

—"বাবা। যে যা চায় তা তাকে দিয়ে দেওয়াই ভালো। তোমাকে ধরে হাজতে পুরলে আমার বড্ডো মুস্কিল হবে। এ মেস্‌বাড়ির কাজকর্ম আমি চালাতে পারবোনা। তুমি হয়তো

গারদের ভেতর খেয়ে দেয়ে ভালোই থাক্‌বে। আমি জোড়াতালি দিয়ে মেসবাড়ি চালাতে পারবোনা।"

—"Shut up", চিৎকার করে ওঠে কপিধ্বজবাবু। তারপর সে বলে, "জানিস্ রেখা, চাল, ডাল, তেল, ঘি, নুনে, ভেজাল দেবার মূলে ওই বোলোহরি। ওই হতভাগা বোলোহরি যতো নষ্টের মূল। ওকেই হাজতবাস করানো উচিত। আমি একেবারে নির্দোষ। আমার মনটা সাদা মাঠা। একেবারে শিশুর মতো। হিসেব নিকেশ আমি ঠিক বুঝ্‌তেই পারিনে। সব তো বোলোহরি দেখে।" কপিধ্বজবাবু নিজেকে সমস্ত ক্লেদ আর জঞ্জাল থেকে সরিয়ে নিতে চায়।

—"না। না। তুমি বেশ বোঝো।" রেখা প্রতিবাদের ঝড় তোলে।

—"আচ্ছা রেখা, তোর মা কি এ হীন কাজ করতে পারে বলে তুই মনে করিস্?" কপিধ্বজবাবুর মনে এখনো সংশয়।

—"হীন কাজ কোথায়? দেশের কাজ। দশের স্বার্থে এসব করা। এতো জনসেবা। তাছাড়া তোমার মতো দুচার জনকে ধরিয়ে দিতে পারলে মার নাম খবরের কাগজে ছাপা হবে। একটা পুরস্কারও মিলে যেতে পারে। এসব কি কম কথা। আর কথাই তো আছে,—charity begins at home সমস্ত কিছু ঘর থেকেই সুরু করা উচিত।"

—"তা মা যা চায় সে সমস্ত কিছু তুমি দিয়ে দিলেই পারো। ধরো মা যা খেতে চায়, পরতে চায়, যেখানে খুশী যেতে চায়, সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করে দিতে পারো।" মার পক্ষ নিয়ে ভোম্বল জ্ঞান ছড়ায়। বাবাকে উপদেশ দেয়।

—"চুপ। তুই জাম্বুবান এতোক্ষণ কোথায় ছিলি?"

—"গাছের ডালে।" নির্বিকার কণ্ঠে বলে ভোম্বল।

—"কি করছিলি সেখানে?"

—"আমি জাম্বুবান সেজেছিলাম আর পটলা হয়েছিলো হনুমান। তারপর কি যুদ্ধ্। কি যুদ্ধ্।"

—"অপদার্থ। ঘরের কোণে ঐ যে হুঁকোটা রয়েছে ওটা আমার হাতে তুলে দেতো বাপ্।" কপিধ্বজবাবু পুত্রকে হুকুম করে।

—"হুঁকো টান্‌বে বাবা?"

—"না তোমাকে ধোঁয়া ওড়াতে বল্‌বো। অপদার্থ। Fool, Idiot."

—"এই নাও বাবা। এই নাও। অতোগুলো গালাগাল এক সঙ্গে দিয়োনা। আমার খারাপ লাগে।" ভোম্বল বাবার হাতে হুঁকোটা দেয়। কপিধ্বজবাবু হুঁকোয় জোরে দুটো টান দেয়। তারপর বলে—"শোন্ লক্ষ্মী ছেলে। তুই তো সবকিছু সবসময় বুঝ্‌তে পারিস্। জানিস্ তো কতো কিছু। বেশী বড়ো না হয়েই বড়োদের কথাবার্ত্তা সব চট করে ধরে ফেলিস্। আমি হুঁকো টান্‌ছি। হুঁকোর শব্দটা একটু জোরেই হচ্ছে। শ্বশুরমশাই বারান্দায় বসে রয়েছেন। উনি হুঁকো টানার শব্দ শুন্‌লে আবার কি মনে করে বসেন। এ জন্মে তো বিয়ের আগে এক মেয়ে দেখিয়ে অন্য মেয়েকে আমার হাতে তুলে দিলেন। বিয়ের আনন্দে মেয়ের দিকে নজর দেবার ফুরসুৎ পেলাম না। যখন পেলাম তখন গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। সামনের জন্মেও কি আর আমাকে রেহাই দেবেন।"

—"তা মা খারাপ হলো কিসে?" খুব রাগের সঙ্গে ভোম্বল প্রশ্ন করে।

—"না খারাপ তেমন নয়। তবে বিয়ের সময় দেখতে শুন্‌তে মোটেই ভালো ছিলো না। দেখতে শুন্‌তে ভালো এমন মেয়ে হয়তো আমি পেয়ে যেতাম।" একগাল হেসে কপিধ্বজবাবু জবাব দেয়।

—"তাহলে হয়তো আমাকে পেতে না।" ঝট্ করে ভোম্বল উত্তর দেয়। বুদ্ধিশুদ্ধি তো তার আর কম নয়।

—"সে তো ঠিক কথা। ভালো কথাই তুই বলেছিস্। তোর মতো ছেলে-রত্ন লাভ করা চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক পুণ্যের ফলে তোকে পেয়েছিলাম। তা এখন যা বল্‌ছি তাই কর।"

—"বলে যাও, শুনে যাচ্ছি।" ভোম্বল দু বগলে দু হাত গুঁজে বলে।

—"তোর দাদুর এখন সবকিছু নড়বড়ে। তেবড়ে তুবড়ে গেছে সবকিছু। থাকার মধ্যে আছে কান দুটো। সে কান দুটো সব সময়ই খাড়া হয়ে আছে। রান্না ঘরে ঘটি বাটির শব্দ হলে, থালা বাসনের খানিকটা সংঘর্ষ হলেই ওর কানের পরদায় শব্দ তরঙ্গ গিয়ে ধাক্কা দেবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর জিহ্বা লালা সিক্ত হয়ে ওঠে। স্বপ্ন দেখতে সুরু করেন তরকারি ব্যঞ্জনের। দুধের সস্‌পেন্ একটু বেশী নাড়াচাড়া করলে সচকিত হয়ে দুধের লোভে উনি মার্জার বৃত্তি অবলম্বন করেন।

—"মার্জার অর্থ কি বাবা?" ভোম্বল শব্দের অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে সরাসরি বাবাকে প্রশ্ন করে।

—"মার্জার অর্থ বিড়াল। আমার সঙ্গে যখন কথাবার্তা বল্‌বি তখন হাতের কাছে একটা ডিক্সেনারী সদা সর্বদা রাখবি। ইংরেজীর মতো বাংলাটাও আমি দখলে রেখেছি। দু চারটে কঠিন শব্দ টব্দ ছেড়ে দিই খেয়াল খুশী মতো। বল্‌তে পারিস্ মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে যায়। তোকে সেজন্যে সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।"

—"দুধ চুরি করে আমিও কখনো কখনো খাই বাবা।" ভোম্বল সোজাসুজি বলে বসে। "সদা সত্য কথা বলিবে।" এ লাইনটির পূর্ণ মর্যাদা সে সর্বদা দিয়ে থাকে।

—"খুব খারাপ কাজ। জানিস্ ভোম্বল, আমি যদি একটু বেশী জোরে টাকা পয়সা নাড়াচাড়া করি, ওই মুহূর্তে তোর দাদু

কাছাকাছি থাক্‌লে নির্ঘাৎ ঘরে ঢুকে পড়বেন। আর ঢুকে জিজ্ঞেস কর্‌বেন, "বাবাজীবনের ব্যবসা পত্তর বোধ করি ভালোই চলেছে। গোটা পাঁচেক টাকা ধার দিতে পারবে। ওর জন্যে টাকা পয়সা খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়। গভীর রাতের বেলা যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে তখুনি টাকাপয়সা নিয়ে বস্‌তে হয়।

এবার ভোম্বল বাধা দেয়। সে বলে—"তুমি এবার কাজের কথাটা সেরে ফেলো দিকি।"

কপিধ্বজবাবু হুঁকোয় দুটো জোর টান্ দেয়। তারপর বলে—"তোর দাদু পাশের বারান্দায় রয়েছেন। দ্যাখ্ তো বাপ্। হুঁকোর শব্দ ওখান্ পর্যন্ত পৌঁছুচ্ছে কিনা? শ্বশুরমশাইকে কি আর হুঁকোর ডাক্ শোনানো যায়। শত হলেও বৃদ্ধ Father-in-law. আমি হুঁকো টেনে যাবো। তুই বারান্দা থেকে শব্দ শুন্‌তে পেলে আমাকে জানাবি। আমি হুঁকো খুব আস্তে আস্তে টান্‌বো। নয় তো হুঁকো নিয়ে অন্য ঘরে চলে যাবো।" কপিধ্বজবাবু পরিস্থিতি ভালো করে ভোম্বলকে বুঝিয়ে দেয়।

—"আচ্ছা বাবা, আমি গিয়ে সবকিছু দেখে তোমাকে জানাচ্ছি।" বলে ভোম্বল দুপ্‌দাপ্ শব্দ করে চলে যায়।

—"রেখা, তোর মাকে আমার সঙ্গে প্রাণখুলে কথাবার্তা বল্‌তে বলিস্। একটা মীমাংসা করে নেবো। আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই সবকিছু ফয়সালা করে নেবো। আর আপোষ্ মীমাংসার মাধ্যমেই তো আজকাল সবকিছু হচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে অফিস্ কারখানা সব জায়গায় ওই আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই সবকিছু ঘটে থাকে। তোর মার সঙ্গে আমার heart to heart কথাবার্তা হওয়া প্রয়োজন। Not heart breaking talks." কপিধ্বজবাবু রেখাকে লেক্‌চার দিয়ে নিজে হুঁকো টান্‌তে থাকে। হঠাৎ ভোম্বলের কণ্ঠস্বর—"বাবা। হুঁকো আরো জোরে টানো। দাদু হুঁকোর ডাক্ ভালোভাবে শুন্‌তে পাচ্ছে না। আরো জোরে টানো।"

—"Idiot, Nonsense." কপিধ্বজবাবু ভেবে পায় না যে সে কি করবে। এরকম বুদ্ধিহীন সন্তান থাকার চেয়ে না থাকাই শ্রেয়। দাদুর কানে হুঁকোর ডাক্ ঢোকাবার অপচেষ্টা। বাঁদরামী না নির্বুদ্ধিতা, কে জানে।

—"বাবা। জোরে টানো। হুঁকো আরো জোরে টানো। দাদু ভালো করে শুনতে পাচ্ছে না। দাদু কানে খাটো। আর একটু জোরে টানো।"

—"রেখা আমার লাঠিগাছা হাতের কাছে এগিয়ে দে তো।" তারপর ভোম্বলের উদ্দেশ্যে কপিধ্বজবাবু বলে—"এদিকে আয়। শুনে যা ভোম্বল। শুনে যা।"

রেখা লাঠি হাতের কাছে তুলে ধরে না। বাবার আদেশ অমান্য করে। মেয়ে হয়ে সে কি করে এ অপকর্ম করবে। লাঠি এগিয়ে দেওয়ার অর্থ শত্রুর হাতে অস্ত্র যোগানো। ভাইএর বিরুদ্ধাচরণ, বাবার মেজাজের হদিশ্ সে পেয়েছে। ভোম্বল বাবার ডাক শুনে এখানে চলে এসেছে। কপিধ্বজবাবু নিজে এগিয়ে গিয়ে লাঠি-গাছা হাতে তুলে নেয় তারপর ভোম্বলের ওপর তার যথেচ্ছ প্রয়োগ সুরু করে। ভোম্বলের চিৎকারে সারা বাড়ি সরগরম। পিতাকে পুত্রের প্রতি ওধরণের হীনকাজ থেকে বিরত করতে লোকজন ছুটে আসে। তারা কপিধ্বজবাবুকে নিবৃত্ত করার আগে কপিধ্বজবাবু বেশ কয়েক ঘা ভোম্বলের ওপর বসিয়ে দিয়েছে। ভোম্বল তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে।

॥ সাত ॥

পরিস্থিতি ঘোরালো। সমস্যা জটিল। মেস্‌বাড়ির সবকিছু চল্‌ছে। আগেকার মতোই চল্‌ছে। ঠাকুর বিরাট কড়াইতে ডাল চাপাচ্ছে। ঝি একরাশ্‌ বাসন্‌ মাজছে। চাকর রেশন্‌ ভর্তি বস্তা টেনে ভাঁড়ারে তুল্‌ছে। তবে সব কেমন যেন ঢিমেতালে চল্‌ছে। বোর্ডারস্‌রা বিষণ্ণ। সারা মেসে একটা থমথমে ভাব। সর্বনাশ কিছু একটা ঘটেছে বৈকি।

কপিধ্বজবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে। ভীষণভাবে চিন্তাগ্রস্ত সে। তার সারা মুখ থমথমে। ঘন মেঘে যেমন আকাশ ছেয়ে যায় তেমনি কপিধ্বজবাবুর গোটা পরিবারের মুখে শোকের ঘন ছায়া। তাদের চিন্তিত হবার কারণ, আজ দুদিন হলো প্রহ্লাদ হবার পর ভোম্বল বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। একটা চিরকুটে সে বাড়ি ত্যাগের কারণ নিজ হাতে লিখে কপিধ্বজবাবুর বালিশের তলায় রেখে অদৃশ্য হয়েছে। কবে ফিরবে কে জানে? আর মোটেও ফিরবে কিনা সে সম্বন্ধেও কিছু বলে যায়নি। শোকের করালছায়া মেস্‌বাড়ির আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে।

কপিধ্বজবাবু যখন হুঁকো নিয়ে চিন্তিত মুখে বসে আছে, ঠিক এ সময় মেসের বাজার সরকার, বোলোহরি, কপিধ্বজবাবুর দক্ষিণ হস্ত, প্রধান এ্যাড্‌ভাইসার এসে তার সামনে দাঁড়ায়। কিন্তু বোলোহরি ঘরে ঢুকবার আগেই কপিধ্বজবাবু দুবার "হরিবোল", "হরিবোল" বলে ডাক ছেড়েছে। কপিধ্বজবাবুর মাথার ঠিক আছে নাকি? সব গোলমাল হয়ে গেছে।

বোলোহরি পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে—"আজ্ঞে আমার নাম "হরিবোল" নয়। আমার নাম "বোলোহরি।"

—"ওই হলো। শ্মশানে যাবার সময় একটা নাম ধরে ডাক্‌লেই হলো। Horrible। এ নাম ছাড়া কি অন্য কোনো নাম ছিলোনা।"

কপিধ্বজবাবু তার বাজার সরকারের নাম নিয়ে যথেষ্ট ফ্যাসাদে পড়েছে।

—"সাধ করে বাবা-মা এ নাম রেখেছিলো আমার।" একগাল হেসে জবাব দেয় বোলোহরি।

—"তার মানে?" অর্থ খোঁজে কপিধ্বজবাবু।

—"ভীষণ চেঁচামেচি গণ্ডগোলের মধ্যে আমার জন্ম হয়েছিলো কিনা। ঠাকুরমাকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় আমার আবির্ভাব হলো। মানে আমার জন্ম হলো। আমি জন্মেছি, এমন রাঙা টুকটুকে ছেলে, বাড়িতে কতো আনন্দ। ওদিকে ঠিক্ সেই সময় ঠাকুরমার মৃত্যু। কতো কষ্ট।

—"তুমি বল্‌ছো তোমার সুন্দর চেহারা ছিলো। তোমার চেহারা দেখে আঁৎকে উঠে ঠাকুরমা মরলো কিনা কে জানে। তা নামটা তোমার ভালো নয়। রাত বেরোতে কি ওনাম ধরে কেউ ডাকতে পারে। না কারু ডাক্‌তে ইচ্ছে যায়।"

—"রাত বেরোতে আমাকে যাতে বেশী ডাকাডাকি না করে, সেজন্যেই তো ও নাম রাখা।" বোলোহরি একগাল হেসে জবাব দেয়।

—"তা বাছাধন। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে তো ঠাকুরমাকে খেলে। হরিধ্বনি আর কজনাকে শুনিয়েছো?" প্রশ্ন করে কপিধ্বজবাবু।

—"চারজনাকে।" নিঃসঙ্কোচে বলে বোলোহরি।

—"চারজন।" কপিধ্বজবাবুর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বার উপক্রম। তারা কি করে গত হলো?"

—"সব অপমৃত্যু।" জবাব দেয় বোলোহরি।

—"বলো কি।" শিউরে ওঠে কপিধ্বজবাবু।

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। চারজনার মৃত্যুর পর আমাকে হরিধ্বনি দিতে হলো।"

—"তুমি তাদের কাছে চাকরি করতে?"

—"যথার্থ বলেছেন। বেশীদিন আর চাকরি করতে পারলাম কই।"

—"চারজন কি করে বিদায় নিলো?"

—"একজন মারা গেলো গাড়ী চাপা পড়ে। আগুনে পুড়ে মরলো একজন। আরেকজন বিষ খেলো। আর ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরলো শেষ জন। আমি দমিনি। অবিচলিত, অকম্পিত, স্থির। ওই চারজনা গত হবার পর আপনার কাছে চাকরি করতে এসেছি।"

—"সর্বনাশ। এতোদিন এসব বলোনি কেন?" কেঁপে ওঠে কপিধ্বজবাবু।

যমদূতের চেহারাখানা চিন্তা করে শিউরে ওঠে কপিধ্বজবাবু।

—"বল্‌বার সময় দিলেন কোথায়? কাজ কর্মের ভেতর ডুবিয়ে রাখলেন। তাছাড়া চাকরি খোয়া যাবার ভয়ে বলিনি। তবে মেসের পচাটচা খেয়ে, ছমাসের মাইনে না পেয়ে, এখন আমি বেপরোয়া। একরকম ক্ষিপ্ত বল্‌তে পারেন। অকপটে এবং পেটে কিছু জমিয়ে না রেখে সব উজাড় করে ঢাল্‌বো। যা কপালে থাকে। পরোয়া আর কর্‌ছিনে।"

—"ভ্যাখো বোলোহরি। খুব অন্যায় কাজ করেছো। আগে জান্‌লে তোমাকে আমি মেসের চাক্‌রিতে বহাল করতাম না। ডাল, তেল, চিনির মানে ভাঁড়ারের এ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেটার বানাতাম না। নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আন্‌তাম না। তা শোনো তোমার নামে বোর্ডারস্‌রা বড্ডো নালিশ, জানাচ্ছে। তুমি নাকি মেসের খাবার দাবারে বড্ডো ভেজাল চালাচ্ছো।"

—"বুদ্ধি, উপদেশ এ সমস্ত কার কাছ থেকে আসছে। বলুন

দেখি। আপনার কথা মতোই তো সব করছি, আমার মাথায় কি তেমন বুদ্ধি আছে।"

—"তোমার বুদ্ধি নেই। পাকা বুদ্ধি তোমার। আজকেও নাকি তুমি পচা মাছ এনেছো?" প্রশ্ন করে কপিধ্বজবাবু।

—"সব মিথ্যে কথা, মাছ আজকে সাংঘাতিক্ টাট্‌কা ছিলো। মাছটা তুলে মাছের কারবারীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মাছটা টাট্‌কা কি না, সে সম্বন্ধে তার মতামত জানাতে। সে আমাকে বল্‌লে মেসে চলে যেতে। মাছের কান্‌কো উঠিয়ে টকটকে লাল কান্‌কো দেখিয়ে বল্‌লে,"

—"কি বল্‌লে?"

—"দোকানি আমার কাছে মেসের ঠিকানা চেয়ে আমাকে জানালে যে মাছ নাকি এমন টাট্‌কা যে ওর কানকো তুলে ঠিকানা বললেই মাছটা নাকি স্রেফ গড়িয়ে গড়িয়ে মেসে পৌঁছে যাবে। আমার বিশ্বাস হলো না। কিন্তু মাছওয়ালার বিশ্বাস, বলল তার কথার নড়চড় হবে না।"

—"তুমি বড্ডো বাজে কথা বল্‌তে পারো বোলোহরি। তোমার কথার কোনো মাথামুণ্ড নেই।"

—'তা আপনি এখন থেকে মেস্ চালান। সব দেখাশুনো নিজেই করুন। আমি তো মেস্ চালাতে পাচ্ছিনে। আমি মেস্ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবো। পাশের গলির লম্ফট্ সাহেব তার বোর্ডিং হাউস্‌কে স্বর্গভূমি বানাতে গিয়েছিলো। লোকজনের সুখসুবিধে বড্ডো বেশী দেখতে গিয়েছিলো। খাঁটি জিনিষপত্র ব্যবহার করে বোর্ডারস্‌দের ভালো খাওয়াতে চেয়েছিলো। ফলটা কি হলো শুনি। লম্ফট সাহেব চিৎপাত। মেস্‌বাড়ির বারোটা বাজলো। আপনিও এভাবে চল্‌লে সুবিধে করে উঠতে পারবেন না। আমি স্থির করেছি আমি চলে যাবো। আমার ছমাসের মাইনে বাকী। আমার হিসেব পত্তর, পাওনা বকেয়া সব চুকিয়ে দেবেন।"

বোলোহরিকে ভীষণ উত্তেজিত বলেই মনে হয়।

—"তুমি চলে যাবে বোলোহরি।" করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে কপিধ্বজবাবু।

—"হ্যাঁ চলেই যাবো।" বোলোহরি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

—"আমাকে ফেলে এই অসময়ে চলে যেয়োনা বোলোহরি।" কপিধ্বজবাবুর কণ্ঠে নাটকীয় এক পরিবর্তন।

—"অসময় কেন?" প্রশ্ন করে বোলোহরি। কর্ত্তার মেজাজের এ আকস্মিক্ পরিবর্তনের জন্মে সে যেন প্রস্তুত ছিলো না। আবহাওয়ার এ পরিবর্তন যেন সত্যি অবিশ্বাস্য।

—"অসময় নয় কেন? স্ত্রী গেছে ভেজালের মিটিং এ্যাটেণ্ড্ করতে। উনি নাকি ও মিটিং এর সেক্রেটারী। উদ্দেশ্য ভেজালের অজুহাতে আমাকে মানে her own husbandকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া। স্ত্রী স্বাধীনতার পিচ্ছিল পথে আমার স্ত্রী গড়িয়ে পড়েছে। ভোম্বল না বলে রাগ করে মেস্ ছেড়ে পালিয়েছে।"

—"পালিয়েছে!" বোলোহরির এ খবরটা জানা ছিলো না। সে বলে—"পালালো কেন?"

—"তার সর্বাঙ্গে আমি একটু অধিক মাত্রায় আঘাত করেছিলাম। আঘাতের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আর মনের দুঃখ বেদনা ভুলতে না পেরে সে পালিয়েছে। বোলোহরি, তোমার ভাই ছেলেটাকে খুঁজে বের করতে হবে। তোমাকে যে করেই হোক্ ভোম্বলকে খুঁজে আনতে হবে। আমার জন্মে তোমার এ কাজটা করতেই হবে।"

—"একটা কাজ করুন। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিন। বেশ যুৎসই করে একটা বিজ্ঞাপন ছাড়ুন। ছেলের অবর্তমানে আপনাদের দুজনের মানে বাবা আর মার কি বীভৎস হাল হয়েছে, কি রকম অসহ্য অবস্থায় আপনারা কালাতিপাত করছেন তার এক বিশদ বিবরণ কাগজে ফলাও করে ছেপে দিন। ভোম্বলের মা

কেঁদে কেঁদে প্রায় অন্ধ হয়েছেন। আর আপনি তো স্রেফ শয্যাগত। দুজনেই না খেয়ে খেয়ে একদম কঙ্কাল বনে গেছেন। জোরালো আর জোরদার বিজ্ঞাপন একটা ছাড়ুন। মাথায় তেল জল না দিয়ে উস্কো খুস্কো চুল নিয়ে, চোখে মুখে খানিকটা কালিঝুলি মেখে, সারা শরীরে দুঃখ দুর্দশা ফুটিয়ে তুলে যুৎসই করে স্বামী স্ত্রী দুজনের একটা ফটো কাগজে বের করুন দেখি। এ বিজ্ঞাপন পড়ে, কাগজে ছবি দেখে ছেলে কি আর লুকিয়ে থাক্‌তে পারবে। সুরসুর করে বেরিয়ে আস্‌বে।"

—"ও গোশাবকটা কি আর খবরের কাগজ পড়বে। লেখাপড়ার ধার-পাশ দিয়েই যেতে চায় না।" কপিধ্বজবাবুর খেদোক্তি শোনা যায়।

—"তাহলে রেডিওতে বিজ্ঞাপন দিন্। ওই বিবিধ ভারতীতে দিয়ে দিন্। ফিল্মীগানা না শুনে কি ভোম্বল স্থির থাক্‌তে পারবে। আর তারি সঙ্গে একটা কাজ করুন।"

—"বলো দেখি কি কাজ?" প্রশ্ন করে কপিধ্বজবাবু।

—"একটা পুরস্কার ঘোষণা করে দিন। যে আপনার ছেলেকে ধ'রে এনে দিতে পারবে তাকে আপনি এত টাকা পুরস্কার দেবেন।" মাথা চুল্‌কিয়ে বলে বোলোহরি।

—"জ্যান্ত ধরে এনে দিতে হবে।" যোগ করে কপিধ্বজবাবু।

টাকার কথায় কপিধ্বজবাবু কেমন যেন মুষ্‌ড়ে পড়ে। কপিধ্বজ-বাবু বলে—'তোমার প্রস্তাবটা খুব উত্তম নয়। এতোক্ষণ তোমার সঙ্গে Heart to heart কথাবার্তা বল্‌ছিলাম। এখন তুমি সব Heart Breaking কথাবার্তা বল্‌ছো। But I am a nut hard to crack পুরস্কারের টাকা কতো ঘোষণা করবো?" কপিধ্বজবাবু টাকা সম্বন্ধে খুব সতর্ক।

—"ধরুন একশো টাকা।" চোখ বুজে বলে বোলোহরি।

—"বাঁচবোনা।" উত্তর দেয় কপিধ্বজবাবু।

—"পচাত্তর টাকা।" খানিকটা নেমে আসে বোলোহরি।

—"বিছানা ছেড়ে উঠ্তে পারবোনা।" বলে কপিধ্বজবাবু।

—"পঞ্চাশ।" আরো নেমে আসে বোলোহরি।

—"দুর্বল হয়ে পড়বো।" ও টাকা দিতেও কপিধ্বজবাবু রাজী নয়। তার বিশ্বাস ছেলে পালিয়েছে আবার ফিরে আস্বে। টাকা গেলে আর ফিরে আস্বেনা। টাকার ধর্মই ওই।

—"ছেলেকে ফিরে পেতে হলে খানিকটা খরচ করতে হবে বৈকি। বিদ্যাঅর্জ্জন, দেশ ভ্রমণ, রোগ তাড়ানো, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, মুখে ভাতে যদি টাকা খরচ করতে পারেন, যদি ইন্‌কামট্যাক্স, আর কর্পোরেশন ট্যাক্স দিতে পারেন, তবে ছেলে হারালে তার জন্যে ট্যাক্স দেবেন না কেন? এও এক ধরণের ট্যাক্স। তাছাড়া ছেলেকে পিটিয়ে একটা কু-কাজ করেছেন। জরিমানা দিতে হবে বৈকি। ইন্‌কাম্ বেশী হলে যেমন ট্যাক্স বেশী দিতে হয়, তেমনি এ ক্ষেত্রে আপনার ক্ষতিপূরণটা বেশী হওয়াই কর্ত্তব্য। ছেলেকে ঘাড় ধাক্কা দিলে ক্ষতিপূরণ কম দিতে হতো। কানমলা, চড়, চাপড় হলে আমি বুঝতে পারতাম। কিন্তু এ যে পিঠ আর পাছার ওপর আপনি লাঠির কসরত দেখিয়েছেন বড্ডো বেশী। ছেলেকে মেরেছেন কি শত্রু নিধন করতে চেয়েছেন ঠিক বোঝা যায়নি।

—"Shut up", চিৎকার করে ওঠে কপিধ্বজবাবু। বোলোহরির কাছ থেকে লেক্‌চার শুন্‌তে কপিধ্বজবাবু রাজী নয়। ছেলেকে বাপ চিরকাল শাসন করেছে। তারজন্য কপিধ্বজবাবু কৈফিয়ৎ দেবে নাকি।

—"ভুলে যেও না যে আমি তোমার মুনিব। তোমার বস্। বস্-এর সঙ্গে কখনো সব কথাবার্তা খোলাখুলি বলা চলে না। বস্-এর অপরাধ দেখলে চোখ্ বুজে থাকৃতে হয়। কানে আঙ্গুল দিতে হয়। মুখ বন্ধ রাখতে হয়। Hear no evil, see no evil, speak no evil। তা এখন বলোদেখি চাঁদ আমাকে কতো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করতে হবে? প্রশ্ন করে কপিধ্বজবাবু।

—"ত্রিশ টাকা করুন। ওর কমে ছেলে খুঁজতে কেউ উৎসাহী হবে না।" বলে বোলোহরি।

ও টাকা আমি কিন্তু কিস্তি কিস্তি দেবো। তুমি ছেলে খুঁজতে বেরোও। আর এক মুহূর্ত দেরী করো না।"

—"ভোম্বলকে খুঁজতে খুঁজতে আমি যদি পেয়ে যাই তবে কিন্তু আমাকেই টাকাটা দেবেন। বাড়ির লোক বলে ফাঁকি দেবেন না।" বলে বোলোহরি।

—"আরে কি যে বলো। দেবো। কিস্তি কিস্তি দেবো। এখন যাও। গোল করো না। আমাকে ভোম্বলের কথা ভাবতে দাও। এক কথার ওপর অন্য কথা চাপিও না।" বোলোহরি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

॥ আট ॥

বাস ষ্টপেজে বাস্‌টা থামতেই পিল্ পিল্ করে লোক নামতে থাকে। ঠিক গর্তের ভিতর থেকে যে রকমভাবে সারি বেঁধে পিঁপড়েরা বেরুতে থাকে ঠিক সে রকমভাবে লোকগুলো বেরোয়। বোলোহরি এক ফাঁকে টুক্ করে বাস থেকে নেমে পড়ে। অতোটুকু বাসের ভেতর এতোলোক ধরলো কি করে ভাবতেও আশ্চর্য হতে হয়। শরীরটাকে ঠিক মতো দাঁড় করিয়ে রাখতে বোলোহরির কম বেগ পেতে হয়নি। মেহনত করতে হয়েছে প্রচুর। বাসের ভেতর লোকে লোকারণ্য। বাসে লেখা ছিলো বিশজন বসিবেন। বিশজন দাঁড়াবেন। সেখানে বসেছে, দাঁড়িয়েছে, শুয়েছে, কাৎ হয়েছে, চিৎ হয়েছে সর্বসাকুল্যে চারকুড়ি লোক। বাদুড়ের মতোই কেউ কেউ ঝুলে ছিলো। কিছুটা সময় বাসের ভেতর কতো অঘটনই যে ঘট্‌লো তা আর বলে কয়ে শেষ করা যায় না। নিজের পা মনে করে রাশীকৃত পা এর জঙ্গলের ভেতর হাত চালিয়ে অন্যের পা চুল্‌কিয়েছে সে অম্লানবদনে। আর চুল্‌কিয়ে পরম আনন্দ উপভোগ করেছে। একবারও মনে হয়নি ওটা নিজের পা নয়। এক ভদ্রলোক ছিলো ঠিক তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ছাগলের মতো কয়েক গাছা দাড়ি তার চিবুক থেকে বেরিয়ে হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়্‌ছিলো। দাড়ির দুচার গাছি চুল বোলোহরির নাকের ভেতর ঢুকে যেতেই বোলোহরির হাঁচ্‌তে হাঁচ্‌তে কাহিল অবস্থা। আর বোলোহরির হাঁচি মানেই এক বীভৎস ব্যাপার।

সে হাঁচি ভদ্রতার পরোয়া করে না। সারা পাড়া সচকিত হয়ে ওঠে হাঁচির দৌলতে। হার্টের রোগী অতিকষ্টে বিপদ এড়ায়। বাসের ভেতর হাঁচির তীব্রতা এতো ভয়ঙ্কর রূপ ধরেছিলো যে হার্টের অসুখে ভুগছে এমন এক বৃদ্ধের প্রাণ প্রায় খাঁচাছাড়া হয়

আর কি। ভীড়ের ভেতর খানিকটা নড়াচড়া করতে গিয়ে এক ভদ্রমহিলার আলিঙ্গনবদ্ধ হতে হয় বোলোহরিকে। ছিঃ, ছিঃ, কি লজ্জার কথা। বোলোহরি সরমে রক্তিম হয়। ভদ্রমহিলার পুষ্ট বক্ষের কোমলস্পর্শে বোলোহরির প্রাণে দোলা লাগে। কিন্তু পরক্ষণেই বোলোহরি আতঙ্কে শিউরে ওঠে। সমস্ত বাসের যাত্রীর বিষদৃষ্টি তার ওপর বর্ষণ হচ্ছে। অতোগুলো লোকের কিল চাপড়, লাথি খেলে বোলোহরি বাঁচতো নাকি? একজনের সৌভাগ্যে অন্যেরা কাতর। যাক্ বোলোহরি বাস্ থেকে নেমে এদিক্ সেদিক্ তাকাতে থাকে। ভোম্বলকে সে আজ কয়েকদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঘুর্ছে এ পাড়া থেকে ও পাড়া। এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অন্য আত্মীয়ের বাড়ি। ছেলে খুঁজে বার করা কি চাট্টিখানি কথা। বোলোহরি ফুটপাত ধরে হনহন করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ভোম্বলের দূর সম্পর্কের এক পিসীমা এদিকটায় থাকে। ভোম্বল যদি পিসীমার বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়, বলাতো যায় না। বোলোহরির পিসীমার বাড়ির ঠিকানা জানা নেই।

বোলোহরি কোনোদিন এ অঞ্চলে আসেনি। পথঘাট তার অজানা। পিসীমার বাড়ি সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নেই। আর ঠিকানা ছাড়া কলকাতা শহর আর তার আশেপাশে বাড়ি খুঁজে বের করা এক বিশ্রী ব্যাপার। এক ভদ্রলোক জোর কদম ফেলে এগিয়ে এসেছিলো। বোলোহরি তাকে পাকড়ায়। "নমস্কার। মশাইএর নামটা কি জানতে পারি?" বোলোহরি ভদ্রলোকের গতিরোধ করে প্রশ্ন করে।

—"প্রয়োজন।" ভদ্রলোক গতিরুদ্ধ হওয়াতে বোধ করি বিরক্ত হয়েছে। —"প্রয়োজন একটা আছে বৈকি। একটা ঠিকানা জিজ্ঞাসা করবার সাধ মনে জেগেছিলো।" বোলোহরি ধীরে সুস্থে জবাব দেয়।

—"আমার নাম নরেন্দ্র পাকড়াশী। আজ বল্‌লাম। দ্বিতীয় দিন জিজ্ঞেস করলে বল্‌বো না। দেখতে পাচ্ছেন না হন্তদন্ত হয়ে ছুটেছি।" ভদ্রলোক বলে।

—"তুজনেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটেছি। ভাবলাম একটা কলিশন্‌ টলিশন্‌ হয়ে যেতে পারে। আর কলিশন্‌ হয়ে গেলে তুজনের প্রচণ্ড ক্ষতি হবে তাও বুঝতে পারলাম। কোনো একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তুজনে ছুটে চলেছি। কলিশন্‌ হয়ে গেলে সে উদ্দেশ্য সাধন থেকে তুজনেই বঞ্চিত হবো। তাইতো ব্যবস্থা নিতে হলো।" ফতুয়ার বোতাম আঁট্‌তে আঁট্‌তে বোলোহরি জবাব দেয়।

—"কলিশন্‌ একটা লেগে গেছে বলেই তো দৌড়ুচ্ছি।" বলে ভদ্রলোক।

—"সে কি।" চম্‌কায় বোলোহরি। কলিশনের কথা বল্‌তে না বল্‌তেই সজ্ঘর্ষ বেধে গেলো।

—"আমার ছেলেটা ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলো। আর তখুনি ব্যাপারটা সংঘটিত হলো। ঘুড়ি ছুট্‌লো আকাশের দিক্‌ লক্ষ্য করে। ছেলে ছাদ থেকে ভূমি লক্ষ্য করে ছুটলো। ছেলের মাটির সঙ্গে হলো একটা তীব্র কলিশন্‌। প্রাণে বেঁচে গেল বটে কিন্তু ঘটনা তো সামান্য নয়। এখন ছুটছি ডাক্তারের কাছে। তা মশাই আপনি কুৎসিৎ একটা প্রশ্ন করে, পথের মাঝে আমাকে থামিয়ে দিয়ে, সব মাটি করে দিলেন। নিন্‌ এবার কি বল্‌বার আছে বলুন দেখি।" বিরস বদনে পাকড়াশী মশায় বলে। রাস্তার মাঝে পাক্‌ড়ানো তার মোটেও পছন্দ হয়নি। —"অতো স্পীডে ছুট্‌ছেন। একটা নতুন কলিশন্‌ থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে দিলাম। ছেলের পরই আপনার ওটা ঘট্‌বার সম্ভাবনা ছিলো। কাজটা কি খুব মন্দ করেছি? ডাক্তারের ফি একবার দিতে না দিতেই দ্বিতীয়বার ফি দেবার প্রশ্ন উঠ্‌তো।" অমায়িকভাবে হেসে বোলোহরি বলে।

—পড়েছেন সে কবিতাটি?—"পরার্থে দিয়া বলি এ জীবন মন

সকলি দাও, তার মতো সুখ কোথাও কি আছে আপনার কথা ভুলিয়া যাও।" বোলোহরি খানিকটা আবৃত্তি করে শুনিয়ে দেয়। নিজ কাজ সমর্থনে ওই কবিতা আবৃত্তি।

—"হুম্।" ভদ্রলোকের খানিকটা ফোস্‌ফোসানি শোনা যায়। মনে হয় "ডেকান্ কুইন্" কিংবা "বোম্বে এক্সপ্রেস্" ট্রেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোস্ ফোস্ শব্দ তুলছে।

—"পাকড়াশীবাবু। এখানে "নারী ত্রাণ সমিতির" অফিস্‌টা কোথায় বলতে পারেন?" বোলোহরি শুনেছিলো যে পিসীমার বাড়ির ধারে কাছে "নারী ত্রাণ সমিতির" একটা অফিস রয়েছে। আর ওই অফিসটা খুঁজে বের করতে পারলে পিসীমার বাড়ি খুঁজে বের করা খুব কষ্টকর কাজ একটা হবে না। আর তখন হয়তো পিসীমা বিপদতারিণী হয়ে দেখা দিতে পারে। বোলোহরির কথা শুনে পাকড়াশীবাবুর চোখ ছানাবড়া। খানিকক্ষণ পাকড়াশীবাবু বোলোহরির দিকে তাকিয়ে থেকে তার আপাদমস্তক ভালো করে লক্ষ্য করে শেষে বলে—"আপনি নারী ত্রাণ করবেন?"

—"না। না। নারী ত্রাণ করবার কোনো রকম বাসনা আমার নেই।" বোলোহরি খোলসা করে দিতে চায় সবকিছু। —"নারীরা এমন কি বিপদে পড়লো যে আপনার মতো ত্রাণকর্তার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। আপনাকে বোধ করি তাদের সাহায্য করবার জন্যে এখানে ডেকে পাঠিয়েছে। তাই ওদের সমিতির খোঁজ করে বেড়াচ্ছেন। এই লিক্‌লিকে চেহারা নিয়ে নারী ত্রাণ, হেঁ হেঁ হেঁ।" কেমন যেন অবজ্ঞা সূচক হাসি হাসে ভদ্রলোক।

—"না। না। কোনো নারী ঘটিত ব্যাপারে আমি নেই। আমি এসেছি ছেলে খুঁজতে, মানে ভোম্বলকে খুঁজতে।"—"ছেলে হারিয়েছে তো "নারী ত্রাণ সমিতি" কেন? নারীরা ছেলে উপহার দিতে পারে। তারা ইচ্ছে করলে আপনার প্রতি জন্মবার্ষিকী উৎসবে আপনাকে একটি করে ছেলে যোগাতে পারে। নিখোঁজ ছেলের

সন্ধান দিতে যাবে কোন দুঃখে। ছেলে হারিয়েছে তো পুলিশে যান। থানায় ডায়েরী অথবা রেডিওতে ঘোষণার ব্যবস্থা করুণ। ও বুঝেছি নারী গোয়েন্দা লাগিয়ে ছেলে ধরতে চাইছেন। তা ছেলেছোকরা পাক্ড়ানোর ব্যাপারে ওরা সত্যি স্পেশালিষ্ট্।"

—"না মশাই। ওসব কোনো দুরভিসন্দি আমার মনে নেই। পিসীমার বাড়ির কাছাকাছি "নারী ত্রাণ সমিতির" অফিস্। পিসীমার বাড়িতে আসিনি কোনোদিন, বাড়ির নম্বর সঙ্গে আনিনি। তাই ভেবেছিলাম অফিস্টা বের করতে পারলে পিসীমার বাড়িটা সহজেই বের করতে পারবো। আর পিসীমার বাড়ি বের করতে পারলে ছেলের খোঁজও হয়তো পেয়ে যেতে পারি। আমার মনে হচ্ছে ভোম্বলবাবু, মানে কর্তাবাবুর ছেলে, মেস বাড়ির কর্তাবাবুগো, বোধকরি পিসীমার বাড়িতে লুকিয়ে রয়েছে। ছেলের বুদ্ধিটা একটু মোটা, কখন যে কি করে বসে তার ঠিক ঠিকানা নেই। নিন্ হলোতো এবার, সব খুলে বল্লাম এখন আমাকে কিছু জানাবার থাক্লে চট্পট্ বলে ফেলুন।

—"ছেলে কোথায় রয়েছে তা আপনি বল্তে পারছেন না। পিসীমার বাড়ি কোথায় তা আপনার জানা নেই। আর আমি জানিনে "নারী ত্রাণ সমিতির" অফিস কোথায়। কারুরই কিছু জানা নেই। এবার পথ ছাড়ুন। নিজের ছেলের কলিশনের ধাক্কায় বেসামাল অবস্থা। আমি যাই এখন ওর ছেলের খোঁজ খবর আন্তে। যতো সব ইয়ে।" ভদ্রলোক আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে না। যাবার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। চলে যাবার আগে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—"আপনার ছেলে হারিয়েছে। দুদিন পরে ফিরে আস্বে। কিন্তু কলিশন্ আক্রান্ত ছেলেকে ফিরে পাবো কিনা, আর ফিরে পেলেও আগেকার অবস্থায় ফিরে পাবো কিনা, সে বিষয়ে চিন্তা করেছেন কি? তাড়াহুড়ো করে ডাক্তার ডাক্তে যাচ্ছিলাম। তা পথের মধ্যিখানে বাধার সৃষ্টি করে কি বিপদটাই না

করলেন।” তারপর একটু থেমে বলে—“দিন্ তো আপনার ঠিকানাটা।”

—“ঠিকানা কেন ?” বিস্মিত বোধ করে বোলোহরি।—“ছেলের যদি একটা কিছু এদিক্ ওদিক্ হয় তবে আপনার কাছ থেকে পুরো ক্ষতিপূরণ আদায় করবো। দিন্ ঠিকানাটা।” ভদ্রলোক জিদ্ ধরে।

বোলোহরি ভুল একটা ঠিকানা দেয়। ভদ্রলোক নোটবুকে ঠিকানা টুকে নেয়। লেখা শেষ হলে বড়ো বড়ো পা ফেলে ভদ্রলোক চলে যায়। বোলোহরি মনে মনে হাসে।

সে বোকা নয়। ভদ্রলোককে সে ইচ্ছে করেই ভুল ঠিকানা দিয়েছে। মেস্‌বাড়িও খুঁজে পাবে না। তাকেও খুঁজে পাবে না।

বোলোহরি হাঁটতে সুরু করে।

সে কতোগুলো রাস্তা পার হয়। পার হয় কতোগুলো গলি। এক ভদ্রলোককে সামনে পেয়ে সে সরাসরি জিজ্ঞেস করে —“দেখুন স্যর। নারীত্রাণ সমিতির অফিসটা কোন্‌দিকে বল্‌তে পারেন ?”

—“জানি। বল্‌বো না।” ভদ্রলোক চট্‌পট জবাব দেয়।

—“সে কি ?” বিস্মিত হয় বোলোহরি। এ আবার কোন্ ধরণের স্বীকারোক্তি।

—“নারীজাতির কোনো সাহায্যের ব্যাপারে আমি নেই। ওদের ত্রাণ হতে পারে এমন অফিসের সন্ধান আমি দিতে পারবো না।”

—“আমি পিসীমার বাড়ির ঠিকানা জানিনে। শুনেছি পিসীমার বাড়ির কাছাকাছি নারী ত্রাণ সমিতির অফিস।”

—“পিসীমা, মাসীমা, জেঠীমা, খুড়ীমা, কাকীমা, দিদিমা, কোনো নারীঘটিত ব্যাপারে আমি নেই মশাই।” ভদ্রলোকের সাফ জবাব।

—“আপনার দেখছি নারীদের ওপর সাংঘাতিক ক্রোধ রয়েছে।” বোলোহরি বলে।

—"সেটা আর দোষের কি বলুন। আপনার তো আমার মতো কয়লা ভেঙ্গে ভেঙ্গে হাতের আঙ্গুলে কালসিটে পড়েনি। বাট্‌না বেটে হাতে মাসেল্ গজায় নি। বাচ্চাদের কাঁথা কাপড় বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে ঘেন্না ধরে নি। কাহাতক আর রান্না করা যায় বলুন দেখি।" ভদ্রলোক কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চায়। অশ্রুবন্যা বইয়ে দেবে বলে বোলোহরির আশঙ্কা হয়।

—"আপনার স্ত্রী বুঝি ঘরের কাজকর্ম কিছুই করেন না।" বোলোহরির কণ্ঠে সমবেদনার সুর। পুরুষ জাতির দুঃখে মনটা ভরপুর।

—"মারের ভয় দেখায় মশাই। মারের ভয় দেখায়। ওর শরীরে অসম্ভব শক্তি মশাই। হাতা, খন্তা, শিল, নোড়া প্রায়ই তাক্ করে আমার দিকে ছুঁড়ে মারে। আমি দুর্বল। পেটরোগা মানুষ। ভাবুন দেখি আমার অবস্থাটা। তা মশাই আপনাকে দেখে খবরের কাগজের রিপোর্টার বলে মনে হচ্ছে।" ভদ্রলোকের মুখে আশার আলোর রেখা ঝিলিক্ দেয়।

—"না। না। আমি রিপোর্টার নই।" বোলোহরি কেমন যেন বিব্রত বোধ করে।

—"আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না। আপনাকে দেখেই আমি চিনে ফেলেছি। আপনি রিপোর্টার। ছদ্মবেশে আপনারা ঘুরে বেড়ান। উদ্দেশ্য সব রকম খবর সংগ্রহ করা। রিপোর্টার আর গোয়েন্দার প্রায় একই কাজ। খালি টকাটক্ গরম গরম খবর সংগ্রহ করা। তা মশাই দিন্ না আমার দুর্দশা বর্ণনা করে ফলাও করে একটা রিপোর্ট। আপনাদের অনেক প্রতাপ মশাই। আপনারা দাঁড়ানো লোককে মাটিতে চিৎপাত করে ফেলে দিতে পারেন। আর পঙ্গুকে সোজাকরে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। তা মশাই আমার দুর্দশা বর্ণনা করে খবরের কাগজে একটা রিপোর্ট ছেপে দিন্ না। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফটোগ্রাফ। কখন ফটোগ্রাফ তুল্‌বেন জানেন ?"

—"কখন ?" প্রশ্ন করে বোলোহরি।

"—ঠিক যে সময় আমি খোকা খুকুদের কাঁথা কাপড় বদ্‌লাচ্ছি। যখন আমার বউ আমাকে পিটোচ্ছে। তখনকার একটা ফটোগ্রাফ। খবর সহ ফটোগ্রাফ বিদেশে পাঠিয়ে দিন। ইউ এন্‌ ও তে চলে যাক্‌ সমস্ত খবর। মেয়েদের জুলুমের বিরুদ্ধে লিখুন বেশ যুৎসই করে। আমি যখন হাত পুড়িয়ে রান্না করছি, স্ত্রী তখন মুখ পুড়িয়ে পাঁচজনার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি যখন খোকার কাঁথা কাপড় বদ্‌লাতে ব্যস্ত, স্ত্রী তখন ব্যস্ত সিনেমা দেখ্‌তে। আর ব্যস্ত মিটিং ডাক্‌তে। ওদের সায়েস্তা তো একমাত্র আপনারাই করতে পারেন।" পুরুষদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষে ওদের অন্তঃকরণগুলো ভরে রয়েছে।

—"আপনাকে আমি কি করে বোঝাই।" বোলোহরির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভদ্রলোক বলে—"ওসব আমাকে বোঝাতে হবে না। কথা দিচ্ছি সব কিছু গোপন রাখবো। আর আমিও অফিসে কাজ কর্ম করি। গোপন কথাটথা লুকোবার কায়দা আমার জানা রয়েছে। দরকার হলে কন্‌ফিডেন্‌সাল্‌ রিপোর্ট্‌গুলো মাটি খুঁড়ে মাটির তলায় রেখে দিই। তা স্যর দিন্‌ না আমার দুঃখের বিবরণ দিয়ে একটা যুৎসই রিপোর্ট্‌। রিপোর্টে বলবেন আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা অনেক কষ্ট করে, স্বামী-স্ত্রীর মারপিট ঝগড়া-ঝাটির সময় উপস্থিত থেকে, শিল নোড়ার হাত থেকে আত্মরক্ষা করে, শত রকম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকা নিয়ে, দুঃখীর মুখ থেকে সমস্ত কিছু খবর বের করে এনেছে।

"—দেখুন সত্যি করে বল্‌ছি আমি রিপোর্টার নই। রিপোর্টার হবার সখও নেই আমার। আমি ভোম্বলবাবুকে খুঁজতে বের হয়েছি।" বোলোহরি নিজের যুক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

—"আপনাদের সংবাদপত্র অফিসের লোকদের মনে দয়া

মায়া বলে কোনো পদার্থ নেই। রাঁধতে গিয়ে কখনো অঙ্গুল পুড়িয়েছেন ?" প্রশ্ন করে ভদ্রলোক।

—"না।" বোলোহরির সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—"কাঁথা সেলাই করতে গিয়ে স্ুঁচের খোঁচায় কখনো ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন ?"

—"না।"

—"ছেলেমেয়েকে কোলেকাঁখে নিয়ে নিয়ে শরীর কখনও বিষিয়ে তুলেছেন ?"

—"না।"

—"তবে আপনি আমার দুঃখটা বুঝ্‌বেন কি করে।" ভদ্রলোক কেঁদে ফেল্‌বে নাকি ? ভদ্রলোকটির জন্যে বোলোহরি বেশ কষ্ট অনুভব করে।

—"আপনার খবর পড়ে দেশবিদেশের লোক জানুক্‌ বাঙ্গলার নির্য্যাতিত স্বামীদের দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী। তাদের অবমাননা আর নিপীড়নের সুদীর্ঘ ইতিহাস।" বোলোহরি বলে—"দেখুন আমি পিসীমার বাড়ি খুঁজছি। সত্যিকরে বল্‌ছি আমি রিপোর্টার নই।"

—"জানি কিছু করবেন না। আপনারা নারীদেরই জয়গান করবেন। পুরুষজাত চিরকালই তাই করছে। তা আপনি ছেলেধরাই হোন্‌, কিংবা ছেলে হারানো পিতাই হোন, আমার কি তাতে যায় আসে।" ভদ্রলোক চলে যাচ্ছিলো, থেমে আবার সুরু করে।

—"যাক্‌ কিছু যখন করবেনই না, তখন অন্ততঃ এ কাজটা করুন। কাছাকাছি কোথাও পশুক্লেশ্‌ নিবারণী সভার অফিস রয়েছে। সেখানে আমার হয়ে একটা খবর দিয়ে দেবেন। মানুষের অফিসে তো কিছু হবে না। যদি পশুদের অফিসে আমার কিছু একটা হয়। আচ্ছা চলি। নমস্কার।" বোলোহরি খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছু বলবার ভাষা মুখে যোগায় না।

বোলোহরি ক্লান্ত। পরিশ্রান্ত। পার্কের বেঞ্চিতে সে হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছিলো। চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া। মন্দ লাগছিলো না তার। তার খানিকটা দূরে এক বুড়ো ভদ্রলোক ছাড়া আর ধারে কাছে কেউ ছিলো না। বোলোহরির মুখের ভেতর একটা সুপুরী ছিলো। সে সুপুরীটাকে যুৎসই করে চিবিয়ে চিবিয়ে ওটাকে নাস্তানাবুদ্ করে ছাড়ছিলো। সুপুরীটাকে এগাল থেকে সেগালে নিচ্ছিলো ক্রমাগত। বোলোহরির মুখ নাড়ার আর বিরাম ছিলো না। বুড়ো অনেকক্ষণ ধরে বোলোহরিকে লক্ষ্য করছিলো। খুব মনোযোগ সহকারে দেখছিলো। বোলোহরি ভাবে বুড়ো তাকে এরকম নিবিষ্ট-চিত্তে অবলোকন করছে কেন? বুড়ো কি তাকে এর আগে কোথাও দেখেছে নাকি? এরপর বুড়ো এগিয়ে এসে একেবারে বোলোহরির কাছেই আসন গ্রহণ করে। বুড়ো হঠাৎ বলে।

—"আমাকে কিছু বল্‌ছেন?"

—"না।" বিস্ময়ের সুরে জবাব দেয় বোলোহরি। বোলোহরি সুপুরীটাকে লালাসিক্ত করে গুঁড়িয়ে ফেল্‌বার উদ্দেশ্যে মুখের নানারকম কস্‌রৎ করে যাচ্ছে। মুখ নাড়ছে ঘনঘন। কথা বল্‌বার চেষ্টাই সে করে নি।

বুড়ো বলে—"আপনি বোধ করি গুন্ গুন্ করে গান গাইছিলেন।"

বোলোহরি বিস্ময়ের এক প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। যে ছেলে খুঁজতে বেরিয়েছে, সেকি কখনো গান গাইতে পারে। বুড়ো বল্‌ছে কি। গান গাইবার মতো মনের অবস্থা তার আছে নাকি?

বুড়ো বলে—"আপনি কাঠের বেঞ্চিতে ক্রমাগত আঙ্গুল ঠুক্‌ছিলেন। আর ঘনঘন মুখ নাড়ছিলেন। ওই আঙ্গুল চাপড়াতে বা ঠুক্‌তে দেখলেই আমি তাল লয় মাত্রা বুঝে নিই। আপনি আঙ্গুল ঠুকে মাত্রা লয় ঠিক রাখছিলেন আর কোনো একটা গানের

কলি ভাঁজছিলেন। আমি ঠিক বুঝে নিয়েছি। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না। ফরক্কাবাদের গাজী বেয়াকুফ্ আলীর কাছে বছর দশেক গান বাজনা শিখেছিলাম কিনা।" বুড়ো মৃদু মৃদু হাসে।

বোলোহরি কি বল্‌বে। কি বল্‌তে পারে সে।

—"আমি সুপুরী চিবোচ্ছিলাম।" বোলোহরি স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেয়। সঙ্গীতের রসে সিক্ত হবার সময় এটা নয়।

—"ও ঠুংরীর কথা বল্‌ছেন।" সর্বনাশ, সুপুরীকে বুড়ো ঠুংরী শুনে বসে আছে। বুড়ো বেশী বয়সের দৌলতে বোধ করি কানে একদম শুন্‌তে পায় না।

—"তা যৌবন বয়সে অনেক ঠুংরী গান আমি গেয়েছি। আহা। পিয়ারী বাইজীর গলায় যদি একটি ঠুংরী শুন্‌বার সৌভাগ্য হতো আপনার, কলিজা ফেটে চৌচির হবার যোগাড় হতো। গান গাইবার সময় শুনেছি বুল্‌বুল্ বাগিচা ছেড়ে পিয়ারী বাইএর কাছে ছুটে আস্‌তো।" বুড়ো স্মৃতি চারণে ব্যস্ত। বোলোহরি এটুকুন বুঝ্‌তে পারে যে বুড়ো সঙ্গীত প্রেমিক্। একটু অস্বাভাবিক ধরনের প্রেমিক্।

বোলোহরি রসিয়ে রসিয়ে বলে—"আপনি কানে তালা ঝুলিয়েছেন কবে থেকে ?"

বুড়ো জবাবে বলে—"গলার কথা বল্‌ছেন। না, ইদানিং গলায় কাজ আর তেমন হয় না। ধ্রুপদ, ধামার গলা দিয়ে আর আজকাল তেমন বেরোয় না। তবে হ্যাঁ। কীর্ত্তন গান এখনো মাঝে মাঝে গেয়ে থাকি। শুন্‌বেন একটা ?"

বোলোহরি হাত জোড় করে বলে—"না। এখন থাক্। দিনের বেলা কীর্ত্তন ভালো জমবে না।" বিয়ে সাদি করেনি বেলোহরি। এখুনি কীর্ত্তন শুনিয়ে তাকে বানপ্রস্থে পাঠাবার মতলব। তাই বোলোহরির কীর্ত্তন শুন্‌তে ঘোরতর আপত্তি।

—"শুনুন একটা কীর্ত্তন।"

বোলোহরি বলে—"না। এখন থাক্।"

বুড়ো বলে—"শুনুন না।" তার পরেই বুড়ো কীর্ত্তন সুরু করে—"ওরে কানাই। কানাই রে। বিরহী রাধিকার দিকে একবার ফিরে তাকা। কানাই রে।"

বুড়ো চোখবুজে গান সুরু করে দিলো। সুরের পর্দ্দা চড়ছিলো ক্রমে ক্রমে। বোলোহরি চট্ করে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে পড়ে। তারপর জোরে পা চালায়। পেছনে ফিরে দেখবার ইচ্ছে পর্যন্ত তার নেই। কয়েক মিনিটের ভেতর পার্ক ছেড়ে সে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়।

বা ঠুক্‌
আঙ্গুল ঠু

॥ নয় ॥

প্রচুর মেয়ের সমাবেশ ঘটেছে এমন একটা জায়গায় বোলোহরি পৌঁছে গেছে। সভা সমিতি মিটিং তো আজকাল লেগেই রয়েছে। আর এটা পুরোপুরি মেয়েদের মিটিং। বোলোহরি শৈশবকাল থেকে এসব সভা সমিতি সযত্নে পরিহার করেছে। তার মাথায় একটা চিন্তাই মাত্র ঘুরছে। ভোম্বলকে খুঁজে বের করতে হবে। আর সেজন্যে যদি নরকে গিয়ে খুঁজতে হয় তাতেও সে রাজী। মেয়েমহল সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সতর্ক। যথেষ্ট হুঁশিয়ার। সে জানে বাড়িতে পাঁচদশটা মেয়েছেলে একত্র হলে অনেক সময় কাকচিল পর্যন্ত সে বাড়ির আশপাশ দিয়ে উড়ে যায় না। বিয়ে বাড়িতে সে মেয়েদের প্রতাপ দেখেছে। জামাইটার কি হাল হয় তা সে ভালো করেই জানে। ওই ভয়েই তো বিয়ে করতে সে রাজী হচ্ছে না। কলেজে মেয়েদের কমনরুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় বোঝা যায় পরিস্থিতি কতো ঘোরালো। কতো জটিল।

যাক্ যা বল্‌ছিলাম। একটা খোলামতো জায়গাকে সামিয়ানা দিয়ে ঘেরা হয়েছে। বাঁশের গায়ে পিস্‌বোর্ড লট্‌কিয়ে তাতে লাল কালী দিয়ে বড়ো বড়ো হরফে লেখা হয়েছে "নারী কল্যাণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন।" নানা বয়সের, নানা আকারের, শ'খানেকের মতো মহিলা ওখানে সমবেত হয়েছে। আরো আস্‌ছে। এ তরঙ্গ রোধিবে কে? বেঁটে, লম্বা, রোগা, মোটা, গোল, চৌকো, কালো, ফরসা, ধূম্‌সো, ফ্যাকাসে, প্যাকাটি নানা ধরণের মহিলা। অধবা, বিধবা, সধবা, কুমারী, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, কিশোরী, বালিকা, নেই কে? সবে কয়েকদিন হয় জন্মেছে এমন মেয়েও মার কোলে চড়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। জন্মাবার জন্যে যে নিজেকে প্রস্তুত করেছে সেও বোধকরি নিঃশব্দে এসেছে। স্বচ্ছন্দে আত্মগোপন করে

রয়েছে। আশেপাশে কিছু পুরুষের জটলা। কৌতূহলের ডিঙ্গায় ভাস্‌তে ভাস্‌তে তারা এসেছে। ভেতরে ঢোক্‌বার কোনো বাধা নেই। মেয়েরা যখন অন্দরমহল ত্যাগ করেই এসেছে, যখন তাদের নারী স্বাধীনতার জন্যে এতো চেঁচামেচি, তখন পুরুষদের সংস্পর্শে যতো বেশী আসা যায় ততোই মঙ্গল, সেটাই কাম্য আর শ্রেয়। পরস্পর পরস্পরকে জানবে, বুঝবে। একদল অধিকার ছাড়বে। একদল সে অধিকার ভ্যানিটি ব্যাগে পুরবে।

গরমটা একটু বেশী। মেয়েদের শরীরে আরোপিত পাউডার রুজ, লিপষ্টিক্, ক্রীম সব গলে মিলেমিশে একটা বিশ্রী ধরণের গোলমাল করে বসে আছে। কয়েকটা কাঠের চৌকী পর পর সাজিয়ে তার ওপর সাদা চাদর বিছিয়ে ষ্টেজের মতো করা হয়েছে। ধূপ, ধুনো, ফুল, হারমোনিয়াম, মাইক্ কোনো কিছুরই অভাব নেই। মহিলা সমিতির কাজকর্ম যারা পরিচালনা করবে তারা রয়েছে ষ্টেজের ওপর। বাদবাকী জমীনের ওপর দাঁড়িয়ে গুঁতোগুতি সুরু করেছে। কারণ স্থানাভাব।

বোলোহরি যখন ভেতরে প্রবেশ করলো তখন মিটিংএর কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। এক ভদ্রমহিলা। সাংঘাতিক স্বাস্থ্যবতী। হাতের মাসেল্‌গুলো যার ঠিক এক নম্বরী ফুট্‌বলের মতো। আর ওই মাসেলরূপী ফুটবল দুটো নাচিয়ে নাচিয়ে সে বক্তৃতা দিচ্ছিলো। গরম গরম শব্দ তার মুখগহ্বর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছিলো। ঠিক কামানের মুখ থেকে জ্বলন্ত গোলা যেমন বেরিয়ে আসে। আদিমকাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত নারী জাতির গৌরবময় ইতিহাস শুনিয়ে যাচ্ছিলো মহিলাটি। গৌরবময় কাহিনীর এক প্রকাণ্ড ফিরিস্তি। মেয়েরা কবার তরোয়াল ঘুরিয়ে কটা সাম্রাজ্যের জৌলুষ বাড়িয়েছিলো। চোখের তারা ঘুরিয়ে কটা শত্রু সাম্রাজ্যের দফারফা করে ছেড়েছিলো। তাদের অঙ্গুলি হেলনে কতো অশিষ্ট অসভ্য লোকের সর্বনাশ

হয়েছিলো। মস্তিষ্কের সামান্য নাড়াচাড়া দিয়ে, বিদ্যাবুদ্ধির রাজ্যে কিরকম আলোড়ন তারা তুলেছিলো। হাতা, খুন্তি, শিলনোড়ার সাহায্যে কতো গৃহবিপ্লব তারা সংঘটিত করেছিলো তারই সুদীর্ঘ ইতিহাস। বাদবাকী বিপ্লব তো ওদের এ বিপ্লবের কাছে শিশু।

বোলোহরি নিবিষ্টমনে ভদ্রমহিলাকে দেখছিলো। দেখছিলো আর ভাবছিলো যে তার যদি এরকম স্ত্রী হতো তবে কতো দিন বাঁচতো সে। ভদ্রমহিলা বোধহয় এ থেকে জেড্ পর্যন্ত সমস্ত ভিটামিন্‌গুলো খেয়েছে। তাছাড়া সূর্যের রশ্মি থেকে গ্রহণ করেছে অল্‌ট্রাভায়লেট্ রে। বাতাস থেকে নিয়েছে খাঁটি অক্সিজেন্। সমস্ত মিনারেলস্ হজম করেই বোধকরি অতো শক্তিশালী হয়েছে। জেড্ ভিটামিন্ খাবার জন্যে বোধকরি জেব্রা এ্যাফেক্ট্ হয়েছে। না হলে জেব্রার মতো মঞ্চের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিচ্ছে কি করে? বোলোহরি ভাবছে ওর মাইক্ ব্যবহার না করলেই চল্‌তো। গলাখানা যা রাশভারী। বাপ্। মহিলাটির মতে নারীজাতি জেগেছে। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি সব জেগে উঠেছে। এরই ভেতর ধ্বনি ওঠে—"ইনক্লাব্।" "জিন্দাবাদ।" "নারীরা সব জেগে ওঠো।" "সব ভেঙ্গেচুরে ফেলো।" "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"।"

নারীরা কণ্ঠস্বরে নিজেদের কণ্ঠ মেলায়।

পিসীমা গোছের এক ভদ্রমহিলা বোলোহরিকে উদ্দেশ্য করে বলে—"বাপু। হাবাগঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছো। একটা ধ্বনি টনি দিতে পারো না। একেবারে যে চুপ করে রইলে।" আর এক ভদ্রমহিলা কাজল দিয়ে কান পর্যন্ত চোখ টেনেছে। রুজ ঘষে ঘষে গালদুটোকে সিঁদুর বরণ করে ছেড়েছে। ওর ঠোঁটের লিপ্‌ষ্টিকের বহর দেখে বোলোহরির মনে হয়েছে ভদ্রমহিলা দুঃশাসনের মতো কোনো পুরুষের বুকচিরে সম্ভবত রক্ত পান করে তারপর এখানে এসেছে।

সে ভদ্রমহিলা বলে—"লজ্জা কিসের বাবা। নিজের জাতের

বিরুদ্ধে না হয় দুটো কথা বল্লে। ক্ষতিটা কি।" একটি কিশোরী অকস্মাৎ বোলোহরির হাতে চিমটি কেটে বসে। ব্যথা লাগে বোলোহরির।

—"আমাদের সঙ্গে ধ্বনি না দিলে এখানে থাক্তে দেবোনা কিন্তু বলে দিচ্ছি।"

চোখ পাকিয়ে আর এক ভদ্রমহিলা বলে—"দিন্। দিন্। আমাদের সঙ্গে ধ্বনি দিন্। পুরুষদের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিন্। পুরুষদের দিন্ ফুরিয়েছে। নারী জাতির ওপর নিপীড়নের দিন শেষ হয়েছে।" ওদের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে বোলোহরি চিৎকারে করে চঠে—"পুরুষদের ধোঁকাবাজী চল্‌বে না। আমাদেব দাবী মানতে হবে। ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ। সমান অধিকার চাই। বিশ্বের নারী এক হোক্।"

বোলোহরি কিশোরীর চিমটি কাটাতে ভয় পেয়েছে। দ্বিতীয় চিমটির ব্যথা সহ্য করবার জন্যে সে প্রস্তুত নয়। চিমটির পরেও অনেক কিছু সাংঘাতিক ব্যবস্থা রয়েছে। গুঁতো। চুল ধরে টানা। কাছা কোছা ধরে টানাটানি। সর্বনাশ। মোট কথা সোরগোল সোরগোলে আবহাওয়া বেশ সরগরম। এর পর ষ্টেজে উঠেছে একটি ক্ষীর্ণকায়া মহিলা। যার গলা দিয়ে চিঁ চিঁ শব্দ ছাড়া আর কিছু বের হচ্ছে না। এর সের পঁচিশেক্ ওজন হবে কি না সন্দেহ।

ভদ্রমহিলা বলে—"আমরা প্রত্যেকে হবো হয় চাঁদ সুলতানা, নয় দুর্গাবতী, রিজিয়া, নয়তো ঝাঁন্সীর রাণী।"

বোলোহরির এমন হাসি পাচ্ছিলো হাতী, ঘোড়ার পিঠে চড়া, কিংবা ট্যাঙ্ক্ এরোপ্লেন্ চালানো, ওর পক্ষে নেহাৎই অসম্ভব। একটি বক্‌রীর পিঠে এ মহিলা চড়তে পারবে কি না সে বিষয়ে তার সন্দেহ রয়েছে। রক্ত শূন্যতায় ভুগ্‌ছে ভদ্রমহিলা। দশ বারোটি সন্তানের মা হয়েছে সম্ভবত। একটা পুঁচকে ছেলে, শিশুই বলা যায়, মার কোলে থেকে বোলোহরিকে বড্ডো জ্বালাচ্ছিলো। মার কোল থেকে হাত বাড়িয়ে বোলোহরির গোঁফ আক্র

চুল ধরে বড্ডো নাড়ানাড়ি করছিলো। খোকা বোলোহরির নাক, কান, চুল গোঁফ মনের সুখে টেনেছে। অনবরত কানের গর্তের ভেতর, নাকের গর্তের ভেতর আঙ্গুল চালিয়েছে। বোলোহরি কিছু বল্‌তে পারেনি। বল্‌তে গেলেই ভদ্রমহিলা যে শিশুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার দিকে এমন কট্‌মট্‌ করে তাকিয়েছে যে বোলোহরি একটি কথাও বলতে সাহস পায় নি।

ভদ্রমহিলা এক ফাঁকে খোকাকে বোলোহরির কোলে তুলে দিয়ে কিংবা বলা যায় গছিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। বোলোহরি আপত্তি তুলেছিলো। কোন ওজর আপত্তি টেকেনি। আর ছেলেটা এমন নচ্ছার প্রকৃতির যে বলোহরির কোলে চড়ে আর নামবার নামটি পর্যন্ত করেনি। বোলোহরির গলা জড়িয়ে দিব্যি ঝুল্‌ছে। গলা এমনভাবে জড়িয়েছে যে সে বাঁধন আলগা করে কার সাধ্যি।

বোলোহরির মনে হলো খোকা বোধ করি কোনোদিন পিতার কোলে চড়েনি। পিতা কি রকম হয় তাই সে হয়তো জানে না। খোকা বোলোহরিকে পিতা ঠাওরালো নাকি? পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে বোলোহরির স্নেহ ভিক্ষা করছে। বোলোহরি পিতার দায়িত্ব নিতে রাজী নয়। একরকম জোর করেই সে খোকাকে মাটিতে নামাতে গিয়েছিলো। খোকা ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে।

খোকার মা চেঁচিয়ে ওঠে—"তুমি কেমন গা। দুধের বাছাকে পাঁচমিনিট কোলে রাখতে পারছ না। তোমার আক্কেলখানা কি রকম শুনি। পাখির পালকের চেয়ে হালকা ছেলেটা। তাকে মাটিতে নামিয়ে দিচ্ছো। লজ্জা করে না তোমার। ওকি তোমার পর।" শাসনের সুরে ভদ্রমহিলা বলে।

বোলোহরি অগত্যা খোকাকে আবার কোলে তুলে নেয়। ওকে কোলে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সম্মিলিত আর ক্রুদ্ধ মহিলাদের জ্বলন্ত দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ঘাড়, মাথা, চোখ হেঁট করে থাকে।

একজন ভদ্রমহিলা বোলোহরিকে লক্ষ্য করে বলে--"বাচ্চাদের কি আর আপন পর ভেদ আছে। ওদের কাছে সব সমান।" আর এক দিদি বলে—"শিশু হলো দেবতা। ধরো মনুষ্যরূপী নারায়ণ। ভেবে নাও তুমি গোপালকে কোলে নিয়ে রয়েছো।"

আর একজন বলে—"আহা। বাচ্চা অনেকে সাধ করেও সারাজীবন পায় না।" এক ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে সে বলে—"ঐ যে রামের মা। সারাজীবনে পেলো একটি সন্তান। কতো তো মন্দিরে মন্দিরে মাথা খুঁড়লো।" অবিবাহিতা এক তন্বী ভদ্রমহিলাকে সমর্থন জানিয়ে বলে—"আমি কি এখনো পেয়েছি একটি শিশু। বিয়ে হলে যে পাবো তারই বা কে গ্যারান্টি দিতে পারে। আমি বন্ধ্যা হতে পারি। স্বামীটার খারাপ রোগ থাকতে পারে।" তন্বী আধুনিকা। সে জানে লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ এ তিন থাক্‌তে আধুনিকা হওয়া যায় না।

একজন বলে—"মিন্‌সে গায়ে গতরে রয়েছে। দুধের বাছাকে খানিকটা সময় কোলে রাখতে গিয়ে হিম্‌সিম্ খেয়ে গেলো। আমরণ।"

মুখ ঘুরিয়ে কথার ঝামটা মারলো মহিলা। বক্তৃতা চলেছে। ধ্বনি উঠছে ঘন ঘন। মেয়েরা ঘন ঘন ধ্বনি দিচ্ছে। বোলোহরিও ওদের ইঙ্গিতে ঘনঘন ধ্বনি দিয়ে যাচ্ছে। গলার শিরা উপশিরা ফুলিয়ে চেঁচাচ্ছে। না চেঁচালে কি হবে কে জানে। খোকা বোলোহরির কোলে নিজেকে অধিষ্ঠিত করে বোলোহরির চুল, দাড়ি, গোঁফ টেনে, নাকে মুখে সুড়সুড়ি দিয়ে, থুতু ছিটিয়ে এক বিশ্রী কাণ্ডের অবতারণা করে চলেছে।

বোলোহরি ভাবে তার কোলে একটা ক্ষুদে শয়তান আশ্রয় নিয়েছে। বোলোহরি ভেবেই পায় না মেয়েদের পুরুষদের ওপর এরকম আক্রোশ কেন? এতো অধিকার-টধিকার নিয়ে গলা ফাটানো কেন? মেয়েরা তো আছে বেশ। ছেলেপুলে নিয়ে

সংসারের রসে দিব্যি ডুবে আছে। পুরুষগুলো সারাদিন গাধার মতো খাটছে। মাথায় ঘাম পায়ে ফেলে ওদের জন্যে খাবার সংগ্রহ করে আনছে। এনে ওদের মুখের কাছে ধরছে।

এর চেয়ে সুখের আর কিছু আছে নাকি?

ওরা খেয়েদেয়ে, দুপুরে ঘুমিয়ে, নাটক নভেল পড়ে, সিনেমা থিয়েটার দেখে, মোটরে হাওয়া খেয়ে বেশ ভালোই তো রয়েছে। যে পুরুষের দিকে কটাক্ষপাত করছে সে পুরুষ গলে জল। আর সুন্দরী মেয়েছেলে হলে তো কথাই নেই। তার আর দুবার তাকাতে হয় না। একবার ঢুলু ঢুলু আঁখি নিয়ে দৃষ্টিপাত। কর্ম ফতে।

বোলোহরি ভাবে সে যদি মেয়ে হয়ে জন্মাতো তাহলে বেশ হতো। বলা যায় না সেক্স চেঞ্জ করে এখনো হয়ে যেতে পারে। বিদেশে নাকি সেক্স ঘনঘন বদ্‌লাচ্ছে। একটা অপারেশন্‌ আর ডাক্তারদের কর্মকুশলতা। ব্যস কেল্লা ফতে।

মেয়ে হলে রান্নাঘরে সুবিধে কতো। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে ভালোটা-মন্দটা চেখেঁ ছ্যাখো। কোনো কিছু অপছন্দ হলে গোসাঘরে খিল দাও। আর তারপর মজা ছ্যাখো। ব্যাঙ্কের চেক্‌ বই তোমার হাতে আপনা থেকে এসে গেছে। বাপের বাড়ি চলে যাও। তারপর ছ্যাখোনা মজাটা কি হয়। পাঁচটি শাড়ী বেশী এসে গেলো। ফ্যাক্টরী, অফিস্‌, দোকান যত্রতত্র ধর্মঘট হচ্ছে, বোনাস্‌ আর এ্যালাউন্সের জন্যে গলাবাজি হচ্ছে, দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে, না খেয়ে, না বিশ্রাম করে, অভুক্ত অবস্থায় লোকগুলো পুলিশের আদর ভালোবাসা কুড়োচ্ছে সে সব কাদের জন্যে? ঘরের মেয়েদের জন্যেই তো। তবে মেয়েদের এতো গোলমাল সোরগোলের কোনো অর্থ হয় নাকি?

তারা বহাল তবিয়তে রয়েছে। বোলোহরির ইচ্ছে করে মেয়ে-গুলোকে সব বুঝিয়ে বল্‌তে। কিন্তু মাসেলওয়ালীর ভয়ে সে কাঠ

হয়ে থাকে। সবকিছুতেই তো মেয়েরা ভাগ নিতে সুরু করেছে। পর্বতে চড়া থেকে মুষ্টিযুদ্ধ পর্যন্ত। তবে এতো চেঁচামেচি কেন? আর কতো স্বাধীনতা ওরা ভোগ করবে।

ওদের পাড়ার একটি মেয়ে তো আলু পটলে প্লেন্ বোঝাই করে হিল্লী দিল্লী পাড়ি জমাচ্ছে। ওরা দাবী-দাওয়ার সবকিছুই তো পুরোপুরি আদায় করে নিচ্ছে। তবে আবার মিটিং ডাকা কেন? কেন এতো হৈ চৈ? ধীরে সুস্থে সবকিছু আস্‌বে। তাড়াহুড়ো করলে কি চলে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় বিধবা বিবাহ নিয়ে কতো হৈচৈ। আর এখন বিধবাসকল ছেলে পেলেই বগলদাবা করে ঘরে ফিরছে। এখন বয়স্কা বিধবাদের ভয়ে ছেলেছোকরারা আধমরা। পথেঘাটে সন্তর্পণে চলাফেরা করে। বিধবাদের বোলোহরি যে ভাবে চোখবুজে মুর্গীর হাড় চিবোতে দেখেছে তাতে বোলোহরি আঁৎকে উঠেছে। আজকের দিনে রামমোহন রায়-এর আমলের সহমরণের কথা কি কেউ একবারও ভাবে। বরং দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে স্বামীকে চিতায় তোলবার আগেই আগামী দিনের বিধবার পেছনে লাইন পড়ে গেছে। বা স্বামীকে চিতায় চড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথে স্বামী নিয়ে ফিরলো। দিনকাল যখন বদ্‌লাচ্ছেই তখন এতো হৈ হুল্লোড় কেন? বোলোহরির কেমন যেন একটা সন্দেহ। সে ভাবে মেয়েদের একটা সমিতি হয়তো অনেকদিন থেকেই রয়েছে। নমাসে ছমাসে হয়তো মিটিং একটা ডাক্‌তে হবে। মিটিংএ জড়ো হয়ে কিছু একটা করতে হবে। সমিতির নিয়মকানুনে তাই হয়তো লেখা রয়েছে। এছাড়া সময় কাটাতে হবে তো। তাই মিটিং ডাক্‌তে হয়। তাই সভার আয়োজন করতে হয়। বক্তৃতা দিতে হয়। জ্বালাময়ী ভাষা ব্যবহার করতে হয়। গরম গরম বাত হাওয়ায় ছুঁড়ে দিয়ে নিজেরা তেতে ওঠে। মিটিং-এর কাজ শেষ হয়ে গেলে আবার ওরা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ঘরে ফিরে গিয়ে সংসার ধর্ম পালন করে।

বোলোহরির পাশের এক মহিলা আর এক মহিলাকে বল্‌ছে—"এই যে পুঁটির মা। তুমিও এয়েছো।" সেই মহিলা জবাবে বলে—"হ্যাঁ এলুম। কর্তার জলখাবারের বন্দোবস্ত করে, বাচ্চাদের পার্কে পাঠিয়ে, দেওরের জামাজুতো সাজিয়ে রেখে, চলে এলাম। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে ভাই। কর্তার কাছে দাঁড়িয়ে না থাক্‌লে কর্তার আবার খাবার খাওয়া হয় না। সারাদিন অফিস থেকে খেটে খুটে এসে মুখখানা বেচারার আমসী হয়ে থাকে।" অন্য মহিলা বলে—"আমারও ভাই সেই একই অবস্থা।" অন্য মহিলা তখন দোক্তার কৌটো থেকে খানিকটা দোক্তা বের করে মুখের ভেতর পুরে দিয়েছে।

—"জানো দিদি সত্যি কথা বল্‌ছি। আমার কর্তার আমাকে ছাড়া একদণ্ড চলে না। আমার নিজেরও কর্তাকে ছেড়ে থাকা মুস্কিল।"

দোক্তাদিদি সদর্পে ঘোষণা করে। তারপর গলার স্বর আরো খাটো করে বলে—"রাতের বেলা এক থালাতেই দুজনে খাই।" দ্বিতীয় ভদ্রমহিলা বলে—"তা যা বলেছো দিদি। আমার কর্তা বাইরে কিছু খাবে না। রান্নার লোক রাখতে দেবে না। আমার হাতের রান্না ছাড়া ওঁর মুখে নাকি কিছু রোচে না।" ওর কথা শুনে মৃদু মৃদু হাসে দোক্তাদিদি। পুঁটির মা বলে—"আমাদের তো কম দিন বিয়ে হয়নি। তবু আজও দুজন দুজনকে ছেড়ে দুদণ্ডও থাকতে পারিনে।" ভালোবাসার রেষারেষিতে পুঁটির মা পেছিয়ে থাক্‌তে চায় না। এরপর ফিস্‌ ফিস্‌ করে দোক্তা দিদি সুরু করে—"তা দ্যাখো বাপু। এসব অধিকার-টধিকার, ওসব ধ্বনি-টনি, আমার বাপু ভালো লাগেনা। কর্তার পাশে শুয়ে তার টাকে হাত বুলোতে বুলোতে আমি বাপু "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনি ছাড়তে পারবো না। সারাদিন খেটে খুটে আসে। এসব দাবীদাওয়ার কথা শুন্‌লে ওর ঘুম আস্‌বে না। "ইনক্লাব" শুন্‌লে ওর মাথা গরম হবে। ঘুম হবে না।

ঘুম না হলে হজম হবে না। হজম না হলে শরীর খারাপ হবে। শরীর খারাপ হলে অফিস্ কামাই করবে। অফিস কামাই ঘন ঘন করলে মাইনে কাটা যাবে। আর বারে বারে মাইনে কাটা গেলে চাকরি থাকে কি না সন্দেহ। চাকরি না থাক্‌লে আমরা মরবো।" টন্‌টনে জ্ঞান দোক্তাদিদির। এতোগুলো কথা বলে দোক্তাদিদি মুখ গহ্বরে আর এক প্রস্থ দোক্তা হুড় হুড় করে ঢেলে দেয়। ওর কথায় পুঁটির মা পূর্ণ সায় দেয়।—"যা বলেছো দিদি। কর্তা আছে বলেই তো কর্ত্রী সেজেছি। বিকেলটা কর্তাবিহনে কি ভাবে কাটাবো সেটা চিন্তা করেই তো এখানে আসা। মিটিংএ যেসব কথাবার্তা বলা হচ্ছে সে সব কি ভালো কথা। শিবপার্বতীর পূজো করি আমরা। আমাদের হলো সতী সাবিত্রীর দেশ। আমাদের কি এসব বলা কওয়া ভালো। "না। না। কখনো নয়। আরে দিদি, মিটিং-এর কথা এ কান দিয়ে গেলো, বাড়ি পৌঁছুতে পৌঁছুতে ওকান দিয়ে বেরিয়ে যাবে। আমার কর্তার মতো আদর করতে কোন্ পুরুষ পারবে। বলে দোক্তাদিদি।

আর এক ভদ্রমহিলা বলে—"আমার কর্তা রসে টুইটুম্বর।"

"—আদর করতে আমার কর্তা সিদ্ধহস্ত।" ফিস্‌ফিসিয়ে লজ্জার কথাটি বলে আর এক দিদি।

—"ও কথা বলো না দিদি। আদর করতে আমার কর্তাও কম যায় না। আদরের ঠেলা সাম্‌লাতে এ বয়সে আমার প্রাণান্ত। মুখে ধমক দিই বটে। লাগে মন্দ না।" গলার স্বর আরো খাটো করে বলে এক ভদ্রমহিলা।

বোলোহরির কানে সমস্ত কিছু এসে যাচ্ছিলো। সে বুঝ্‌তে পারে গিন্নীদের ভেতর স্বামী সোহাগের বিশ্লেষণ চলেছে। ফার্স্ট হবার জন্যে প্রতিযোগিতা। ওদিকে জোর বক্তৃতা চলেছে। —"নারীরা জেগে ওঠো। ভুলে যেয়োনা তোমরা এক একজন এক একটি আগ্নেয়গিরি।" যে মেয়েটি বক্তৃতা দিচ্ছে সাজ পোষাকে

সে অতি মাত্রায় আধুনিকা। প্রচুর পাউডার সে মুখে মেখেছে। শরীরে জড়ানো ভীষণ পাতলা শাড়ী। বগল কাটা ব্লাউজ। হাতে একগাছা চুড়িও নেই। চুল বব করা। ডানহাতে সে ঘড়ি বেঁধেছে। বোলোহরির ডানহাতে ঘড়ি বাঁধতে দেখলেই মনে হয় ওটা যেন এক বিদ্রোহের প্রতীক্। মেয়েটা যেন আগ্নেয়গিরিরই ক্ষুদ্র এক সংস্করণ। কতো পুরুষকে যে সে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে তার ইয়ত্তা নেই।

পুঁটির মা বলে—"জানো ভাই, কর্তা আজ বাজারে গিয়েছিলো। আন্‌লে এই এতো বড়ো একটা মাছের মুড়ো। ওবেলা রান্না করতে পারিনি। ভেবেছি মিটিং থেকে ফিরে রান্নাটা সেরে ফেলবো।"

দোক্তাদিদি বলে—"জানো ভাই চিংড়ী মাছ দিয়ে একটা তরকারী বানিয়েছিলাম। ফাষ্টক্লাশ। কর্তা খেয়ে এমন খুশী।" চিংড়ীর তরকারীর স্বাদে দোক্তাদিদি মুহ্যমান।

পুঁটির মা বলে—"ও সব ধ্বনি শুন্‌তে ভালো লাগ্‌ছে না দিদি। কথাবার্তাগুলো ওদের বড্ডো বেখাপ্পা। চলো দিদি এবার ফেরা যাক্।

—"চলো ফেরা যাক্।" দোক্তাদিদি তার পানের ডিবে থেকে একটা পান বাড়িয়ে দেয় পুঁটির মার উদ্দেশ্যে। সঙ্গে খানিকটা দোক্তা।—"ওই যে রমার স্বামী। অফিসে যে মাসের শেষে মাইনে পায় মাত্র আড়াইশো টাকা। বউ-এর জন্যে যে নিত্যি নূতন শাড়ী খরিদ করে নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে গয়নাগাঁটি গড়িয়ে দেয়। রমা কখনো প্রশ্ন করেছে ওসব কেনার টাকা কোথা থেকে এলো। স্বামী দিয়েছে মাথায় ঠেকিয়ে সিন্দুকে তুলেছে। আজে বাজে প্রশ্ন করা কি স্ত্রীর সাজে? রমাও প্রশ্ন করেনি। অথচ রমা জানে ও টাকা কোথা থেকে এসেছে। আর ওরকম আচরণই তো স্ত্রীর করা উচিত। স্বামী এনে দিয়েছে। ভোগ করো। পাপ পুণ্যের হিসেব

স্বামী করবে। ওসব কঠিন কঠিন তর্ক বিতর্কের ভেতর কি স্ত্রীর যাওয়া সাজে? না কখনো যাওয়া উচিত?" দোক্তাদিদির বিজ্ঞসুলভ বাচনভঙ্গী।

—"আমারও ওই একই কথা। পাপ যদি হয় তবে স্বামীর হবে, তার জন্যে আমাদের মাথাব্যথা কেন? গারদ আর জেলখানার কষ্ট সহ্য করবার জন্যেই পুরুষদের বিধাতা অতো মজবুত করে গড়ে তুলেছে।" পুঁটির মা পান চিবোতে চিবোতে বলে। বলে গর্বের হাসি হাসে। এক মহিলা এগিয়ে এসে ওদের আলোচনায় যোগ দেয়। সে বলে—

—"যতো দোষ নন্দ ঘোষ। সব দোষ পুরুষদের হতে যাবে কেন? আমরা বলি পুরুষেরাই সব ফষ্টি নষ্টি করে বেড়ায়। আমাদের মেয়েগুলো কি কম ফষ্টি নষ্টি করে নাকি।"

—"ঠিকই তো। আমরা ফষ্টি নষ্টিতে প্রশ্রয় দিই বলেই তো ওরা ফষ্টি নষ্টি করার সুযোগ পায়। এক হাতে কি আর তালি বাজে।" আর এক ভদ্র মহিলা সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে।

—"ঠিক্ ঠিক্।" জোর সায় দেয় তৃতীয় ভদ্রমহিলা। এদিকে বক্তৃতা শেষ। এবার সঙ্গীত, নাটক, আবৃত্তি, নাচ এসব হবে। প্রথমে নাচ। গোদা গোদা পা নিয়ে, বিশাল বপু, হাবাগোবা গোছের এক মহিলা ষ্টেজের ওপর নৃত্য করতে সুরু করে দিয়েছে। চল্লিশের ঘরে বয়স মহিলাটির। ঘাড়ে গর্দানে মিলে মিশে এলাহি ব্যাপার। বোলোহরির মনে হয় মাসেলওয়ালা দিদির ও পিসতুতো বোনই হবে। ভীষণ পুরুষ্ট পা-দুটো সশব্দে ষ্টেজের ওপর আছ্ড়াবার ফলে পায়ের নীচে কাঠের চৌকি ককিয়ে কান্না সুরু করে দিয়েছে। ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম। তার শরীরের তাল তাল মাংস প্রলয় নাচের পাগলামীতে অংশগ্রহণ করে ভীষণভাবে মেতে উঠেছিলো। শিবের প্রলয় নৃত্য কি এতো ভয়ঙ্কর ছিলো? বোলোহরি যাত্রা দেখেছে। তাতে নৃত্য এতো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেনি। চল্লিশের বুড়ী

হাতের আঙুল নাচিয়ে, চোখের তারা ঘুরিয়ে যখন ছোট্ট খুকীর মতো লম্প ঝম্প দিচ্ছিলো তখন বোলোহরির এমন হাসি পেয়েছিলো। তার মনে হয়েছিলো ষ্টেজের ওপর এ রকম ছোটাছুটি তখুনি সম্ভব যখন অতিমাত্রায় কেউ জ্বালা যন্ত্রণায় ভোগে। লঙ্কার ঝাল বেশী মাত্রায় খেয়ে ফেললেও ও দশা হতে পারে। সাপের বিষে জর্জরিত হলেই ও রকম জোর কদমে ছোটাছুটি সম্ভব। যাক্, নাচে গানে যখন সবাই মেতে আছে তখন বোলোহরির কোলের পুঁচকে খোকা এক কাণ্ড করলে। বোলোহরির পকেটের পেন্সিলটা সে ততক্ষণে হাতড়িয়ে নিয়েছে। সরু পেন্সিলটা সে নির্বিবাদে বোলোহরির নাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর ঢুকিয়ে দেওয়া মাত্র বোলোহরির সেকি হাঁচি। একটার পর একটা হাঁচি। সেই জাদরেল দশ পনেরোটা হাঁচির ধাক্কায় মিটিং-এর নাচ আর অন্যান্য কাজকর্ম কেমন যেন একটা ধাক্কা খায়। বোলোহরি হাঁচির ফাঁকে খানিকটা সময় হাতড়িয়ে বের করে খোকাকে শাসন করতে গিয়েছিলো। খোকার শাসন ভালো লাগেনি। স্বাধীন ভারতে খোকা জন্মেছে। স্বাধীন হাওয়ায় বেঁচে থেকে কারু ভালো লাগে ওই শাসন? পরাধীনতার নাগপাশ কে সহ্য করতে পারে? কে হীনতার মাঝে বাঁচতে চায়? যখন কারুরই ভালো লাগে না তখন খোকারই বা ভালো লাগবে কেন? খোকা কেঁদে দিয়েছে। আর সেকি চেঁচানি। একদিকে জোরালো এবং ঘন ঘন হাঁচি বৃষ্টি। অন্য দিকে খোকার তারস্বরে চেঁচানো। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। ঘোরালো পরিস্থিতি। এর ভেতর মিটিং-এর কাজ চলতে পারে কখনো। তাই অনেক দৃষ্টি থেকে আগুন ঝরে পড়ে বেলোহরির ওপর। বলোহরি সে আগুনে যেন ঝল্‌সে কুকড়ে যায়।

—"যান্ না। বাইরে থেকে খোকাকে একটু হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসুন না।" অনেকগুলো কণ্ঠস্বর বিরক্তি প্রকাশ করে।—

"এতোটুকুন্ একটা ছেলেকে ঠাণ্ডা করতে পারেন না।" বলে এক নারীকণ্ঠ। "আবার বাপ হওয়ার সখ।" তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো মন্তব্য আরেক জনাকার।

—"টাকা খানেকের লজেঞ্চুস্ কিনে দিন্ না।"—"বাপের কর্তব্য থেকে বিরত থাকা পুরুষদের একটা স্বভাব।"—"এমন বাপকে মেয়েদের বিয়ে করাই উচিত নয়।"—"আমাদের ছেলে উপহার দেওয়া ওদের পক্ষে আরো অনুচিত। যে উপহারের মর্যাদা রাখতে জানে না তাকে ও সব থেকে বঞ্চিত করাই উচিত।" কতো রকমের মন্তব্য যে হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। বোলোহরি খোকাকে নিয়ে মহামুস্কিলেই পড়লো। খোকার মা এসব মন্তব্যে ভারী খুশী।

একগাল হেসে বোলোহরিকে খোকার মা বলে—"ওরা সব ঠিক কথাই বলেছে। যাও না বাপু। খোকাকে দুএক টাকার চকোলেট্ই কিনে দাও না। দুধের বাছা ক্ষিদেতে কষ্ট পাচ্ছে। বাইরে নিয়ে গিয়ে ওর প্যান্ট্টা খুলে ওকে একটু হাল্কা করে নিয়ে এসো।" বাধ্য হয়ে বোলোহরি খোকাকে নিয়ে সভামণ্ডপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। বেরিয়ে যায় শুধুমাত্র সমবেত স্ত্রীপুরুষের কোপানল থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। সভামণ্ডপের বাইরে এসে সুবিধেমতো সময়ে খোকাকে কোল থেকে নামিয়ে বোলোহরি চম্পট দেয়। চকোলেট্ খেতে খেতে সে ওখান থেকে পালায়। ওই ক্ষুদে শয়তানকে সে চকোলেট্ দেবে না। দেবে না তার মাকে।

"নারী কল্যাণ" সমিতির সভ্যারা প্রশেসান্ বের করেছে। প্রশেসানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বোলোহরি। চল্তে চল্তে যদি ভোম্বলের খোঁজ মেলে। বলা যায় না নারী বাহিনীর এ জঁাদরেল সমাবেশ দেখবার জন্যে ভোম্বল যদি তার ঘাঁটি ছেড়ে আত্মপ্রকাশ করে।

বেঁটে, লম্বা, রোগা, মোটা, গোল, চৌকো, ধেড়ে, কচিদের এক

বিরাট প্রশেসান্। মেয়ে আর মেয়ে। সর্বত্র মেয়ে। সুযোগ হাতছাড়া করতে ওরা রাজী নয়।

ওদের হাতে প্ল্যাকার্ড। ওরা লাইন বেঁধে ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে। সড়কে, পথে, দোকানে, বাড়িতে, ছাদে, আঙ্গিনায় ততোক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। সর্বত্র ধীরে ধীরে আলো জ্বলে উঠ্‌ছে। অধবা, সধবা, বিধবা, কুমারী, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধাদের প্রশেসান্। কিছুসংখ্যক পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। আর চলেছে বোলোহরি।

—"মেয়েরা ধ্বনি দাও। ধ্বনি দাও। নেতিয়ে পড়লে চল্‌বে না।" নেত্রী গোছের কয়েকজন মহিলা ওদের পাশে পাশে থেকে এসব কথা বারবার বল্‌ছে। ওদের নিজস্ব কর্তব্য সম্বন্ধে বারবার সচেতন করে দিচ্ছে।

বোলোহরি শুন্‌লো একজন বল্‌ছে—"না দিদি। প্রশেসানে যোগ দিয়ে ভালো কাজ করিনি। কর্তা অফিস্ থেকে ফিরে এসে আমাকে ঘরে না দেখলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বস্‌বে।"

আরেকজন বলে—"আমার সঙ্গে কর্তার কিছুদিন যাবত বড্ডো খিটিমিটি চলেছে। হাতখরচের টাকাটা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। এরপর ডিভোর্স করলে বড্ডো মুস্কিলে পড়বো। কর্তার মতো বিত্তবান্ আর একটা পাত্র খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হবে। বয়স তো কম হলোনা। তার ওপর লেখাপড়া ভালো করে শিখিনি। চেহারার তো এই ছিরি।"

এক মহিলা বলে—"আমার দেওর সিনেমা দেখবে বলে রাতের শোর চারটে টিকিট করেছে। ওর সঙ্গে আমাকে যেতে হবে। রান্নাবান্না সেরে সিনেমায় যেতে হবে। মিটিং থেকে ফিরে রান্না সেরে কি আর সিনেমায় যাবার সময় থাকবে। টিকিটগুলো নষ্ট হলে দেওর কি ভাববে বলোতো। না বাপু, আমি চলেই যাচ্ছি।" ভদ্রমহিলা এদিক্ ওদিক্ চেয়ে লাইনচ্যুত হয়ে পালায়।

এক কিশোরী তার বান্ধবীকে বলে—"তোর পাউডারের পাফ্‌টা দে না ভাই, একবার মুখে বুলিয়ে নিই। রাস্তার পাঁচজনা চেহারাখানা দেখ্‌ছে। বেশ খানিকটা পথ হেঁটে এসেছি। নিশ্চয়ই চেহারাখানার অবস্থা সাংঘাতিক বিশ্রী অবস্থায় এসেছে।"

—"তোর লিপ্‌ষ্টিক্‌টা বাড়িয়ে দে বীথিকা।" বলে আরেকজন। —"ঠোঁটটা খানিকটা রাঙ্গিয়ে নিই। বলা যায় না কাগজের ফটোগ্রাফার আবার কখন টুক্‌ করে ফটো তুলে নেবে।"

আর একটি মেয়ে পথ চল্‌তে চল্‌তে তার বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে বলে—"গ্যাখ্‌ শ্যামলী, চেয়ে গ্যাখ্‌। শাড়ীর ডিজাইনটা কেমন ওয়াণ্ডারফুল। কতো দাম হবে রে?"—"তা শ'দেড়েক তো বটেই।" বান্ধবী উত্তর দেয়।

—"ঘেঁটুদাকে একটু চাপ দিতে হবে। ও শাড়ী আমার একটা চাই। ও শাড়ী একটা না পেলে ঘেঁটুদার সঙ্গে আর বাইরে বেরুবো না। নন্তুদার সঙ্গে ঘোরাঘুরি বাড়িয়ে দেবো।"

একটি মেয়ে এক দোকানের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে সঙ্গিনীকে বলে—"ওই শাড়ীটার নাম জানিস্‌?"

—"না।"

—"ও শাড়ীর নাম হচ্ছে "মন কেমন করে।" আর ওটার নাম হচ্ছে—"চোখের জ্বালা"। অঙ্গে ও শাড়ী জড়ালেই অন্য মেয়েদের চোখ ভীষণ টাটাবে। মেয়েটি নাম রহস্যের জাল ছিন্ন করবার চেষ্টা করছে।

একটি কিশোরী তার সঙ্গিনীকে বলে—"গ্যাখ্‌ ভাই। ওই ছেলেটা আমার দিকে কেমন ড্যাব্‌ ড্যাব্‌ করে তাকাচ্ছে।"

—"দূর। দূর। তোর দিকে তাকাবে কেন। দেখছিস্‌ না আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ও ট্যারা কিনা। তাই তোর ওরকম মনে হয়েছে। তাকিয়েছে আসলে আমার দিকে। ও যে ল্যাবাদাদা। আমার তিন দাদা। ল্যাবাদাদা, গাবুদাদা আর

ল্যাগাভোলাদাদা। তিনজনাই আমাকে খুব ভালোবাসে। তবে এর ভেতর ল্যাবাদাদাকেই আমি বেশী ভালোবাসি।"

আশেপাশে পুরুষের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে বখাটে রক্‌বাজ ছোকরাদের ভীড় বাড়্‌ছে। টিকা, টিপ্পনী উড়্‌ছে। সিটি চলেছে ঘনঘন।

—"ছ্যাখ্‌ ভাই। ওই ছেলেটা ভারী অসভ্য। কেমন বিশ্রী ভাবে তাকাচ্ছে আমার দিকে।" একটি মেয়ে প্রতিবাদের ঝড় তোলে। বোলোহরি মেয়েদের গা ঘেঁষেই প্রায় চল্‌ছিলো। মুরুব্বি গোছের এক ভদ্রমহিলা সিটির শব্দ শুনেছিলো। হট্টগোলের ভেতর ঠাওর করতে পারেনি কে সিটি বাজিয়েছে। বোলোহরিকে কাছে পেয়ে সোজাসুজি বলে—"এই হতভাগা। ঘনঘন সিটি বাজাচ্ছিস্‌ কেন?"

—"আজ্ঞে আমি তো সিটি বাজাইনি।"

—"না তুমি বাজাও নি, অন্য লোক বাজাতে এসেছে। ঘরে বোন পিসীকে সিটি বাজিয়ে শোনাতে পারো না।"

আরেকজন বলে—"এই লোকটা মেয়েদের দিকে অনেকক্ষণ ধরে প্যাট্‌ প্যাট্‌ করে তাকাচ্ছিলো।" এক ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে বোলোহরিকে বলে—"ওরে হতভাগা তোর ঘরে মা বোন নেই?"

—"আজ্ঞে মা বোন আছে। বৌ নেই।" একগাল হেসে বোলোহরি বলে।

—"তবেরে মুখপোড়া বাঁদর, লম্পট। এখানে এসেছ বউ খুঁজতে।" একজন ক্রোধে উন্মত্ত হয়।

—"আমরা তোর বউ হবার জন্যে তোর সঙ্গে চলেছি? এরকম ভেবেছিস্‌ নাকি? হতভাগা, মর্কট।"

—"আজ্ঞে আপনাদের আমার কখনো বউ করবার সাধ হবে না। বয়সটা আপনাদের আমার চাইতে অনেক বেশী। আর দেখতেও আপনারা তেমন ভালো নন। বলা যায় বদ্‌খত চেহারা।"

নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে বোলোহরি। সুন্দরী বউ-এর স্বপ্ন কে না দেখে।

—"তবে রে বাউণ্ডুলে, মামদো ভূত। আমাদের চেহারা নিয়ে খোটা। সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু চেহারার খোটা অসহ্য। হতভাগা, হনুমান, বাঁদর, ওরাংওটা।"

—"গালাগাল দেবেন না। মানুষকে জন্তু জানোয়ার বানাবেন না দয়া করে। আমার পূর্বপুরুষরা জন্তু ছিলো শুনেছি। কিন্তু আমি মানুষ। মনে কষ্ট হয়। আর কষ্ট হলে আমি কেঁদে ফেলি।" বলে বোলোহরি।

—"না। গালাগাল দেবো না। এই। এই ছেলেরা।

ভদ্রমহিলারা একসঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠে। আর আর্তনাদের বাড়াবাড়ি হবার আগেই বেগতিক দেখে, অবস্থা শোচনীয় রূপ ধরতে পারে ভেবে, বোলোহরি উল্টো দিকে মুখ করে বড়ো বড়ো পা ফেলে রওনা দেয়। বেশ খানিকটা পথ আসার পর স্পষ্ট শুনতে পায় একটা চেঁচামেচি। ছেলেমেয়েরা তাকে উদ্দেশ্য করেই চেঁচাচ্ছে কি না কে জানে। হয়তো ওদের মতলব বোলোহরিকে পাকড়ানো।

বোলোহরি প্রাণ বাঁচাবার উদ্দেশে দৌড় লাগায়। মেয়েদের হাতে পড়লে তার চুল দাড়ী সব লোপাট হবে। আর মেয়েদের সঙ্গে যদি ছেলেরা থাকে। সর্বনাশ। পরিণতি ভেবে বোলোহরির পিলে চমকায়। সে চলার স্পীড্ আরো বাড়িয়ে দেয়। মেয়েদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলাই উচিত। মেয়েছেলেরা না করতে পারে কি। ওদের পক্ষে সব সম্ভব। দুর্গাদেবী আর অসুরের কথা তার মনে পড়ে। বেচারা অসুরটির কি অবস্থা। অতো জোয়ান অসুরটা একেবারে নাজেহাল।

একটি মেয়েছেলের জন্যে স্বর্ণলঙ্কা পুড়ে ছাই। একটি মেয়েছেলের জন্যে শাহজাহানের তাজমহল গড়তে গিয়ে কতো টাকা

জলে ঢাল্‌তে হলো। ইংলণ্ডের ভাবী রাজা অতো বড়ো বৃটীশ সাম্রাজ্য ত্যাগ করলো একটি সাধারণ মেয়ের জন্যে। দুস্বামী যে মেয়েকে ত্যাগ করেছে। নেপোলিয়নের প্রথম বউটা নাকি নেপোলিয়নকে বড্ডো জ্বালিয়েছে। সূর্পণখার নাক কাট্‌তে হলো। দ্রৌপদীর জন্যে ভীমকে অনেক পরিশ্রম করতে হলো। দুর্যোধনের উরুভাঙা কি সহজ কাজ।

দশ

বোলোহরি অনেকটা পথ প্রায় একরকম দৌড়িয়ে একটা সেলুনের কাছে এসে দাঁড়ায়। ততোক্ষণে বোলোহরি হাপাচ্ছে। নিশ্বাস টান্‌তে কষ্ট হচ্ছে। সে মনে মনে ভাবে বাপ্, মেয়েছেলেগুলো কি দুর্দ্ধর্ষ। কি ভয়ানক প্রকৃতির। ওদের অবলা বলা হয় কেন সে বুঝতে পারে না। কোমলাঙ্গী, লতাসদৃশ্যা বিরহীনী। দুর দুর, অভিধান থেকে সমস্ত শব্দগুলো লোপাট্‌ করে ফেল্‌তে পারলে বোধকরি ভালো হয়, ভাবে বোলোহরি। ওদের মিটিং প্রশেসান্ করেও শান্তি নেই। একেবারে আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত। আবার রক্‌বাজ ছেলেগুলোকে পেছনে লেলিয়ে দেবার মতলব। ও প্রশেসানে এমন অনেক মেয়ে রয়েছে যাদের কম করে চারজন রোমিও হাতে রয়েছে। ইচ্ছে মতো ওদের ব্যবহার করে। বোলোহরি ভাবে টাকা খরচ না করে, মাত্র খানিকটা প্রেম খরচ করে, ওরা হাতের কাছে দিব্যি ভাড়াটে গুণ্ডা পেয়ে গেছে। বোলোহরির মতো নির্জীব বোকা লোকেদেরই যতো মুস্কিল। বোলোহরি প্রেম করবার সড়কাটাতে ভালো করে চলাফেরা করতে শিখলো না। যাক্ বাবা, ধোলাই-এর হাত থেকে খুব জোর বেঁচে গেছে। এবার চুলটা কেটে, দাড়ী কামিয়ে, কোনো রেঁস্তোরায় কিছু খেয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। ভোম্বলকে খুঁজে পাওয়া গেলো না। উপবাস করে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া কেন? বোলোহরি সেলুনের ভেতর ঢুকে পড়ে। দোকানে সেলুন মালিক ছাড়া আর কেউ নেই।

দোকানে ঢোকামাত্র একটা সাইন বোর্ড তার চোখে পড়ে। সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে "A good hair cut, if not Satisfied hair refunded" নীচে বাংলা ভাবার্থ দেওয়া রয়েছে। "এখানে উত্তমরূপে চুলকাটা হয়, পছন্দ না হলে কাটাচুল হাতে হাতে

ফেরত দেওয়া হয়।" বোলোহরি ভাবে সর্বনাশ। কাটা চুল হাতে হাতে নিয়ে কি করা যাবে। আঠা দিয়ে কি কাটা চুল ফের মাথায় লাগানো যাবে। পকেট ভর্তি কাটা চুল নিয়ে ঘরে ফেরা, সে এক বিশ্রী ব্যাপার। কাটা চুল কাউকে উপহারও দেওয়া যাবে না। বিরাট কাঠের সাইনবোর্ডে লেখাগুলো ঝক্ঝক্ করছে। সাইনবোর্ডটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে। দেয়ালে লটকাবার আগের অবস্থা। চারপাঁচ রকমের রঙ-এর জৌলুস ছড়িয়ে সাইনবোর্ডটা ঝক্মক্ ঝক্মক্ করছে। সেলুন মালিক বোলোহরিকে অনেকটা সময় সাইনবোর্ডটার দিকে তাকিয়ে থাক্তে দেখে বলে—"ছেলের কাণ্ড স্যর। পাঁচটা দেখে শুনে সখ করে করিয়েছে। রঙ কাঁচা। রঙ শুকোলেই লট্কিয়ে দেবো। ইংরাজীটা স্যর কেমন জব্বর লিখেছে।" সেলুন মালিকের পুত্র সন্তানের গর্বে ইতিমধ্যে বুকের ছাতি বেড়ে গেছে কয়েক ইঞ্চি। বোলোহরিকে স্বীকার করতে হয় যে সেলুন মালিকের পুত্র সন্তানের ইংরাজী জ্ঞান সাংঘাতিক বেশি। চিন্তা ভাবনা তার খুব উঁচু স্তরের।

—"ছেলে নীচু ক্লাসে পড়াশুনো করছে। পড়াশুনোর জন্যে জেদ ধরলো। তাই বাড়িতে মাষ্টার রেখে দিয়েছি। তা আমার বাপঠাকুর্দা দশপুরুষ কেউ লেখাপড়ার ধার কাছ দিয়েও যায়নি। আমরা পাঁচপুরুষ ধরে মানুষের মাথার সেবা করছি। তার আগে নাকি পূর্ব পুরুষেরা গর্দান নিয়ে ব্যস্ত থাকতো।" একগাল হেসে সেলুন মালিক বলে।

—"গর্দান নিয়ে ব্যস্ত কেন? ঘাড় গর্দানের সেবাটা কি রকম? প্রশ্ন করে বোলোহরি।

—"ফাঁসীর দড়ি গলায় পরাতো স্যর। তারও অনেক অনেক বছর আগে আমার পূর্ব পুরুষেরা খাঁড়ার কোপ দিয়ে লোকদের মুণ্ডুগুলো ধড়গুলো থেকে আলাদা করে ফেল্তো। সরকারি কয়েদ-খানার চাকরি।"

—"বুঝেছি। জল্লাদের কাজ।" বলে বোলোহরি।

—"ওই যা বলেছেন। খেয়ে দেয়ে ভালোই ছিলো। পাঁচ পুরুষ আগের ভদ্রলোক ফাঁসীর ব্যাপারে কি যেন ভুলচুক্ করলে। আসামী দড়ি থেকে ঝুলেও শেষ পর্যন্ত মরলে না। ব্যস্ চাকরি চলে গেলো। তারপর থেকেই আমরা এ ব্যবসা ধরেছি। তা এ ব্যবসা আঁকড়িয়ে ধরে ভালোই আছি স্যর। তা স্যর চুল কাট্‌বেন তো?"

—"হ্যাঁ।" জবাব দেয় বোলোহরি।

—"হাফ্ কাট্। না ফুল্ কাট্? ঝাঁটা ছাট্ না কদম্ ছাট্। না বাটি ঘটি ছাট্? ফ্রেঞ্চ ষ্টাইল্ না ইটালীয়ান ষ্টাইল্? জাপানীজ, গোয়ানীজ, চাইনীজ, না বারমিজ? ইয়াংকি, ডাংকি না মাংকি? কোন রকম চুলের ছাট্ হবে?" প্রশ্ন করে সেলুন মালিক। উত্তরের জন্যে সে অপেক্ষা করে। বোলোহরি চুল কাট্‌তে এসে বিপদে পড়ে। এতো ছাট্ কাটের কথা তার জানা ছিলো না। সে হক্‌চকিয়ে যায়।

—"সিনেমার অধমকুমারদের মতো মাথায় পাখির বাসা বানিয়ে দেবো স্যর?"

—"ও রকম চুল করে আমি কি করবো। সিনেমায় তো আমাকে দারোয়ানের রোলেও চান্স দেবে না।" সাহস করে বলে বোলোহরি।

—"এখানে চুলকাটা ঠিক্‌ঠিক্ মতো চল্‌লে বলা যায় না একটা ভালো রোল মিলেও যেতে পারে। অনেকের তো হয়েছে শুনেছি।"

—"থাক্। আমার দরকার নেই। ও আর্টটা আমার ভালো আসে না। আমার সিনেমায় ঢুকে ছবি দেখতে ভালো লাগে। নায়িকা কাঁদতে থাকলে আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হবে না। আর সিনেমায় নামলে বড্ডো অসুবিধে। পথেঘাটে হাওয়া সেবনের জন্যে চলাফেরা করা যায় না। লোকজনেরা বড্ডো উত্যক্ত

করে। সিনেমায় নামলে কি আর ভোম্বলকে খোঁজবার জন্যে বের হতে পারতাম।"

—"দাড়ী গোঁফ কামাবেন তো স্যর?"

—"ইচ্ছে ছিলো।" জবাবে বলে বোলোহরি।

—"জুল্পী কি ধরণের হবে? র‍্যামন্ নেভারো ষ্টাইল্ জুল্পী হবে তো? না হিপ্পী বিটল্‌দের মতো জুল্পী। আরো আছে। এ্যাটোমিক্ কিংবা স্পুট্‌নিক্ ষ্টাইল। কোনটা চাই?"—সেলুন মালিক বলে।

—"এতো সব বিশেষত্ব এখানে রয়েছে।" বোলোহরি ঘাবড়ায়।

—"তা রয়েছে স্যর। চুলছাটার পর দলাই মলাই চলবে তো? আপনার কোনটার দরকার?"—"দলাই না মলাই?"

—"ও সব কি বস্তু?"—প্রশ্ন করে বোলোহরি।

—"চুল কাটার পর ঘাড়ে, পিঠে, বুকে, মাজায়, হাত বুলিয়ে আরাম করে দেওয়া। ওটা দলাই। দলাইতে আপনার মিনিট পনেরো সময় নেবে। ওটা হয়ে গেলে সেলুন ছাড়তে একটু কষ্ট হবে।"

—"কেন? কষ্ট হবে কেন?"

—"শরীরের ওপর দিয়ে ছোটো মতো একটা ঝড় বইয়ে দেওয়া হয়। না হলে আর আরাম হলো কি করে। আর ওই ঝড়ের সৃষ্টি করতে গিয়ে উভয় পক্ষের খানিকটা কষ্ট আর কি। তবে শরীরের ও দুঃখ কষ্ট বেশীক্ষণ থাকে না মশাই।"

—"মলাইটা কি বস্তু?" প্রশ্ন করে বোলোহরি।

—"ওটা একটু গুরুতর ব্যাপার। খান্‌দানী ব্যাপারও বল্‌তে পারেন। তবে আরামের চূড়ান্ত। মিনিট বিশ পঁচিশের মতো সময় নেয়। কিল্, ঘুষি, রদ্দা, লাথি এসবও চল্‌তে পারে। তবে ভয় পাবার কিছু নেই। সবকিছু সন্তর্পণেই দেওয়া হয়। জখম করবার ইচ্ছা আমাদের নেই। তবে স্যর শয্যা ছেড়ে উঠতে খানিকটা সময় বেশী লাগ্‌তে পারে। আরামটা একটু বেশী হয় কিনা।

এসবের জন্মে কিন্তু আমাদের চার্জটা একটু বেশী।" সেলুন মালিক খুব বিনয়ের সঙ্গে বলে।

বোলোহরি বলে—"না। না। আমার ওসবের কোনোটারই দরকার হবে না।"

—"সে কি স্যর। এ সেলুনে এসে এসব ভোগ না করলে যে সেলুনের বদনামী হবে।"

বোলোহরি প্রথমে ভেবে পায় না যে সে কি বল্‌বে। হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়।

সে বলে—"আমি সম্প্রতি গুরুর আদেশে কৃচ্ছসাধনা করছি। আরাম-টারামের ভেতর যাওয়া আমার নিষিদ্ধ রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে যোগটোগও একটু আধটু অভ্যেস্ করছি। কোনোরকম ভোগসুখের ধার পাশ দিয়ে যাওয়া আমার বারণ।"

—"তা বেশ। তা বেশ। তাহলে প্রথমে আমি আপনার দাড়ীটা কামিয়ে ফেলি। আপনি এ চেয়ারটায় বসুন।"

বোলোহরি এগিয়ে গিয়ে চেয়ারটাতে বসে। সেলুন মালিক প্রকাণ্ড একটা ক্ষুরে শান্ দিতে থাকে। চোখেমুখে তার আনন্দ ঝিলিক্ দেয়।

সে যন্ত্রটাতে ধার দিচ্ছে আর দিচ্ছে। চোখ দুটো তার জ্বলজ্বল করছে।

কতোদিন পরে খরিদ্দার পেয়েছে কে জানে। বোলোহরি চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে ঘরের চারপাশটা দেখে নিচ্ছে।

সেলুন ঘরের দেয়ালে অনেক ছবি। ছবিগুলো ভীষণ কদাকার। বীভৎস সব চেহারা। বোলোহরি ভেবে পায় না এসব ছবি এখানে টাঙ্গানো হয়েছে কেন? সে খানিকটা চিন্তাগ্রস্ত হয় বৈকি। বোলোহরি সেলুন মালিককে উদ্দেশ্য করে বলে—"ভাই একটা কথা বলছি।"

সেলুন মালিক বলে—"বলুন।"

বোলোহরি বলে—"সব সেলুনে দেখেছি দেয়ালে দেয়ালে সব সুন্দরী নর্তকী, চিত্রতারকা এবং অপ্সরাদের ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। তাদের কারো অঙ্গে অল্প বস্ত্র থাকে, কারো কারো আবার অত্যধিক গরমের জন্যে জামাকাপড় থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চলে। মা লক্ষ্মীদের হাতজোড় করে ওসব চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছি। তা কি কথা শোনে। আমি পাখার হাওয়া করে দেবার জন্যে অনেক সময় প্রস্তুত থাকি। তা কি ওরা শোনে। তা যাক্। চুল কাটা দাড়ী কামানোর অর্থ কি? মানে শরীরের সম্পত্তি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা। আর বঞ্চিত হয়ে একরাশ টাকা পয়সা অন্যের হাতে তুলে দেওয়া। শারীরিক এবং মানসিক্ দুঃখ কষ্ট থেকে খানিকটা মুক্তি দেবার জন্যে, খানিকটা সুখশান্তির জন্যে ওই সুন্দরীদের ফটো টাঙ্গানো হয়। তা এখানে এ ব্যবস্থা কেন? সব বদ্‌খত্। বিদঘুটে ধরণের ছবি। দেখ্‌লে আঁৎকে উঠতে হয়।" বোলোহরির মনে সন্দেহের দোলা।

—"এ সেলুন যে অন্য সেলুন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানকার কাণ্ড কারখানা সব একটু অন্যরকম। ওসব ছবি যে ইচ্ছে করেই রেখেছি। খানিকটা উদ্দেশ্য রয়েছে বৈকি। যারা চুল কাট্‌তে আস্‌বে তাদের খানিকটা ভয় পাইয়ে দেওয়া আর কি।" হেসে হেসে সেলুন মালিক বলে।

—"সেকি কথা। ভয় পাইয়ে দেওয়া কেন?" প্রশ্ন করে বোলোহরি।

—"ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠলে মাথার চুল সব খাড়া হয়ে উঠ্‌বে আর আমি কচাকচ্ কাঁচি চালিয়ে সব সাফ করবো। কোনো বিশেষ মেহনত নেই। চুল ভয়ে সজারুর কাঁটার মতো সোজা হয়ে দাঁড়াবে। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হবে কচাকচ্। কচাকচ্। কতো সুবিধে বলুন দেখি।"

বোলোহরির কথা শুনে চোখ ছানাবড়া। সে বলে—"তা বেশ, বেশ। আপনার বুদ্ধি আছে বলতে হবে।"

সেলুন মালিক বলে—"তা আছে। শুধু পুত্রটি স্বীকার করতে চায়না।" সেলুন মালিক ততোক্ষণে বোলোহরির গালে গলায় সাবান ঘষতে সুরু করেছে। বোলোহরি ইত্যবসরে লক্ষ্য করলো অদূরে প্রকাণ্ড একটি কুকুর থাবা পেতে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখে কেমন যেন একটা লোলুপ দৃষ্টি। বোলোহরি নেহাৎ সখ করে কর্মব্যস্ত সেলুন মালিককে জিজ্ঞেস করে—"আপনার কুকুর বুঝি?"

সেলুন মালিক ততোক্ষণে বোলোহরির এক গালে কাজ সুরু করে দিয়েছে। সে বলে—"হ্যাঁ।"

—"বা বেশ সুন্দর তাগড়া কুকুর।"

—"তাগড়াই বটে। খেয়ে দেয়ে বেশ তাগড়া হয়ে উঠেছে।"

—"সুন্দর থাবা পেতে বসে আছে।"

—"ওরকম সদাসর্বদা থাকে। মনে আশা যদি কিছু পেয়ে টেয়ে যায়।"

—"কি পাবার আশা?" প্রশ্ন করে বোলোহরি।

—"বলবো।" কেমন যেন ইতস্ততঃ করে সেলুন মালিক।

—"বলুন না।" তাকে উৎসাহ যোগায় বোলোহরি। কেউ নিরুৎসাহ বোধ করলে সদাসর্বদা উৎসাহ যোগাবার স্বভাব বোলোহরির।

—"ওই মাংসের টুক্‌রো একটু-আধটু যদি পেয়ে যায়।"

—"মাংসের টুক্‌রো। তার মানে?" বোলোহরি ঠিক্ বুঝে উঠতে পারে না।

—"মানে খুব সহজ। আমি যখন আপনাদের মতো লোকের গালে ক্ষুর চালাই, তখন কখনো কখনো কানের লতি, গলা থেকে মাংসের টুক্‌রো এদিক্ ওদিক্ ছিট্‌কে পড়লে ও চেটেপুটে খেয়ে নেয়।"

—"সে কি কথা। সর্বনাশ। আপনার ক্ষুরের দৌলতে

সদাসর্বদা ওরকম ঘটনা ঘটে নাকি?" বোলোহরি আতঙ্কে ভীষণভাবে মুষড়ে পড়ে।

—"তা মিথ্যে কথা বল্‌বো না। মিথ্যে কথা বলা পাপ। কখনো সখনো ওরকম ঘটনা ঘটে যায় বৈকি। চেয়েই দেখুন না কুকুরটা খেয়ে দেয়ে চেহারাখানা কিরকম তাগড়া করে ফেলেছে।"

বোলোহরির এক গালে কাজ চলছিলো, অন্য গালে উচ্ছেদ কার্য হওয়া তখনো সুরু হয়নি।

বোলোহরি তড়াক্ করে একলাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। তারপর পা চালিয়ে পথে এসে উপস্থিত হয়। পেছনে সেলুন মালিকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

—"একি পালাচ্ছেন কেন স্যর। দাড়ী কামাবেন না? চুল কাট্‌বেন না।"

কিন্তু কার কথা কে শোনে। বোলোহরি ততোক্ষণে পথ ধরে জোরে জোরে হাঁট্‌ছে। একহাত দিয়ে একটা গাল চেপে ধরে আছে। মনে মনে ভাবছে কাটা দাড়ীগুলো রিফাণ্ড নিয়ে আঠা দিয়ে অন্য গালে সেঁটে দেবে নাকি।

॥ এগারো ॥

তাপস্ বিশ্বাস বিরাট বাড়িটার ভেতরে ঢুকে পড়ে। এক অপ্রশস্ত গলির ভেতর পাঁচতলা বাড়িটা। জীর্ণ, হাড়-পাঁজর বের করা। চূণবালি ঝরছে অনেক কাল থেকে। সিঁড়ি ধরে তাপস্ ওপরে উঠে যায়। যে বিজ্ঞাপন দেখে তাপস্ এবাড়ির খোঁজে এসেছিলো তারই একটা কপি বাড়িটাতে ঢোকার মুখে গেটের গায়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপনটাতে সে চোখ বুলিয়ে নিলো। না, আগে সে যা পড়েছে এখানে তারই পুনরাবৃত্তি। বিবরণ মতে চারতলায় অফিস্ ঘর। অনেক কষ্ট করে চারতলায় যখন তাপস্ পৌঁছুলো তখন তার হাফ ধরে গেছে। ঘরের পর ঘর। বাড়ি নয় যেন গোলকধাঁধা। হরেক প্রদেশের অধিবাসী এখানে এসে বাসা বেঁধেছে। ভারতের জাতি আর ভাষার হদিশ্ পেতে হলে, ভ্রমণের চেষ্টা না করে, এই বাড়িটাতে কয়েকবার চক্কর খেলেই হলো। বিভিন্ন ধরণের রান্নার সুবাস, হরেক ভাষা। ন্যাশানাল্ এ্যাণ্ড ইমোসেনাল্ ইনটিগ্রেসান্ সফলতার হাসি ছড়াচ্ছে বাড়ির সর্বত্র। বাড়িটার ভেতর আলোর অভাব। স্থানে স্থানে ভীষণ অন্ধকার আর স্যাঁৎসেতে। পাঁচ হাত নিয়ে এক একটা অফিস। নেমপ্লেটগুলো বিবর্ণ। তেলকালি ঝুল মিলেমিশে নেমপ্লেটের গায়ে পুরু আস্তর সৃষ্টি করেছে। অনেক ক্ষেত্রে নাম পড়া মুস্কিল। দিনের বেলাই বাল্‌ব জ্বলছে। কম পাওয়ারের সব বাল্‌ব। আঁধারের বুকে যেন আলোর খিমচি। ছাদ আর কার্ণিশে শ্যাওলার জঙ্গল। ভ্যাপ্‌সা গন্ধে দম আটকায়। নিশ্বাস নিতে হাফ ধরে। আলোবাতাসের র‍্যাশানের মতোই বিলিবন্দোবস্ত করা হয়েছে।

যাক্। এঘর ওঘর, এ বারান্দা সে বারান্দা করবার পর তাপস্ নির্দিষ্ট অফিসের খোঁজ পেয়ে গেলো। ঘরের ভেতর ঢুকে সে দেখতে পেলো একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি দূরে একটা চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে। ব্যক্তিটির বদ্‌খত্ চেহারা। গায়ের পাঞ্জাবীটা নোংরা। মাথার চুল এলোমেলো। তাতে তেলজল পড়েনি বহুদিন। পরণের ধুতিতে প্রচুর রিপু রয়েছে। পানের রস কষ বেয়ে গড়াচ্ছে। ঘরের সর্বত্র একটা অগোছাল ভাব। চেয়ার, টেবিল, খাট্ সব নড়বড়ে। কারু পা আছে, হাতল নেই। কালের আঘাত আর কতোদিন ওরা সহ্য করতে পারবে কে জানে? ঘরের কোণে একটা আলমারী। বার্ণিশ উঠে বিবর্ণ। ঘরের মেঝেতে ঝাঁট পড়েনি বহুকাল। জ্বলে যাওয়া ম্যাচ্ কাঠি, পোড়া সিগারেটের টুক্‌রো, আর স্তূপাকৃত বিড়ির রাশি, ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার।

তাপস্ এগিয়ে যায়। এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকটিকে নমস্কার জানায়। ভদ্রলোকটি কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। টেবিলের ওপর রাশীকৃত কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে ভদ্রলোক তাপস্‌কে ভালো করে দেখে নেয়। তারপর বসতে ইঙ্গিত করে।

ভদ্রলোকের একমুখ দাড়ী গোঁফ। তাপস্ একটা চেয়ারে বস্‌তে গিয়েছিলো, চেয়ারশুদ্ধ সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো। অনেক কষ্টে টাল্ সামলায়।

—"চেয়ারটা চেপে ধরে বস্‌তে পারলেন না? দেখছেন না চেয়ারের নীচের ইঁটটা ক্ষয়ে গেছে। আর ওর ওপরই যখন চেয়ারটা আশ্রয় নিয়েছে তখন একটু সতর্ক হয়ে বসাই শ্রেয়।" ভদ্রলোক সবকিছু বিশ্লেষণ করে।

—"অতোশতো লক্ষ্য করিনি। তবে চেয়ারের চারটে পা থাকাই কি বাঞ্ছনীয় নয়?" তাপস বেশ উষ্ণ হয়ে উঠেছে।

—"বাঞ্ছনীয় তো অনেক কিছু! কিন্তু সব সময় কি সব কিছু হয়। এক-পা-ওয়ালা ব্যক্তি কি আর সংসারে নেই। তারা কি

আর চলাফেরা করে বেঁচে থাকে না। তাকে একটু হিসেব নিকেশ করেই চলতে হয়। চেয়ারের একটা পা নেই বলেই তো তাকে বেশ বুঝে যত্ন সহকারে ব্যবহার করতে হবে।" ভদ্রলোকের কথাবার্তা কেমন যেনো।

—"এটাই প্রজাপতি অফিস্ তো?" প্রশ্ন করে তাপস্।

—"আজ্ঞে হ্যাঁ"

—"আপনার নাম?" জিজ্ঞেস করে তাপস্।

—"প্রজাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।"

এবার প্রজাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন করে—"প্রথম পক্ষ? না দ্বিতীয়পক্ষ?"

তাপস্ ঠিক বুঝ্তে না পেরে আমতা-আমতা করে।—"কিরকম চাই? কুমারী, যুবতী, প্রৌঢ়া, মোটা না আমসী। বেঁটে না দীর্ঘাঙ্গী? সর্বপ্রকার মেয়ের খোঁজ খবর এখানে পাবেন। লিষ্ট্ থেকে নাম বের করে, ঠিকানা খুঁজে ব্যবস্থা পাকা করে দেবো।" হেঁ হেঁ করে ভদ্রলোক হাসে।

—"আজ্ঞে আমি মেয়ে খুঁজতে আসিনি, চাকরি খুঁজতে এসেছি। আপনারা মানে আপনাদের অফিস্ থেকে চাকরির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিলো। আর আমার একটা চাকরির খুবই প্রয়োজন।" বোঝায় তাপস্।

—"চাকরি অবশ্যই পাবেন। আপনাকে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে আমরা কিছুতেই দেবো না। ওটা আমাদের আদর্শ নয়, ধর্ম নয়। কিন্তু সর্বপ্রথম বলুন দেখি বিয়ে করেছেন কি না?" —প্রজাপতিবাবু একগাল হেসে প্রশ্ন করে। তারপরই হাঁক ছাড়ে —'শ্যাম। শ্যাম।" পরক্ষণেই গাল তোবড়ানো, হাড্ডিসার, ধনুকের মতো বেঁকে যাওয়া, সারা শরীরে শিরা উপশিরার একজিবিশান্ দেখিয়ে, চোখ কপালে তুলে ঢোকে একটি লোক। তাপসের মন বলে ওই "শ্যাম" হবে, যার জন্যে প্রজাপতিবাবু হাঁক ছেড়েছিলো।

শ্যাম বলে—"মাপ নিতে হবে?" তাপস্ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ডাক্তারী পরীক্ষা চলবে নাকি? দর্জির কাজও এরা করে নাকি? পোষাক টোষাক্ বানিয়ে দেয় নাকি? তাপসের মনে সংশয়ের দোলা।

—"আজ্ঞে আমি চাকরি খুঁজতে এসেছি।" তাপস্ আবারও নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে।

—"তা কি আর আমি জানিনে।" প্রজাপতিবাবু প্রায় ধমকের সুরে বলে।—"শ্যাম খাতাখানা নিয়ে এসো। সঙ্গে ফিতে।" তারপর তাপসের দিকে ঘুরে বলে—"কিরকম চাই? আধুনিকা? তন্বী? গায়ের রং কালো না ফরসা? পীতবর্ণ, লাল্‌চে, গোলাপী, কিরম পছন্দ?" আর একচোট প্রশ্নের ঝড় তোলে প্রজাপতিবাবু।

—"দেখুন আমি বিয়ে করতে আসিনি। ওসব ইচ্ছে আমার মোটেও নেই। আমি স্রেফ্ চাকরি খুঁজতে এসেছি।"

—"জানি। জানি।" চোখ বুজে ধীরে ধীরে বলে প্রজাপতিবাবু। —"আমাদের অফিসের নিয়ম অনুসারে প্রথমে আপনাকে বিবাহিত হতে হবে। প্রথমে বিয়ে তারপর চাকরি।"

—"বিজ্ঞাপনে সেরকম কিছু লেখা ছিলো না।" প্রতিবাদের ঝড় তোলে তাপস্।

—"বিজ্ঞাপনে ইচ্ছে করেই সে সমস্ত কিছু লিখিনি। তাহলে ভালো ভালো ক্যান্‌ডিডেট্ হয়তো আমাদের এখানে আর চাকরি খুঁজতেই আস্‌বে না। সেটা আমাদের পক্ষে খুব ভালো ফল দেবে না। সুদর্শন আর ভালো ছেলে পাওয়া কি সহজ ব্যাপার। চাক্‌রি খুঁজতে এসেছেন বলেই তো আপনার দর্শন মিল্‌লো। আর দর্শন পাওয়া মাত্রই আপনাকে ভালো লেগে গেলো।" মৃদু মৃদু হাসে প্রজাপতিবাবু।

—"আমি বিয়ের কথা মোটেও ভাবছিনে।" বলে তাপস্।

—"না ভেবে থাকলে এখন থেকে ভাবতে সুরু করুন। কনে

খুঁজবার জন্যে আপনাকে মেয়ে মহলে হরদম্ ঘোরাফেরা করতে হবে। আর মেয়েমহলে ব্যাচেলারকে পাঠানো কি ভালো? আপনিই বলুন। আমাদের একটা ইয়ে আছে তো। ব্যাচেলারকে পাঠালুম সমস্ত রকম খোঁজ খবর নিতে, ব্যাচেলার মশাই আর হয়তো ফিরলোই না।" প্রজাপতিবাবু নিজের যুক্তি পেশ্ করে খুব উল্লসিত বোধ করে।

—"তা দেখুন। আমি বিয়ে করতে রাজী নই।" মেয়ে দেখে বেড়ানো আমার পোষাবে না।"

—"আপনাদের মতো ব্যক্তিরাই পাত্রীর খোঁজ করবেন। মেয়ে দেখে বেড়াবেন। ও কাজ কি আমাদের দিয়ে চল্‌বে। ইচ্ছে থাকলেও এ চেহারা নিয়ে ওসব করে বেড়ানো চল্‌বে না। আমাদের দেখে মেয়েরা হয়তো আর কোনোদিন কনে হতে চাইবে না। বর সম্বন্ধে মনে ভীতি জাগ্‌বে। ভগবানের অভিশাপ নিয়ে জন্মেছিলাম মশাই।" প্রজাপতিবাবু দীর্ঘশ্বাস্ ফেলে। শ্যাম ততোক্ষণে খাতা, ফিতে নিয়ে এসে হাজির হয়েছে।"

ফিতে দেখে তাপস্ প্রশ্ন করে—"ফিতে দিয়ে কি হবে?"

—"চুপ করুন দেখি। আপনি বড্ডো বাজে বকেন। আপনার দরকার চাকরির। চাকরি আপনি অবশ্য পাবেন। কিন্তু তার আগে আমাদের কাজটা সারতে দিন দেখি।" শ্যাম ততোক্ষণে ফিতে নিয়ে কাজে নেমেছে। তাপসের দেহের বিভিন্ন স্থানের মাপজোখ চলেছে।

—"উচ্চতা পাঁচফিট্ আট ইঞ্চি।" শ্যাম ঘোষণা করে। খাতায় প্রজাপতিবাবু চট্ করে টুকে নেয়—

—"বুক ফোলান্ দেখি।" তাপস্ বাধ্য হয়ে বুকের ছাতি প্রসারিত করে।

এবার হাতের মাপ্ নিতে সুরু করে প্রজাপতিবাবুর এ্যাসিস্‌টেণ্ট্।

—"আমার কি বক্সিং লড়তে হবে নাকি ?" প্রশ্ন করে তাপস্।

—"সময় সময় তারও প্রয়োজন হতে পারে। মেয়ের বাবা, ভাই, কাকাকে মাঝে মাঝে শায়েস্তা করবার প্রয়োজন হতে পারে। দেখতে পাচ্ছি আপনার বেশ মজবুত স্বাস্থ্য।" বলে প্রজাপতিবাবু।

—"আমি বিয়ে করবো না।" দৃঢ় কণ্ঠে বলে তাপস্।

—"প্রথমে ও রকম সবাই বলে। বিয়ে হয়ে গেলে আর বলে না।" বলে প্রজাপতিবাবু।

—"এবার হাঁটুন্ দেখি।" বলে শ্যাম।

—"আমি তো শুনেছি বিয়ে ঠিক হবার আগে মেয়েরা চলে ফিরে বেড়িয়ে দেখায় তাদের চলাফেরা ঠিক আছে কিনা।" বলে তাপস্।

—"যুগ পাল্টিয়েছে। কালের হাওয়া উল্টোদিকে বইছে। এটা নারী প্রগতির যুগ। নারীরা জান্তে চায় স্বামী খোঁড়া কিনা। মাসেলগুলো ফোলান্ দেখি।"

—"সেকি ? এর ভেতর মাসেলের কথা উঠ্লো কিসের জন্যে ?" প্রশ্ন করে তাপস্।

—"মেয়েরা এখন স্কুল, কলেজ, অফিসে যাতায়াত করছে। স্বামীকে হরদম বাট্না বাট্তে হবে। জল তুল্তে হবে। তাদের স্বাস্থ্য ভালো হওয়া দরকার। এখন বলুন রান্না বান্না জানেন কিনা ?" প্রশ্ন করে প্রজাপতিবাবু।

—"কিছু জানিনে মশাই। আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি আমি বিয়ে টিয়ে করবো না।"

—"ও রকম করে বল্বেন না, প্লীজ্। আপনার এরকম সুন্দর চেহারা। এতো ভালো স্বাস্থ্য। আপনি সদ্বংশজাত। এ রকম ছেলে আমরা কটা আর যোগাড় করতে পারবো। আমরা প্রথমে আপনাকে বিয়ে দেবো। তারপর আপনার চাকরির ব্যবস্থা করবো। চাকরি আমাদের হাতেই রয়েছে। আপনি বিয়ে করে,

সংসার গুছিয়ে, চাকরি নিয়ে, গোঁফে তেল দিয়ে ঘোরাফেরা করবেন। খোল বাজিয়ে প্রজাপতি অফিসের গুণ কীর্তন করবেন। আমাদের এখানে অনেক ক্যান্‌ডিডেট্ রয়েছে। কিন্তু মনে হয় আপনার চান্স্ সবচেয়ে ভালো। আপনাকে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। সে জন্যেই আপনাকে কিছু সুযোগ সুবিধে দিতে আমরা রাজী রয়েছি।"

—"কি রকম ?" প্রশ্ন করে তাপস্।

—"চাকরি পাবার তিন মাসের মধ্যে আপনার বিয়ে করলেই চল্‌বে। এবার চলুন দেখি অন্য এক ঘরে। সেখানে দেখ্‌বেন বিয়ের জন্যে কতোলোক ধন্না দিয়ে বসে আছে। বুঝ্‌তে পারবেন আমাদের পরিশ্রমের বহর। একটা মহৎ উদ্দেশ্যের পেছনে ঘুরে ঘুরে আমরা অনবরত কেমন গলদঘর্ম হচ্ছি। দেশ এবং দশের জন্যে কি পরিমাণ সারভিস্ আমরা দিয়ে যাচ্ছি। আমরা দুঃখিত যে এখনো সরকারের টনক্ নড়েনি। সাহায্য আমাদের অবশ্য প্রাপ্য। চলুন। উঠুন।"

প্রজাপতিবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর পেছনের দরজা দিয়ে বারান্দার দিকে পা বাড়ায়। তার পেছনে শ্যাম। আর তার পেছনে তাপস্।

একটা বারান্দা, গোটা পাঁচেক্ ঘর টপ্‌কিয়ে তারা একটা বড়ো ঘরে এসে ঢোকে। লম্বা দুটো বেঞ্চিতে কয়েকজন লোক বসে আছে। এখানেও সেই ভাঙ্গা চেয়ার টেবিল। বেঞ্চিতে যারা বসে আছে তাদের ভেতর কেউ কেউ ধুঁকছে। কেউ ভুগ্‌ছে। কেউ কাঁপ্‌ছে। বয়সের ভারে কেউ নুইয়ে পড়েছে। কারো মাথায় সাদা চুল। কারো মাথায় প্রকাণ্ড টাক্।

প্রথম দফায় হাসপাতালের আউটডোর বলেই মনে হয়। এরা নাকি সবাই বিয়ে করতে চায়। পাত্র পাত্রীর খোঁজে এসেছে। প্রজাপতিবাবু চেয়ার টেনে বসে। শ্যাম খাতাপত্র নিয়ে কাজ সুরু করে। প্রজাপতিবাবুর অনুরোধে তাপসকেও

বসতে হয়। একটা বাইশ কি তেইশ বছরের ছেলে এগিয়ে আসে। তার চুলের ছাঁট বিচিত্র। একটা বুশ্ সার্ট পরে রয়েছে ছেলেটা। বুশ্ সার্টে কতো ছাপ। কতো ছবি। নেই কি তাতে। রেসের মাঠের ঘোড় দৌড় থেকে ন্যাংটো মেয়েছেলের ছবি পর্যন্ত। ছেলের পরিধেয় প্যান্ট্ টা দেহের সঙ্গে এতো এঁটে রয়েছে যে মনে হয় ছেলেটা বস্‌তে গেলে ওটা নির্ঘাৎ ফেটে যাবে। ড্রেন্ পাইপ্ প্যান্ট্। ছেলেটার বিড়ি ফুঁকে ফুঁকে ঠোট্ টা ঘোরতর কালো বর্ণ হয়ে গেছে। চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে। জুল্‌পী দুটো ভীষণ পুরু আর মোটা। যথেষ্ট লোমশ। বনজঙ্গলের ভগ্নাংশ বলেই ভ্রম হয়। ছেলেটা প্রজাপতিবাবুর কাছে এগিয়ে এসে বলে—"স্যর। আমার কিছু হলো? আমি যে আর অপেক্ষা করতে পারছিনে। আমার যে ভারী কষ্ট। সাদির জন্যে প্রাণটা ছট্‌ফট্ ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। হার্ট্ টা যে স্যর ক্রমশঃ বড্ডো দুর্বল হয়ে পড়্‌ছে।"

—"হার্ট টাকে শক্ত আর পোক্ত করতে চেষ্টা কর। হার্ট্ দুর্বল হলে সাদির ঠেলা সাম্‌লাতে পারবে না।" বলে প্রজাপতিবাবু।

—"বাবাকে বলেছি সাদি করে বউ নিয়ে ঘরে ফিরবো। তার আগে ঘরে ফিরবো না। ঘর ছেড়ে চম্পট দিয়েছিলাম অনেক কাল। বাবা। সিটিং, সিটিং, ওয়েটিং।"

—"অতো তাড়াহুড়ো করলে কিছু হয় না বাপ্। তোমার জন্যে মেয়ে যোগাড় করা কি সোজা কথা। তোমার রোজগার নেই। চাকরি বাকরি তুমি কিছুই করো না। কে তোমার হাতে মেয়ে দেবে বলো দিকিন্।"

—"চাকরি তো আমার ঠিক হয়ে আছে। জনসন্ সাহেব, ফজলু মিঞা, বিশ্বপতিবাবু সবাই আমাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করছে।" বলে ছেলেটা।

—"হ্যাঁ বুঝতে পারছি তোমাকে চাকরি দেবার জন্যে ওরা

ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিড়ি টেনে টেনে ঠোঁট্‌টা পুড়িয়ে কালো টিকের রঙ্‌ করে ছেড়েছো। প্যান্টের তো ঐ ছিরি। বুশ্‌সার্ট নয় যেন একটা খবরের কাগজে শরীরে জড়িয়ে এসেছো। কতো ধরণের ছবি। কতো কিছু সার্টে লেখাটেখা রয়েছে। দেখে নিতে আর পড়ে নিতে ঘণ্টা খানেক সময় লেগে যাবে। মাথায় চুলের যা অবস্থা কাক্‌ শালিক্‌ না ভুল করে ডিম পেড়ে যায়। তোমার হাতে কে মেয়ে দেবে বলো দিকিন্‌। চেহারা দেখে তো মনে হয় সপ্তাহে একদিন স্নান করো কিনা সন্দেহ। তুমি বউ পেলেও বউ তোমার কাছে থাকবে কিনা সন্দেহ।"

—"ওটা স্যর আপনি ঠিকই ধরেছেন। স্নান্‌ টান্‌ করবার সময়ই পেতাম না। পথে পথে মেয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো। খেয়ালই থাক্‌তো না কিছু। দিন পনেরো পরে খেয়াল হলে খালে বিলে ডুব দিয়ে নিতাম। তা এবার কথা দিচ্ছি মেয়ে পেলে দুজনে মিলে দিনে দুবার স্নান করবো। আপনার বিশ্বাস না হলে স্নানের সময় আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। আপনিও না হয় আমাদের সঙ্গে সাঁতার কাট্‌বেন।" বলে ছেলেটা।

—"না। না। ওসব করবার দরকার নেই। বেশী স্নান করলে নিউমোনিয়া হয়ে মারা যাবে। তারপর হয় তোমার জন্যে বউ নয় তো বউ-এর জন্যে ছেলে খুঁজতে হবে। তা বিড়ি টেনে টেনে ঠোঁট্‌টাকে পুড়িয়ে কালো করে ছেড়েছো। বিশ্রী তোমার কাণ্ড কারখানা।"

—"আজ্ঞে মায়ের ঠোঁটও ওরকম কালো ছিলো।"

—"সর্বনাশ, বিড়ি টিড়ি টান্‌তো নাকি তোমার মা?" আঁৎকে ওঠে প্রজাপতিবাবু।

—"তা জানিনে স্যর। অসম্ভব কিছু নয়। লুকিয়ে চুরিয়ে কি দুদশটা না টেনেছে। বাবার তো ভাং, গাঁজা, আফিম্‌, মদ, গুলী সবই চল্‌তো। মা দুটো বিড়ি টান্‌বে এতে আর বেশী কি। তবে

স্যর, আমার মনে হয় ওটা মার ন্যাচারাল্ কালার।” বলে ছেলেটা।

—“তোমার শরীরের বর্ণও খুব ন্যাচারাল্। বাছাধন, টাকাপয়সা সঙ্গে এনেছো কিছু?” ছেলেটা পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে টেবিলের ওপর রাখে। ওদিকে তাকিয়ে প্রজাপতিবাবুর চোখে খুশীর ঝিলিক্ খেলে যায়।

—“তা বাপু বাসে, ট্রামে, ইলেকট্রিক্ ট্রেনে তোমার কাজকর্ম বেশ ভালো চল্‌ছে বলে মনে হচ্ছে।” প্রজাপতি খুলেমেলে না বলে যেন খানিকটা ইঙ্গিত দেয়। আভাসে কাজ সারে।

—“ছি ছি! কি যে বলেন।”—নিজের দু’কান টানে ছেলেটা। —“অভ্যেস্ স্যর অভ্যেস্। প্রত্যেকবারই ভাবি ওকাজটা ছেড়ে দেবো। কিন্তু শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠে না। ভারী পকেট দেখলে মনটা কেমন কেমন করে। হাতের আঙ্গুলগুলো নিশ্‌পিশ্ করে। দিল্‌টা উস্‌খুস্ করে। অনেক কালের প্রফেসান্ তো। তা স্যর কথা দিচ্ছি, বিয়ে করলে সব ছেড়ে দেবো। তিনটি বছর স্যর গুরুদেবের কাছে ট্রেনিং নিয়েছি। হেভী কোর্স্। কোর্স্ শেষ করবার আগেই দুবার শ্রীঘরে যেতে হলো। একবার ইচ্ছাকৃত। ওস্তাদের আদেশে ইচ্ছা করেই ধরা দিতে হলো। জেলের ভেতর ছমাসের ট্রেনিংটা স্যর খুব কাজ দেয়। নামী নামী গুণী লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়।”

—“বলো কি হে।” —“তা আর বল্‌ছি কি। অনেক গুপ্ত বিদ্যা জানা যায়। আপনাদের যেমন বেশী লেখাপড়া শেখার জন্যে ফরেণ্ ট্যুর। আমাদেরও প্রায় অনেকটা সেরকম। অভিজ্ঞ হতে হলে জেলে যেতে হয় বারকয়েক। জেল থেকে বেরিয়ে এলে একেবারে নামী ব্যক্তি। খাতির যত্ন, প্রতাপ প্রতিপত্তি বাড়ে। চ্যাংড়াগুলো ভয় প্যায়। ওখানে থাকার যে কি সুখ তা কি আর বল্‌বো স্যর। তা

আমার ব্যাপারটা একটু তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলুন। বিয়ে করবার বড্ডো সাধ জেগেছে আমার।”

—“হবে হবে। ধৈর্য ধরো। তোমার জন্যে একটা মেয়ে জুটিয়েছিলাম। তা বাপু, প্রথম থেকেই মেয়ের পেছনে এমন ঘুরঘুর সুরু করলে। আর এমন সিটি বাজাতে সুরু করলে যে মেয়ে ভয়ে পালালো।”

ছোক্‌রা লজ্জিত বোধ করে।

—“আর সিটি বাজাবো না স্যর। সিটি বাজালে আস্তে আস্তে বাজাবো। ও সিটি নয় স্যর। ও শ্যামের বাঁশীর এ্যাফেক্ট্‌ দেয় স্যর। গানটা শুন্‌বেন স্যর?”—ছেলেটা গান সুরু করে।

—“শ্যামের বাঁশী শুনে ঘরে রইতে নারি।” গানের একটি লাইন গলার কাজের ভেতর দিয়ে ছেলেটি শুনিয়ে দেয়।—“না, না বাপু। ওসব সিটি বাজাবে না। আর গানটান আগেভাগে করোনা যেন। মেয়ে ঘর ছেড়ে বেরুলে আর ঘরে ফিরতে চাইবে না। সদাসর্বদা বাইরে বাইরে থাকতে চাইবে। সিটি আর শ্যামের বাঁশী হরদম্‌ শুন্‌তে চাইবে। এক কৃষ্ণ ছেড়ে শত কৃষ্ণ পাকৃড়াবে।”

—“দেখ্‌বেন স্যর মেয়ে যেন ফিল্‌মি গানটান কিছু জানে। বাবার ওসবের ওপরে বড্ডো ঝোঁক রয়েছে।”

—“কি বল্‌লে? তোমার বাবার ওসবের ওপর ঝোঁক্‌ রয়েছে।” বলে প্রজাপতিবাবু।

—“স্যর, যথেষ্ট রয়েছে। ঠাকুর্দার পর্যন্ত রয়েছে।” ছেলেটি বলে।

—“ঠাকুর্দার বয়স কতো?”

—“তা আশী হবে।”

—“আশী বছর বয়সে ফিল্‌মি গানের দিকে ঝোঁক্‌।”

—“জবর ঝোঁক্‌ স্যর। ঠাকুর্দা তো হামেশা ওসব গান করে।”

—“কি সর্বনাশ। কীর্তন, ভজন, শ্যামাসঙ্গীত, কালীসঙ্গীত,

এসব তোমার ঠাকুর্দার পছন্দ নয়। এ বয়সে ওসবের দিকে ঝুঁকে পড়াই তো উচিত। পরকালের সড়ক পাকা করা উচিত।”

—“কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীতের সুরে ফিল্মী গান ঠাকুর্দা হরদম্ গায়। দুটো গান তো ঠাকুর্দা হামেশা গায়। “দিল্ হাজার টুক্‌রা হো গ্যয়া, কই ইধার গিরা, কই উধার গিরা।” আর একটা রয়েছে—“দিল্ চুর চুর হো গ্যয়া।”

—“কীর্তনের সুরে এসব আজেবাজে গান। ছ্যা। ছ্যা। তোমার ঠাকুর্দার দিল্ তো এখন চুপ্‌সে আমসী হয়ে যাবার কথা। তোমার ঠাকুর্দার সময় শেষ হয়ে এসেছে, তাকে বলো এ বয়সে এসব গান না করতে। স্বর্গে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে, ঈশ্বর প্রেমে ডুবে থাকাই মানবের একমাত্র কর্তব্য। ধর্মমূলক সঙ্গীত গাইতে হবে চোখ বুজে পরম ভক্তি ভরে।”

—“তা স্যর আপনার কথা নিশ্চয়ই বল্‌বো। আমার একটা বন্দোবস্ত খুব শীগ্‌গীর করবেন তো?”

—“করবো। তুমি এখন যাও দিকিন্। পনেরো দিন পরে দেখা করো।”

—“যে আজ্ঞে।” বলে ছেলেটি বিদায় নেয়।

এবার প্রজাপতিবাবুর অঙ্গুলী নির্দেশে এক লোলচর্ম বৃদ্ধ এসে হাজির হয়। বয়সের ভারে প্রায় নুইয়ে পড়েছে। লাঠি ভর করে সে এগিয়ে আসে। তার দাঁতের আশী ভাগই নেই। চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা। বোধকরি খুব ভালো করে দেখতে পায়না। এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ না দিয়ে, বৃদ্ধের কাশি অকস্মাৎ সুরু হয়ে যায়। সে কি কাশি, বাপ্। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আস্‌তে চায়।

টেবিলের ওপর একটা দশ টাকার নোট রেখে বৃদ্ধ বলে —“আমার কিছু হলো না?” মরা মাছের মতো বিবর্ণ ঘোলাটে দুটো চোখ। কাশির আধিক্যে বৃদ্ধ কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। হাঁপানী রোগে ভুগ্‌ছে বৃদ্ধ। তাতেই এতো কাশি।

—"আপনার জন্যে মেয়ে খোঁজা কি চাট্টিখানি কথা। আপনার যা অবস্থা তাতে কেউ কি সহজে মেয়ে দিতে রাজী হয়।"—"তা কি আর আমি বুঝিনে। আর বুঝি বলেই তো আপনার দিকে আশা নিয়ে তাকিয়ে আছি। স্ত্রী ছাড়া এ বয়সে কে আমাকে দেখাশুনো করবে। বুকে পিঠে কোমরে কে আমাকে তেল মালিশ্ করবে। আমার যে স্ত্রীর নেহাৎই দরকার। কার না এ বয়সে খানিকটা সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্তে ইচ্ছে করে।" ভদ্রলোক অতোগুলো কথা বলে হাফাতে সুরু করে। কাশির বেগ্টা যেন খানিকটা কমেছে।

—"কিন্তু ভাবুন দেখি কে আপনার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে। বিয়ের পিঁড়িতে বস্তে না বস্তেই যদি আপনি হার্ট্ফেল করেন। আপনার শরীরের তো ওই অবস্থা। শুধু কয়েকটা হাড়। মাংসমজ্জা তো খুঁজে বের করাই মুস্কিল। আর আপনার যা বয়স, এ বয়সে কোন মেয়ে এসে আপনার হাত ধরবে। একটু বিবেচনা করে বলুন দেখি।"

—"আমি কি কচি কোমল, কম বয়সী মেয়ে চাইছি। আমি ঠাকুরমা দিদিমা পেলেই খুশী। আমার চেয়ে বছর দশেকের বড়ো হলেও ক্ষতি নেই। দুজন দুজনাকে তেল মাখাবো। বাতের ব্যারাম সারাবার জন্যে চেষ্টা করবো। পরস্পর পরস্পরের মালিশের বন্দোবস্ত করবো, একে অন্যের জন্যে হামানদিস্তায় পান ছেচ্বো। অনেক ঠাকুরমা রয়েছে যাদের দেখবার কেউ নেই। যারা আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

একটু দম নিয়ে বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করে—"দাঁত নেই, চোখে কম দেখে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে, হাঁপানী, ডাইবেটিস্, ব্লাডপ্রেসারে ভুগ্ছে এরকম ধরনের ঠান্দি খুঁজে আনুন না। আমি যদি নোটিশ্ না দিয়ে হার্ট্ফেল্ করি তবে তার ও আমাকে নোটিশ্ না দিয়ে হার্ট্ফেল্ করার অধিকার থাক্বে, মানে দুজনের যে কেউ যখন তখন মরতে পারবে।"

সঙ্গিনীর অভাবে বৃদ্ধের হা পিত্যেসের অন্ত নেই।

—"এরকম নারীর সন্ধান আমাদের কাছে রয়েছে।" প্রজাপতিবাবু বলে।

—"তাহলে সন্ধান পেয়েছেন?"

—"পেয়েছি।" বৃদ্ধের বিবর্ণ ফ্যাকাশে চোখ দুটিতে উদ্দীপনা, আশা, আকাঙ্খার ঝিলিক্ খেলে যায়। বসন্তের হাওয়া বুঝি মনে সুড়সুড়ি বোলায়। আনন্দের আতিশয্যে বৃদ্ধের বাঁধানো দাঁতগুলোতে শব্দ ওঠে, খটাশ্ খটাশ্।

—"মেহনত্ কি কম গেছে।" বলে প্রজাপতিবাবু।

একটু থেমে প্রজাপতিবাবু বলে—"তা ভালো টাকা ফেল্‌তে হবে।

—"কতো টাকা?" বৃদ্ধের ব্যগ্র কণ্ঠস্বর।

—"দু হাজার, তিন হাজার। যা লাগে তাই আপনাকে দিতে হবে।"

—"দেবো, দেবো। যা লাগে তাই দেবো। বাতের ব্যথাতে আরাম দেবার জন্যে, হাড় কন্‌কনানির যন্ত্রণা লাঘবের জন্যে, সেবা শুশ্রূষার জন্যে আমি স্পেশাল্ ভাতা দিতেও প্রস্তুত। স্ত্রী আমার চাই। যে করে হোক্ স্ত্রী আমাকে যোগাড় করতেই হবে।" নুয়ে-পড়া বৃদ্ধ আনন্দের আতিশয্যে সোজা হয়ে উঠ্‌তে চেষ্টা করে। পরক্ষণেই ব্যথায় ককিয়ে ওঠে। কাশিটা আবার বেড়ে যায়। ভীষণভাবে বৃদ্ধ কাশ্‌তে সুরু করে। কথা বলাই তার পক্ষে মুস্কিল হয়ে ওঠে। দু গ্লাস্ জল খাইয়ে বৃদ্ধকে খানিকটা সুস্থ করে তবে তাকে বাড়ি পাঠানো হয়।

এরপর এগিয়ে আসে আর একজন। হাড়-সর্বস্ব, শীর্ণ চেহারা, মাংস, মেদ, চর্বির বালাই নেই, চোখ দুটো জ্বল্‌জ্বল্ করছে। চোখ বুজে লোকটা বলে—"তাকে আমি পাবো?"

—"মনে হয় না।" উত্তর দেয় প্রজাপতিবাবু।

লোকটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে বলে—"পাবো না ?"

—"না।"

—"কারণ ?"

—"এরকম হাড় সর্বস্ব, বারোমাস ম্যালেরিয়ায় ভোগা ঘাটের মড়াকে কেউ বিয়ে করতে রাজী নয়। আমি যাকে আপনার জন্যে বেছেছিলাম সে তো তাই বল্লে।"

—"দু হাজার টাকা দেবো সে কথা বলেছিলেন ?"

—"বলেছিলাম।"

—"কি বল্লে।"

—"বল্লে দুহাজার টাকার দরকার নেই। স্পষ্ট উত্তর, ঘাটের মড়াকে বিয়ে করতে পারবো না। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে ওর যা হাল।"

—"বল্লেন না কেন আর ম্যালেরিয়া হবে না। গোস্বামীর অব্যর্থ ওষুধটা খাচ্ছি। ম্যালেরিয়া সেরে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে যা শরীর হবে তখন আর ভদ্রমহিলার খুশীর সীমা-পরিসীমা থাক্‌বে না। আমার নিজের ধারণা তখন ভদ্রমহিলার রাতদিন আমার দিকে তাকিয়ে থেকেও মনের আশ্ মিট্‌বে না।" হেঁ হেঁ করে লোক্‌টা হাস্‌তে থাকে। মনে হয় ঘোটকের হাসি।

—"স্বপ্ন দেখতে থাকুন।"

—"জানেন দশরকম ওষুধ খাচ্ছি। মিকচার, বড়ি, ইন্‌জেকসান্ কিছুই বাদ নেই। এর পর প্রত্যহ সকালে ডালরুটি সিং-এর সঙ্গে কুস্তী লড়্‌ছি।"

—"কুস্তী লড়্‌ছেন না ওর পিঠে আপনার পিঠ ঘস্‌ছেন। কুস্তী বল্‌বেন না। কুস্তীর আভিজাত্যে ঘা লাগ্‌বে। পালোয়ানদের সম্বন্ধে লোকে নাক সিট্‌কাবে। ওই তো আপনার শরীর। আপনি কুস্তী লড়্‌ছেন ডালরুটি সিং-এর সঙ্গে। এ আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। থাক্, আমাকে বলেছেন ঠিক আছে। অন্যকে বল্‌বেন না।"

আমি আপনার জন্যে মেয়ে দেখ্ছি। ওই আপনার মতোই দেখতে হবে। একজন আমি আপনার জন্যে যোগাড়ও করেছি।"

—"করেছেন?"

—"হ্যাঁ করেছি। তবে প্রথম দর্শনে ছেলে কি মেয়ে সহজে বোঝা যাবে না। খুব ভালো করে খুঁটিয়ে নাটিয়ে দেখ্লে আঁচ করা যাবে যে সে মেয়ে। তবে সে জন্যে ঘাবড়াবেন না। ওতে কি যায় আসে। লোকে না বুঝুক্ যে ও মেয়ে। আপনি বুঝ্লেই হলো। আপনার সঙ্গে মানাবে ভালো। আর সেটাই বড়ো কথা।"

—"চল্বে। চল্বে আমার। "স্ত্রীলোক্" শব্দটা প্রয়োগ করতে পারলেই আমি খুশী।" এর পরই লোকটার জ্বরটা হঠাৎ এসে গেলো। জাঁদরেল ম্যালেরিয়া। ওর মুখ দিয়ে কেমন একটা হি হি শব্দ বের হতে থাকে। লোক্টা কাঁপ্তে থাকে। তারপর সে এক পা দু পা করে পেছু হটে একসময় চম্পট দেয়। যাবার আগে টাকা রেখে যায়। এরপর যে আসে সে প্রথমেই দুটো দশটাকার নোট টেবিলের ওপর রাখে।

—"ক্ষেন্তীকে কি আমি পাবো?" পঞ্চাশের ঘরে বয়স লোকটির।

—"জানেন তো ভদ্রমহিলা দু দুবার বিধবা হয়েছে। ওর দুটো স্বামীই এ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।" সাবধান বানী উচ্চারণ করে প্রজাপতিবাবু।"

—"সব জেনে শুনেই তো এলাম।" বলে লোকটি।

—"ভদ্রমহিলাকে সহজে রাজী করাতে পারছি নে।" প্রজাপতিবাবু বলে।

—"আমিও কি ছাই কম চেষ্টা করেছি। তা মেয়েটা বুঝ্লো কই। মেজাজের বহর দেখলে ভিরমি খেতে হয়। আর সে জন্যেই তো আপনার কাছে এলাম।"

—"দু স্বামীর মৃত্যুর পরও প্রতাপ কমেনি।" বলে প্রজাপতিবাবু।

—"ক্ষেন্তীর ওপর আমার ঝোঁক ওর বয়স যখন দশবছর, তখন

থেকে। আমার বয়স তখন পনেরো। আজ ওর বয়স পঞ্চাশ আমার পঞ্চান্ন। তবু আশা ছাড়িনি। আমি দমিনি। ক্ষেন্তী আমার ধ্যান, জ্ঞান, সব কিছু। স্যর ওকে না পেলে আমি বাঁচবো না।" লোকটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করে।

—"কাঁদবেন না। এখানে আপনার কাঁদাকাটি করা সাজে না। আর আমার একটা বদ অভ্যেস রয়েছে। কাউকে কাঁদাকাটি করতে দেখ্‌লে আমারও কান্না এসে যায়। ধৈর্য ধরুন, দেখি কি কর্‌তে পারি।" প্রজাপতিবাবু বলে।

—"ধৈর্য ধরেই তো বসে আছি। বলতে পারেন ধৈর্যকে নাগপাশে বেঁধে রেখেছি। পাষাণীকে আমার চাই। নয়তো আমি বাঁচবো না।" লোকটি একথা বলেই ধপাস্‌ করে প্রজাপতিবাবুর পদতলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

—"আরে উঠুন, উঠুন। একি করছেন। আমার পা ছাড়ুন।"

—"আপনার পা আমি ছাড়বো না। যতোক্ষণ আপনি এর একটা হিল্লে না করেন।"

—"পা ছেড়ে দিন্‌। না হলে আমি উত্থানশক্তিরহিত হয়ে পড়বো। কাজকর্ম চালানো আমার পক্ষে দায় হবে। আমি চেষ্টা করে দেখছি কি করতে পারি।"

—"হ্যাঁ, তাই দেখুন। এ দেহ-প্রাণ-মন সব সঁপেছি তারে।" এরপর কবিতা আবৃত্তি কর্‌তে কর্‌তে লোকটির প্রস্থান।

তাপস অবাক হয়ে সবকিছু দেখ্‌ছে। দেখ্‌ছে আর দেখ্‌ছে। সব অবিশ্বাস্য ঘটনা। বিয়ের জন্যে লোকগুলো ক্ষেপে উঠেছে। পাত্রপাত্রীর বাজারে এরকম ঘোরালো আর জটিল ঘটনা অবলোকন করা তার আগে আর হয়ে ওঠেনি। প্রজাপতি-অফিসে তাহলে এতো কাণ্ড ঘটে! নারী পুরুষের মিলনের পথে এতো দুস্তর বাধা, এতো কঠিন সংগ্রাম। একটি নারী কিংবা একটি পুরুষ পাবার জন্যে এতো হয়রানি।

এরপর এক ভদ্রমহিলার প্রবেশ।

ভদ্রমহিলা ঢুকেই বলে—"আমার কিছু হলো? আমার দুবার হার্ট এ্যাটাক্ হয়েছে। কবে কি হয়ে যায় বলাতো যায় না। সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম্। থার্ড এ্যাটাক্ হলে আমি কিন্তু আর বিয়েটিয়ে করতে পারবো না। হ্যাঁ, তা আগেই বলে দিচ্ছি।"

—"দেখুন আমরা তো চেষ্টার কসুর করছিনে। তবে ভদ্রলোকটিকে কিছুতেই রাজী করাতে পারছিনে।" প্রজাপতিবাবু সোজাসুজি বলে বসে।

—"রাজী হচ্ছে না কেন বলুন দেখি?" ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর যেন অনেক নীচু পর্দায় নেমে গেছে। স্বরটাও কেমন ভিজে ভিজে।

—"বলেছিলেন তো যে আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সব কিছু ওর নামে লিখে দেবো। বাড়ি, জমি সব ও পাবে। ওগুলোর বদলে ওর হাতে নিজেকে গছিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হবো।" বলে ভদ্রমহিলা।

—"বলেছিলাম। তবু ও রাজী হচ্ছে না।" জবাব দেয় প্রজাপতিবাবু।

—"তবে কি ওর চরণে মাথা ঠেকাতে পারবো না। এ জীবনে একবার ওর সেবা করতে পারবো না। আমার সাধ কি অপূর্ণ থেকে যাবে?"

ভদ্রমহিলা দুঃখে প্রায় ভেঙ্গে পড়েছেন। এখুনি কেঁদে ফেল্‌বে নাকি?" ওরকমই আশঙ্কা করে তাপস্।

—"উনি আপনার সেবা নিতে চাইছেন না।"

—"কারণ কিছু বলেছেন।"

—"আপনার সম্বন্ধে দু চারটে মন্দ কথা ওর কানে গেছে। মন্দ লোকে মন্দ কথা রটিয়েছে। আপনার চরিত্রের অপবাদ দিয়েছে। সত্যি কথা কি, সমস্ত কিছু শুনে উনি আপনাকে ভয় করে চল্‌ছেন।"

—"ছি, ছি। সেকি কথা। আমাকে ভয়। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী আমি। আমাকে ভয়। আমাকে ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ভয় পায় না। আমার স্বভাব ঠিক শিশুর মতো সরল, সহজ আর নিষ্পাপ।"

—"উনি কিন্তু ভয় পান। আপনি নাকি সমস্ত পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে, মাঝে মাঝেই কাণ্ডটাণ্ড ঘটিয়ে বসেন।"

—"আরে আমার মেজাজ খুবই শীতল, ঠাণ্ডা। ঠিক বরফগলা জলের মতো।"

—"কিন্তু লোকে বলে অন্য কথা। তারা বলে আপনার মেজাজ ফুটন্ত জলের মতো। অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে আপনি নাকি দুই স্বামীর মৃত্যু ঘটিয়েছেন। আপনার স্বামীর মৃত্যুর জন্যে ওরা আপনাকেই দোষী মনে করে।"

—"সেকি কথা। দেশে কি পুলিশ নেই। আইন-আদালত নেই নাকি?"

—"বিয়ের রাতে আপনি হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে দুর্বল একরত্তি স্বামীকে বিছানা থেকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন। খাট্ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে স্বামীর মাথায় চোট লাগে। বেশ কিছুদিন পরে ওর বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ অবস্থায় কিছুদিন টিকে থাকবার পর চলন্ত মোটরের নীচে চলে গিয়ে উনি জীবনদীপ নির্বাপিত করেন।"

"দ্বিতীয় স্বামীর কথা কি শুনেছেন আপনি?" প্রশ্ন করে ভদ্রমহিলা।

—"দ্বিতীয় স্বামীকে নাকি আপনি দুবার সাঁতার শেখাবার নাম করে পুকুরে নামিয়ে জলের ভেতর চেপে ধরেছিলেন। দুবার আপনার স্বামী বেঁচে যায়। কিন্তু ভীষণ শক্ লেগেছিলো। আপনার ভেতর স্ত্রীসুলভ আচরণের অভাব দেখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন উনি। তারপর নাকি একদিন সুইসাইড্ করেন।"

—"ছি, ছি। এসব কি শোনালেন আমাকে। আমার আর বাঁচবার প্রবৃত্তি নেই। এবার স্বামী মরলে আমিও সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে যাবো। কথা দিচ্ছি।"

—"আগে স্বামী পেয়ে নিন।"

—"আপনি উদ্যোগী পুরুষ। সিংহ পুরুষই বলা যায়। আপনি ইচ্ছে করলে সব পারেন। আমার বিশ্বাস এবার বিয়েটা নির্ঘাৎ হয়ে যাবে, এবং হবে আপনার চেষ্টায়। আপনার বাজারে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। আপনার চেষ্টায় কানা, খোঁড়া, পঙ্গু, মুমূর্ষু, ধুঁক্‌ছে, ভুগ্‌ছে, কোকাচ্ছে, গোঙ্গাচ্ছে, অপ্রকৃতস্থ, লোলচর্ম বৃদ্ধ এরকম ব্যক্তি মাত্রেরই বিয়ের ব্যাপারে কেনো অসুবিধে হয়নি। বিয়ে হয়তো বেশীদিন টেকেনি, কখনো মাসখানেকের ভেতর সমস্ত সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে। কিন্তু তবুও আপনার এ লাইনে দান অসামান্য। স্বামী, স্ত্রী, বিবাহ, দাম্পত্য জীবনের ব্যাপারে যখন থীসিস্ লেখা হবে তখন আমার বিশ্বাস আপনার নাম সে বই-এ ধ্রুবতারার মতো জ্বল্‌জ্বল্ করবে।"

—"করবে?" প্রজাপতিবাবু খুশীতে গদগদ।

—"করবে। আমি বল্‌ছি করবে। তা দেখুন প্রজাপতিবাবু স্বামীকে স্ত্রী শায়েস্তা না করলে আর কে করবে বলুন দেখি। শিশু নোংরা ঘাঁটাঘাটি করলে মার কর্তব্য তাকে দেখাশুনো করা। ধুইয়ে মুছিয়ে সাফ্ করা। স্বামীর চরিত্রে দোষত্রুটি থাকলে স্ত্রীর কর্তব্য তাকে ধুইয়ে মুছিয়ে সাফ্ করে সোনার মতো উজ্জ্বল করে তোলা। তাতে স্বামীর খানিকটা শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা হোলে আর এমন একটা কি বড়ো ব্যাপার হলো। তা আমার একটা বন্দোবস্ত করবেন। কথা দিন্।" ভদ্রমহিলা প্রজাপতিবাবুর হাত দুটো ধরে ফেলে।

—"দেখ্‌ছি চেষ্টা করে।" জবাব দেয় প্রজাপতিবাবু। নিজ হাত ভদ্রমহিলার হাত থেকে মুক্ত করবার কোনো প্রয়াস প্রজাপতিবাবুর দেখা যায় না।

—"ওকে বল্‌বেন আমার চরিত্র আমি একেবারে বদ্‌লিয়ে ফেলেছি। শাসনের ইচ্ছে আর আমার নেই। আমাকে শাসন করলেই আমি খুশী হবো।" একথা বলে ভদ্রমহিলা বিদায় নেয়।

দরজার ওধার থেকে কতোক্ষণ ধরে উঁকি ঝুকি দিচ্ছিলো একটি আধুনিকা মেয়ে। এবার পা পা করে মেয়েটি এগিয়ে আসে। মেয়েটি অতিরিক্ত মাত্রায় আধুনিকা হলেও চেহারাখানা কিন্তু মোটেও যুৎসই নয়।

সাজ-সজ্জায় একটা কিম্ভুতাকার ভাব রয়েছে। প্রসাধনে সব কিছুরই মাত্রাধিক ঘটেছে। পাউডার, ক্রীম, রুজ, লীপ্‌ষ্টিক্‌, কাজল, কুমকুম, কিউটেক্স সমস্ত কিছুই অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করা হয়েছে। ব্লাউজের ছাঁটকাট মোটেও রুচিসম্মত নয়। মেয়েটি দৃষ্টি দিয়ে তাপসকে যেন লেহন করছিলো। আধুনিকার ওপর তাপসের যতোবারই চোখ পড়েছে ততোবারই তাপস দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে। আধুনিকা সোজাসুজি তাপসকে দেখিয়ে প্রজাপতিবাবুকে প্রশ্ন করে—"উনিও কি মেয়ে খুঁজতে এসেছেন? ওরও বোধকরি পাত্রী খুঁজতেই এখানে আসা।"

প্রজাপতিবাবু আম্‌তা আম্‌তা করে।

তাপস্‌ চমকে ওঠে। ভয় পায় সে।

—"তা উনি যদি মেয়ে খুঁজতে এসে থাকেন, আর আমি যদি ছেলে খুঁজতে এসে থাকি তাহলে দুজনের উদ্দেশ্যই এক। দুজনের লক্ষ্য যখন একই পথে, তখন দেরী করে আর লাভটা কিসের। মনে হচ্ছে আমরা পরস্পর পরস্পরের খুবই কাছাকাছি এসে গেছি। মনের দিক থেকেও খুব কাছাকাছি। উনি যেরকম ঘন ঘন দৃষ্টি আমার দিকে ফেল্‌ছিলেন তাতে আমার মনে আর কোনো সন্দেহই নেই। আর বল্‌তে লজ্জা নেই, আমিও ওর দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি।"

তাপস্‌ শঙ্কিত বোধ করে। ঘাবড়ায়। তার প্রায় ভিরমি

খাবার যোগাড়। এ মেয়ে বলেকি। মেয়েটি আবার বলে—"আমার তো মনে হয় আমাকে ওর বেশ মনে ধরেছে। আর ধর্‌বেই বা না কেন। পথে ঘাটে পছন্দের ঠেলা সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে আমার কাহিল অবস্থা হয়ে ওঠে। কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ—সবাই আমার জন্যে পাগল। আর মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই। ওকেও আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এখন একটা বন্দোবস্ত করলেই হয়।" প্রজাপতিবাবুর দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলে।

পাত্রী ঘরে পৌঁছেই পাত্র নির্বাচন করে ফেলেছে। তাপস লজ্জায় আরক্তিম হয়।

প্রজাপতিবাবু বলে—"আমার আপত্তির কোনো কারণই থাকৃতে পারে না। দুপক্ষ রাজী থাক্‌লে আমি না বল্‌বার আর কে। আর আমার কাজই যখন হচ্ছে এসব কিছুর বন্দোবস্ত করা।"

—"ঈশ্বরের অভিপ্রায় কে আর খণ্ডাতে পারে। তা দেরী করে আর লাভ কি।"

তাপস কিছু বল্‌বার আগেই মেয়েটি এসে তাপসের হাত ধরে। তাপস এক ঝট্‌কায় নিজ হাত সরিয়ে নেয়। প্রজাপতিবাবুও এগিয়ে এসেছিলো দুজনের হাত একত্রিত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাপস বিপদ বুঝে উল্টোদিকে ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর কাউকে কিছু বল্‌বার সুযোগ না দিয়ে একেবারে একছুটে ঘরের বাইরে। শেষ পর্যন্ত সিঁড়ির পর সিঁড়ি টপ্‌কিয়ে একেবারে বাড়ির নীচতলায়। চাকরি খুঁজতে এসে সে একঝাঁক পাগলের পাল্লায় পড়েছিলো। উফ্‌ কি সাংঘাতিক একটা ফাঁড়া সে কাটালো। বড়ো রাস্তায় পা দিয়ে সে শান্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে। চাকরি খুঁজতে এসে মহাবিপদেই সে পড়েছিলো।

।। বারো ।।

মেস্‌বাড়ির হট্টগোলের ভেতর একপাশে বোলোহরিকে টেনে নিয়ে গিয়ে কপিধ্বজবাবু জিজ্ঞেস করে—"ভোম্বলকে পেলে না ?"

—"আজ্ঞে না।" নির্বিকার কণ্ঠে বলে বোলোহরি।

—"কোথায় কোথায় খুঁজেছিলে ?" কণ্ঠে ব্যগ্রতা, উৎকণ্ঠার ছড়াছড়ি।

—"কোথায় নয়। স্কুল, কলেজ, দোকান, হাসপাতাল, বাজার, আদালত, সিনেমা, চিড়িয়াখানা, মায় হাজত পর্যন্ত ঘুরে দেখেছি।" বোলোহরিকে বড্ডো ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

—"তুমি কি বলে ভাবতে গেলে যে আমার ছেলে ভোম্বল চিড়িয়াখানায় থাক্‌বে।" বোলোহরির ব্যবহারে কপিধ্বজবাবু ভীষণ দুঃখিত এবং ব্যথিত।

—"বলা যায় না। থেকেও যেতে পারে। ও আর মানুষ আছে নাকি ? বনবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে এতোদিনে নিশ্চয়ই জন্তু বনে গেছে। তাছাড়া ওখানে খাওয়াটা ফ্রি জুট্‌বে।" বোলোহরির কপিধ্বজবাবুর ছেলের জন্যে ভাবনা চিন্তার অন্ত নেই।

—"তোমার খুব মেহনত গেছে ?, তাই না ?"

—"সে আর বলতে। ছেলে খুঁজতে গিয়ে অন্যের কোলের ছেলেকে খুঁটিয়ে নাটিয়ে পরীক্ষা করতে হয়েছে। খবরের জন্যে ছেলে মহলে লেবেনচুষ্‌ ফ্রি বিলোতে হয়েছে। ওদের মার্বেলের গর্ত খুঁড়ে দিতে হয়েছে। স্কুলে ক্লাস রুমের পাশে ওৎ পেতে বসে থাক্‌তে হয়েছে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস ভূগোলের পাঠ নিতে হয়েছে।"

সত্যি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে বোলোহরি প্রায় শুকিয়ে আমসী বনে গেছে। মাথার টাকে যে কগাছি চুল ছিলো তার অর্দ্ধাংশ ঝরে পড়ে গেছে। কপিধ্বজবাবুর ওর জন্যে খানিকটা কষ্ট হয় বৈকি।

—"তা আদালতে খুঁজতে গেলে কোন্ বুদ্ধিতে।" প্রশ্ন করে কপিধ্বজবাবু।

—"বলা তো যায় না কিছু। আপনার ছেলে জীবনের কোন পথে চল্‌বে তা যদি তার আগে ভাগে জান্‌বার বাসনা হয়। উকিল ব্যারিষ্টার হবার আগেই যদি আদালতটা দেখে নিতে চায়।"

যুক্তিতে কেউ বোলোহরিকে পরাজিত করতে পারবে না।

—"তা কথাটা তুমি মন্দ বলোনি। তবে তোমার হাজতের কাছাকাছি যাওয়াটা ঠিক হয়নি।" কপিধ্বজবাবুকে খানিকটা বিমর্ষ দেখায়।

—"সেখানে নাকি অনেক নিখোঁজ ছেলেকে রাখা হয়েছে। তাই গেলুম। আর আপনার যেরকম পুত্র সন্তানটি। বয়স বাড়লে হয়তো ওখানেই ঘর নিয়ে পাকাপাকি ভাবে থেকে যেতে পারে। ওখানেও খাওয়া ফ্রি।" একগাল হেসে বোলোহরি বলে।

—"Shut up"। চিৎকার করে ওঠে কপিধ্বজবাবু। আমার ছেলে কখনো ওখানে থাক্‌বে না। ওটা থাক্‌বার পক্ষে মোটেও ভালো জায়গা নয়। তা শোনো বোলোহরি। দারোগাবাবু কি বল্‌লে? ভোম্বলকে মেরেছি টেরেছি বলে কোনো কথা ফাঁস করে দাওনি তো।"

—"আমাকে আপনি এতো কাঁচা ছেলে ভেবেছেন। ভোম্বল কেন পালিয়েছে? কে এর জন্যে দায়ী? তার উপর মারপিট, জবরদস্তী, হামলা হয়েছিলো কিনা? দারোগাবাবু সবকিছু খুঁটিয়ে নাটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলো। আমার কাছ থেকে সুবিধে মতো কিছু যোগাড় করে আপনাকে হাজতে পুরবার মতলব আর কি। ছেলের বদলে দরকার হলে তার বাবাকে।"

সবকিছু বল্‌তে বল্‌তে বোলোহরির মুখখানা যতোটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার দ্বিগুণ মলিন হয় কপিধ্বজবাবুর মুখ।

—"তুমি সবকিছু এড়িয়ে গেলেতো?" উৎসাহ নিয়ে কপিধ্বজবাবু প্রশ্ন করে।

—"একবার মনে খুব রাগ হয়েছিলো। মেসের খাওয়া সুবিধের নয়। ছ'মাসের মাইনে আমাকে আপনি এখনো দিয়ে উঠ্‌তে পারেননি। আপনার আচার ব্যবহার খুব সুবিধের নয়। একবার ভাবলাম সব ফাঁস করে দিই। ছেলের ওপর নির্যাতন কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করি। আপনি শ্রীঘরে কিছুদিন ঘুরে আসুন।" বোঝা যায় বোলোহরি প্যাঁচ কষ্‌ছে। কপিধ্বজবাবুকে খানিকটা জব্দ করার চেষ্টা।

—"সর্বনাশ।" আঁৎকে ওঠে কপিধ্বজবাবু।

—"না, না। ঘাবড়াবেন না। আপনার মেসের পচাটচা খেয়েও আমার মগজটা পচে যায়নি। নেমকহারামি করিনি। বিভীষণ, মীরজাফর এসব খেতাব আপনি দুহাত ভরে দিতে চাইলেও আমাকে পারবেন না দিতে। আমার সে যোগ্যতা এখনও হয়ে ওঠেনি। বলে দিলাম যে ভোম্বল আদর ভালোবাসা তার পিতার কাছ থেকে এতো বেশী পাচ্ছিলো যে ছেলের আর তা সহ্য হলো না। আদর ভালোবাসা ছাড়া এ জগতটা কেমন তাই পরখ করবার বাসনায় এক বস্ত্রে সে বেরিয়ে পড়েছে।" বোলোহরি জয়ের হাসি হাসে।

কপিধ্বজবাবু গভীর জলে হাবুডুবু খেতে খেতে যেন ডাঙ্গার সন্ধান পায়।

—"দারোগাবাবু কি বললেন?"

—"দারোগাবাবু ভোম্বলের ওপর চটেমটে লাল। হাতের কাছে ভোম্বলকে না পেয়ে রাগের চোটে কাঁপতে কাঁপতে হাতকড়িটা আমার দিকেই বাড়িয়ে দিয়েছিলো।"

—"হাতকড়ি পরিয়েছিলো তোমাকে?" কপিধ্বজবাবুর প্রশ্নটা বোলোহরির বিশেষ মনঃপূত হয়না।

—"এসব অলুক্ষণে কথা কেন বলেন, বলুন দেখি। হাতকড়ি হাতে পরে শ্রীঘরে বাস করলে বিয়েসাদি আমি কখন করবো? বিয়েসাদি আমাকে করতে হবে না? আপনি তো সেই কবে

কোনযুগে ওটা সেরেছেন। আমাদের সখ-আহ্লাদের ওপর অযথা আঘাত হানেন কেন?" বলে বোলোহরি।

—"না। না, একটু রগড় করছিলাম। হাতকড়ি তুমি পরতে যাবে কোন দুঃখে। তোমার জন্যে আমি মেয়ে খুঁজতে বেরুবো কথা দিচ্ছি।" কপিধ্বজবাবু ওকে আশ্বাসবাণী শোনায়।

—"মেয়ে যেন একটু দেখ্‌তে শুন্‌তে ভালো হয়।"

—"তোমার যেরকম চেহারা তাতে যুৎসই মেয়ে তুমি পাবে না। সেরকমই আমার মনে হয়। মেয়ের গায়ের রঙ মসীবর্ণ হবে, থপ্‌ থপ্‌ করে হাঁট্‌বে। এ ধরণের কিছু পেলেও পেতে পারো। তবে আমি চেষ্টার কসুর করবো না। এখন দারোগাবাবু কি বল্‌লে তাই বলো।"

—"দারোগাবাবু বল্‌লে—আহা ভোম্বলের বাবার মতো আমার যদি একটা বাবা থাক্‌তো।"

—"সর্বনাশ। কি দুঃখে আমি ঐ টেকো দারোগার বাপ হতে যাবো। ও যেমন বদ্‌খত্‌ দেখতে্‌। তেমনি বদ্‌খত্‌ ওর গায়ের গন্ধ। আর বয়সেও আমার চেয়ে বড়োই হবে। *কিন্তু যাই বলি* না কেন। বোলোহরি তোমার বুদ্ধি আছে। Long Live বোলোহরি with wife and children," কপিধ্বজবাবু হঠাৎ যেন উৎসাহিত বোধ করছে।

—"বিয়ে করিনি স্যর?" বলে বোলোহরি।

—"যখন বিয়ে করবে তখনকার জন্যে তোলা রইলো। তোমার মাইনে বাড়াতে হবে।" কপিধ্বজবাবুর দান প্রবৃত্তি অকস্মাৎ জেগে উঠেছে।

—"কতো বাড়াবেন স্যর?"

—"একটাকা মাইনে বৃদ্ধি। মাসে তোমার একটাকা মাইনে বাড়লো। সঙ্গে সাইত্রিশ পয়সা ডিয়ারনেস্‌ এ্যালাউয়েন্স, হাউস্‌-রেণ্ট পঁচিশ পয়সা, সিটি এ্যালাউয়েন্স আট পয়সা।"

এ ধরণের মাইনে বৃদ্ধির সম্ভাবনা যেন বোলোহরিকে খুব খুশী করতে পারে না। সে বলে—"যা যা দেবেন তা এ বছর পাওয়া যাবে কি? না সামনের বছরের মাঝামাঝি নাগাদ পাওয়া যাবে?"

—"বছর দুএর মধ্যে নিশ্চয়ই পাবে। খুব চেষ্টা করবো, তবে কথা দিতে পারছিনে।" আশ্বাস দেয় কপিধ্বজবাবু।

—"আপনার ছেলেকে যদি আমি ধরে আন্‌তে পারি, পুরস্কারের টাকাটা আমাকে দেবেন তো স্যর।" বোলোহরির প্রশ্ন।

—"Amount কতো ঘোষণা করেছি?"

—"ত্রিশ টাকা।"

—"ত্রিশ। তোমরা আমাকে ফতুর করে ছাড়বে।" কপিধ্বজবাবু ঘন ঘন পাখা নাড়তে থাকে। বোলোহরি পাখাটা টেনে নিয়ে কপিধ্বজবাবুর মাথায় হাওয়া করতে থাকে।

॥ তেরো ॥

ভোম্বলের স্কুলের বন্ধু ফটিক্‌দের বাড়িতে ভোম্বল আশ্রয় নিয়েছে। বাড়ি থেকে পালাবার পর এ কদিন ওদের বাড়িতে সে থেকেছে। ফটিক্‌ অনেক বুঝিয়েছে ভোম্বলকে। কিন্তু ভোম্বল অবিচলিত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিজের বাড়িতে ফিরবে না সে কিছুতেই। তার মতে তার বাবা নির্দয়, নিষ্ঠুর। চেঙ্গিস্‌ খাঁর মতো যার দুর্দান্ত প্রকৃতি, সে বাবার কাছে ফেরা কখনো যুক্তিসঙ্গত নয় বলেই ভোম্বলের বিশ্বাস।

ফটিক্‌ বলে, "শোন্‌ ভোম্বল, তুই ভালো করে ভেবে ছাখ্‌। এরকম হারিয়ে মানে লুকিয়ে থাক্‌লে বাপ-মার মনে কিরকম কষ্ট হয় ভেবে ছাখ্‌ দেখি।"

—"কষ্ট দেবার জন্যেই তো হারিয়েছি।" স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব ভোম্বলের।

—"আর ফিরবিনে ?"

—"ফিরবো। যেদিন ওরা কেঁদেকেটে এখানে এসে দাঁড়াবে। আমার হাত পা ধরে ঘরে ফিরবার জন্যে টানাহেঁচড়া করবে, সেদিন ফিরবো। তার আগে নয়। ছাখ, বাবা কি মারটাই না মেরেছে। শরীরে কালসিটে পড়েছে।"

—"তোর বাবা-মার কষ্টটা ভাব দেখি একবার। ওদের মনে দুঃখ দিস্‌নে ভোম্বল।"

—"ওদের আবার কষ্ট। মা মিটিং নিয়ে ব্যস্ত। বাবা মেস্‌ নিয়ে মেতে আছে। কাকে ভেজাল খাওয়াবে সে চিন্তা করছে।" ভোম্বল গজ্‌রাতে সুরু করে।

—"কিন্তু খবরের কাগজে তোর বাবা-মা বিজ্ঞাপন দিয়েছে। পড়েছিস্‌ কাগজখানা ?"

—"না কাগজ পড়িনি। কি বিজ্ঞাপন দিয়েছে রে?" ভোম্বলের মনে কৌতূহলের বাচ্চাগুলো কিল্‌বিলিয়ে ওঠে।

ফটিক্‌ খবরের কাগজখানা নিয়ে আস্‌বার জন্যে অন্য ঘরে চলে যায়। ভোম্বল একলাটি বসে চিন্তা করতে থাকে। তাহলে ওদের টনক্‌ নড়েছে, ভাবে ভোম্বল। তাহলে খানিকটা খানিকটা করে ওদের কষ্ট বাড়ছে। নাহলে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে কেন? নাও এবার ঠ্যালা সাম্‌লাও। দ্যাখো, ছেলে না থাক্‌লে বাবা-মার মনে কিরকম কষ্ট হয়। আর বাছাধনেরা করবে ছেলের ওপর হাম্‌লা হুজ্জতি। এবার, এবার বোঝো। ভোম্বল হেসে ওঠে। গর্বের হাসি।

ইতিমধ্যে ফটিক খবরের কাগজখানা নিয়ে আসে।

সে বলে—"আমি পড়ছি, ভোম্বল তুই শুনে যা।" খবরের কাগজখানা পাঠ করে আমার অন্তঃকরণটা কেমন যেন করছে। তোর না হৃদয়টা ফেটে যায়।" ফটিক্‌ কাগজ পড়া শুরু করে। "হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ" কলামটা খবরের কাগজের যে পাতায় থাকে সে পাতাটা বের করে ফটিক্‌ পড়তে সুরু করে।

—"বাবা ভোম্বল, ফিরে এসো বাপ্‌। তোমার মা কেঁদে কেঁদে শয্যা নিয়েছে। না খেয়ে দেয়ে পুরোপুরি কঙ্কালসার অবস্থা। আমার অবস্থাখানা কি হয়েছে তুমি নিজ চোখে এসে দেখে যাও। আমার সদাসর্বদা খাবারে অরুচি। চোখ ছেড়ে ঘুম পালিয়েছে। কাজকর্মে প্রবল অনাসক্তি। আর কোনোদিন তোমাকে প্রহার করবো না। এমনকি চেঁচিয়েও কথা বল্‌বো না। প্রহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করছি। বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি করবার ব্যবস্থা করছি। সেখানে প্রহার, পিটুনি, ধোলাই, ঠেঙ্গানি, উত্তম-মধ্যম প্রভৃতির বিরুদ্ধে জোর বক্তৃতা হবে। আমি পয়সা দিয়ে বক্তার বন্দোবস্ত করছি। তুমি বাপু ফিরে এসো। আমার মেসের বিলাস প্রাচুর্যের ভেতর ফিরে এসো। ফিরে এসে মেসের মহান আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হও। আমার উত্তরাধিকারী

হয়ে মেসবাড়িকে মহান থেকে মহানতর করে তোলো। উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর শিখরে নিয়ে চলো।"

—"হুম্" একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে ভোম্বলের। তারপর সে বলে—"বাবার খুব দেরীতে সুবুদ্ধি জেগেছে। ভাবছি বাবা এতো ভালো বাংলা শিখ্‌লো কোথা থেকে। ভাষাটা বড্ডো জোরদার হয়েছে। বাংলার মাষ্টার রেখে লুকিয়ে লুকিয়ে বাবা এসব কাণ্ড সুরু করলো নাকি? সাহিত্যজগতে না বাবা একটা কাণ্ডটাণ্ড ঘটিয়ে বসে। তখন হবে আমার মুস্কিল।"

—"মুস্কিল কেনরে? প্রশ্ন করে ফটিক্।

—"ভীষণ মুস্কিল। সাহিত্যের দিকে ঝুঁক্‌লে বাবা রাতদিন কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবে। রাতদিন ওখানে থেকে বাংলা ভাষার সাধনা করছে এমন লোকদের সেবাযত্ন করে বেড়াবে। প্রকাশকদের সঙ্গে এক আসনে বসে খালি বগল বাজাবে। তারপর পাঁচজনের সাহায্য নিয়ে চাই কি থান্ ইঁট ওজনের বই লিখতে সুরু করবে।"

—"থান্ ইঁট বই লিখ্‌বে কেন?" প্রশ্ন করে ফটিক্।

—"ওসব বই লিখলে আজকাল সুবিধে অনেক।" ভোম্বল বোঝায় ফটিককে।

—"বিক্রী ভালো হবে তাই না?" ফটিক্ সমাধান খোঁজে।

—"বিক্রী তো বটেই। বিক্রীর জন্যেই তো লেখা। একখানা থান্ ইঁট মানে ওরকম মোটা একখানা বই নিয়ে চলাফেরা করো। তুমি অসাধ্য সাধন করতে পারবে। ট্রেনে-বালিশ করে তার উপর মাথা রাখো। তোফা ঘুম আসবে। দুটো দুহাতে নিয়ে ভোরে ডন্ কসরত করো। বিপদে পড়লে, হঠাৎ আক্রান্ত হলে, দুহাতে ওরকম দুটো বই থাক্‌লে অনায়াসে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করে ফেল্‌তে পারবে। তাক্ করে ছুঁড়ে দিতে পারলেই হলো। দুপক্ষের

ইট বৃষ্টির মধ্যে ওরকম একখানা মাথায় দিয়ে চলো কোনো ভয় নেই।"

—"অতো অতো মোটা বই লোকেরা পড়বার সময় পায় কখন। আমি তো আমার চটি ইতিহাস বইখানা ছমাসে পড়ে শেষ করতে পারিনে।" বলে ফটিক্।

—"কেউ পড়বে না বলেই তো লেখে। অতো মোটা বই লেখবার সুবিধে কতো। লেখা নিয়ে দিব্যি সময় কাটানো যায়। লেখক মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, ভাইবোনকে দিব্যি এড়িয়ে চল্‌তে পারবে। বাড়ির কারু কিছু ফরমাশ্ করবার ভরসা হবে না। প্রকাশককে ওরকম একখানা মোটা ভারী বই ছুঁড়ে মারবার ভয় দেখালে সে ভয় পেয়ে আত্মরক্ষার জন্যে হয়তো পরের বইটা ছেপেই দেবে। আমি ভাবি বাবা ওরকম বই লিখলে কি সর্বনাশটাই হবে। আমাকে তখন মেস্‌বাড়ি সামলাতে হবে।" ভোম্বল অনাগত বিপদের আশঙ্কায় শিউরে ওঠে। মুষ্‌ড়ে পড়ে। ককিয়ে ওঠে। ডাক্ ছেড়ে কাঁদ্‌বার উপক্রম করে।

—"এই দ্যাখ্ আরো লেখা রয়েছে।" ফটিক্ বলে।

সে বিজ্ঞাপনটা পড়ে—"যে আমার ছেলে ভোম্বলকে জ্যান্ত বা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আমার কাছে এনে ফেল্‌তে পারবে তাকে নগদ কড়কড়ে ত্রিশ্ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।"

—"বড্ডো কম টাকা ঘোষণা করা হয়েছে। আমার মূল্য কি এতো কম।" ভোম্বল নিজের সঙ্গে প্রতিশ্রুত মুদ্রার তুলনা করে কেমন যেন ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। সে ভাবে তার মূল্য মাত্র ত্রিশ্ টাকা। আজকাল যেখানে বাজারে ভেড়া, খাসী, মুরগীরই অতো দাম হয়ে গেছে। মাছের কিলো যখন দশ টাকা।

—"জানিস্ ফটিক্, বিজ্ঞাপনে লিখেছে যে মা কেঁদে কেঁদে শয্যা নিয়েছে। না খেয়ে দেয়ে ওর কঙ্কালসার অবস্থা। আমার কিন্তু ঠিক্ বিশ্বাস হচ্ছে না।" ভোম্বল বাড়ির লোকজনের ওপর অনেক

আগেই বিশ্বাস হারিয়েছে। বিশেষ করে ত্রিশ্ টাকা পুরস্কার তাকে মর্মাহত করেছে।

—"চল্ ফটিক্ দুপুরবেলা চুপিচুপি গিয়ে সবকিছু দেখে আসা যাক্। দেখি গিয়ে বাবা মার সত্যিসত্যি কঙ্কালসার অবস্থা কি না।" বলে ভোম্বল।

—"যদি ধরা পড়ে যাস্?" প্রশ্ন করে ফটিক্।

—"ক্ষতিটা কিসের। ঝুট্ ঝামেলা সব মিটে গেলো। কাহাতক আর বাইরে অন্যের বাড়িতে থাকা যায়। তোদের বাড়িতে আর কতোদিন থাক্‌বো। আমার একটা প্রেস্‌টিজ আছে তো। আর ধরা পড়লে বলবো নিজ থেকে ধরা দিতে এসেছি। হাত পেতে ত্রিশ্ টাকা নেবো। আশা করি বাবা কথার খেলাপ্ করবে না। আর অন্যকে টাকা না দিয়ে ছেলেকে টাকা দিতে বাবার আশা করি ভালোই লাগ্‌বে।"

—"আমার কথা ভুলিস্ না। ত্রিশের ভেতর অন্তত পাঁচটা টাকা আমাকে দিস্। আপদে বিপদে তোকে কম সাহায্য করিনি। দুর্দিনে খাইয়ে পরিয়ে জিইয়ে রেখেছি। তাছাড়া আমার বাবা-মার তোকে এ কয়েকটা দিন খাইয়ে পরিয়ে রাখাতেও তো অনেক খরচপত্তর হয়েছে। সেটাও তোর ভেবে দেখা উচিত। লাইট্, ফ্যান্, ইস্ত্রী চালাতে ইলেক্‌ট্রিসিটির খরচটা দেখতে হবে। ঘরভাড়া, চা-টিফিনের কথাটা নিজেই ভেবে দেখিস্। তাছাড়া জুতো সেলাই করেছিস্, খবরের কাগজ পড়েছিস, তারও খরচা রয়েছে।

ভোম্বলের ফটিক্‌দের বাড়িতে থাকাকালীন ওর জন্যে ফটিকদের যা খরচপত্তর হয়েছে তার একটা আভাস্ ফটিক্ দেবার চেষ্টা করে।

ভোম্বল যেন খানিকটা মনমরা হয়ে পড়ে।

ফটিক্ তার থাকাখাওয়া বাবদ যে এতো দূর পর্যন্ত হিসেবপত্তর করেছে তা সে ভাবেনি। বন্ধুর প্রতি তার ছিলো অগাধ বিশ্বাস।

তার ধারণা ছিলো বন্ধুর বাড়ি আর তার বাড়ির ভেতর বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। যেন একই বাড়ির ছেলে তারা। টাকা-পয়সা বন্ধুত্বের বুনিয়াদে ফাটল্ ধরাতে পারে না। কিন্তু এখন ভোম্বল একটা ঘা খেলো বৈকি। খরচপত্তরের দিক্‌টা এতো তলিয়ে দেখেনি ভোম্বল। সে বুঝ্‌তে পারলো ফটিকের টাকাপয়সার দিকে টন্‌টনে জ্ঞান।

ভোম্বল ফটিক্‌কে আশ্বাস দেয় যে ত্রিশ টাকার ভেতর কিছু টাকা সে নির্ঘাৎ ফটিক্‌কে দেবে। আর সে মনে মনে শপথ নেয় যে হারানো নিরুদ্দিষ্ট ছেলেমেয়েদের জন্যে সে একটা "হোম্" খুলবে। সেখানে হারিয়ে যাওয়া ছেলেরা আশ্রয় পাবে। থাকা-খাওয়ার জন্যে পয়সা লাগবে না। বড়ো হয়ে যখন সে রোজগার সুরু করবে তখুনি খুল্‌বে।

॥ চৌদ্দ ॥

কলকাতার রাস্তায় ফুটপাতের ওপর অল্প লোকের স্বল্প ভীড়। রাস্তায় লোক চলাচল রয়েছে। জনতার মাঝখানে এক ভদ্রলোক পরিত্রাণে চেঁচাচ্ছে। তার বগলে একরাশ কাগজ। একহাতে কয়েকখানা কাগজ আচ্ছা করে পাক্ড়িয়ে হাতখানা মাথার ওপর তুলে ভদ্রলোক ভীষণ সোরগোলের সৃষ্টি করে চলেছে। এ আমাদের মেস্‌বাড়ির কবি। কবি ফেরিওয়ালার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো নাকি ?

কবি বল্‌ছে—"আসুন। আসুন। খুব সস্তায় যাচ্ছে। এক পয়সায় একটি কবিতা। এ সুবর্ণ সুযোগ হেলায়-হারাবেন না। এক পয়সায় একটি। কবিতা রাজ্যে এ এক অভিনব যুগান্তকারী প্রচেষ্টা। এ ছাপানো কবিতা নয়। হাতে লেখা কবিতা। এক পয়সায় একটি কবিতা নিয়ে যান।" কবির চারদিকে কৌতূহলী জনতা। সবাই ব্যাপারটা বোঝ্‌বার চেষ্টা করছে। কবিতার দিকে আগ্রহ না জটলা সৃষ্টি করবার প্রয়াস্ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

কবি চেঁচিয়ে চলেছে। কবিতা যাতে বিক্রী হয় এবং কবিতার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করবার জন্যে গলদঘর্ম হচ্ছে আমাদের কবিমশাই। সে বলে চলেছে—"আপনার চলার পথে এক একটি কবিতা হবে এক একটি অমূল্য সম্পদ। এ কবিতা আপনার অভিজ্ঞতা বাড়াবে। মনের দিগন্ত প্রসারিত করবে। গাঁটের পয়সা খরচ করে আজে বাজে কতো বস্তুই তো আপনি হরদম্ কিন্‌ছেন। ঘনঘন চিনেবাদাম চিবোচ্ছেন। রাতদিন দূষিত চা গিল্‌ছেন। ওম্‌লেট্ ওড়াচ্ছেন হামেশা। এ কবিতা কিনে নিয়ে যান্। এক পয়সায় একটি। এ বেচা নয়। একে দানই বলা যেতে পারে। এক একটি অমূল্য সম্পদকে অকাতরে

বিলিয়ে দেবার প্রচেষ্টা। এ দানের তুলনা নেই।" জনতার ভেতর কেউ কিন্তু এগিয়ে আসে না। তারা বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না। কেন পাচ্ছে না তা বলা দুষ্কর। কবিতা পাঠে তাদের আগ্রহ নেই বলেই মনে হচ্ছে। কবি বলে চলে,

—"এ কবিতা পাঠে আন্‌বে বিস্ময়। মনে চমক্ দেবে। উত্তেজিত মন শান্ত হবে। শান্ত মন চম্‌কে উঠবে। উত্তেজিত হয়ে কখনো বা তড়পাবে আছ্‌ড়াবে দাপ্‌ড়াবে। কবিতাপাঠে আন্‌বে উত্তেজনা। যোগাবে দেশ প্রেমের প্রেরণা। প্রেম, প্রীতি, দয়া, মায়া, সহনশীলতার বন্যা বইয়ে ছাড়্‌বে। হৃদয় ঘনঘন কোমল হবে। সহজেই ভালোবাসতে ইচ্ছে হবে। সে নারীই হোক আর পুরুষই হোক্। এর প্রভাব থেকে কেউ দূরে থাকতে পারবে না।

বিরহীর বিরহ যন্ত্রণাক্ষতে শান্তির প্রলেপ বুলোবে এ কবিতা। পঙ্গুকে, উত্থানশক্তিরহিতকে কর্ম-চঞ্চল করে সচল করে তুল্‌বে এ কবিতা। বিপদক্লিষ্টকে এ তারণ করবে। রোগীকে করবে নিরোগ। আমি আমার কবিতার একটি নমুনা শোনাচ্ছি।" কবি এবার তার কবিতা উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতে থাকে।

"হনোলুলুতে প্রেয়সীর
উরুর পরশ।
বা। বেশ। বেশ।
হে ট্রাম্ লাইন্। চুপ করে কেন?
তোমার বুকের ওপর দিয়ে প্রেয়সী
নিতুই তো যায়।
তবু মনে তোমার বিষাদ কেন? পরশতো পাও।
এবার হেসে হেসে কথা কও।
কন্‌ডাক্টারের ভূঁড়িতে
কখনো সখনো সুড়সুড়ি বোলাও।

টিকিটা তার বাতাসে উড়ছে
ওর বউ নিশ্চয়ই ওকে আজ বকেছে।

পথ ধরে একবৃদ্ধ যাচ্ছিলো। সে কবিতা শুনে কানে আঙুল দেয়। বেশ জোরে জোরে বলে—"হে প্রভু। ওকে বাঁচাও। ও জানে না ও কি কাজ করছে।" উকিলমশাই কোর্টের উদ্দেশ্যে রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলো। বয়স তার অনেক হয়েছে। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। তেল জলের অভাব তাতে। কোট প্যান্টের অবস্থা খুব ভালো নয়। চোখে মুখে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। তার কাছে গিয়ে কবি আবৃত্তি করে।

"সুন্দরী। আমি দেখেছি তোমার
লাল নীল চোখ।
একটু প্রেম, একটু সুড়সুড়ি, একটু গন্ধ।
আকাশে একটি তারা।
বাড়ির কড়াইতে আস্ত ইলিশ্।
মাছের শুট্‌কী অপূর্ব, অদ্ভুত।
বাড়ির গিন্নী বিড়ালের সঙ্গে
তাই বসে ঠোঁট্ চাট্‌ছে।"

উকিলমশাই-এর মৃগী রোগ ছিলো নাকি? ধপাস্ করে পড়তে গিয়ে একটা গাছ সে ধরে ফেলে। তার মাথা কপাল গলা বেয়ে গলগল করে ততোক্ষণে ঘাম ঝরছে। চোখ মুখের অবস্থা খুব ভালো ঠেকে না।

একজন বলে—"মৃগী রোগী বোধ করি।" তাকে নাকচ করে দ্বিতীয় জন বলে—"অজীর্ণ রোগে ভুগ্‌ছে সম্ভবত।" 'জল' 'জল' বলে ধ্বনি ওঠে। ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। গরমের দিন। প্রখর সূর্যের তাপ।

ষ্ট্রোক্ হলো নাকি? অসম্ভব কিছু নয়। সবাই ওরকমই আলোচনা করে। একটি বাঁদর ছোক্‌রা বলে—"আজ্ঞে কবির

কবিতা শুনে সম্ভবত ওরকম অবস্থা হয়েছে। সাংঘাতিক জোরালো কবিতা কিনা।” রসিক ছোকরা।

কবির কিন্তু কোনো দিকে লক্ষ্য নেই। সে কবিতা পাঠে মগ্ন। হুঁশ্ই নেই কোনো। তার অন্তরে ক্রোধের স্থান নেই। সেখান থেকে ক্রোধ নির্বাসিত।

—“এ কবিতাটি পাঠ করবার পর আমি এটাকে নিলামে ছাড়বো। যে বেশী দাম দেবে তারই হাতে সমর্পণ করবো আমি আমার এ কবিতা।”

কবি আবার কবিতা পাঠ সুরু করে—“আমার হৃৎপিণ্ডটাকে আছ্ড়িয়ে আছ্ড়িয়ে দেখে নাও। পেলেও পেতে পারো খানিকটা প্রেম। না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ আমি যে উজাড় করে ঢেলেছি। ভালোবাসা না পেলে হৃৎপিণ্ডটাকে ট্রাক্টার দিয়ে চষে ফেলো। তারপর ভালোবাসার বীজ বুনে যাও। ফল হয়তো কোনোদিন তুমি পাবে। পাবে দু হাজার চার হাজার বছর পরে। কাম্স্কাট্কা বা হাওয়াইয়ান দ্বীপে বসে।” কবির কবিতা পাঠ শেষ।

কবি এরপর ঘোষণা করে—“এ কবিতাটা নিলামে যাচ্ছে। এক পয়সায় একটি কবিতা।”

একজন এগিয়ে এসে বলে—“আমি এ কবিতার জন্যে আঠারো নয়া পয়সা দেবো। পরে আমি একে ডবল দামে বেচ্বো।” লোকটির ব্যবসাবুদ্ধি প্রবল বলেই মনে হয়।

চিনেবাদামওয়ালা এগিয়ে এসে বলে—“আমি এ কবিতা কিন্বো। বিশ পয়সা দেবো। বেশ বড়ো কাগজ। ওরকম কিছু কাগজ যোগাড় করে আমি ঠোঙ্গা বানাবো। ঠোঙ্গাভর্তি চিনে-বাদাম বেচ্বো।” বেশ বোঝা যায় চিনেবাদামওয়ালার কবিতার ওপর ভক্তি শ্রদ্ধা বিশেষ নেই। যা রয়েছে তা কাগজখানার ওপর।

—"এই খবরদার। আমি পঁচিশ পয়সা দেবো। ও কাগজে আমি ভাজাভুজো রেখে চিবোবো। পরে মদ খাবো।" লোকটা সাংঘাতিক মাতাল। বোঝা যায় কবিতা লেখা কাগজগুলোর ওপর তারও ঝোঁক রয়েছে।

কবি কবিতা লেখা কাগজখানা মাথার ওপর নাচিয়ে বল্‌ছে—"নিয়ে যান, নিয়ে যান্‌। আমার এক পয়সার কবিতা এইমুহূর্তে নিলামের দোলনায় দোল্‌ খাচ্ছে। যে বেশী দাম দেবে তারই কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে উন্মুখ আর ব্যগ্র হয়ে আছে।

এখন দাম উঠেছে পঁচিশ পয়সা। কবিতা শুনে সবাই মুগ্ধ হয়েছে। আপনি আরো বেশী দাম দিয়ে নিয়ে যান।"

ধনী ভদ্রলোক মোটরে বসে মজা দেখ্‌ছিলো। জুয়ো, বাজী, রেস্‌, মদ এ সমস্ত কিছুতে ভীষণ রপ্ত পুরুষ। ভদ্রলোক হাঁক দেয়—"আমি ও কবিতার জন্যে এক টাকা দেবো।"

ভদ্রলোকটির খানিকটা মজা দেখবার প্রবৃত্তি জেগেছে। তাকে থামিয়ে একজন তেলের ব্যবসায়ী বলে—"আমি পাঁচ টাকা দেবো।" ব্যবসায়ীর হাতে তিনটি হীরের আংটি। তার বোধ করি আত্মভিমানে ঘা লেগেছে।

—"খবরদার পয়সার রোয়াব দেখাবে না বাবুজী। আমি ও কবিতার জন্যে বিশ রূপেয়া দেবো।" মাড়োয়ারী কবিতা বোঝে না। কিন্তু তার টাকার গরম রয়েছে। তাকে ছোট বানিয়ে, টাকার গরম দেখিয়ে কেউ ওখান থেকে যেতে পারবে না।"

কবি উৎসাহিত বোধকরে। সে বলে—"দেখুন। এক পয়সার কবিতার দাম বিশ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। তাহলে বুঝুন্‌ আমার কবিতার গুণ যোগ্যতা। তার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মান কতোটা ওপরে উপলব্ধি করুন। আমি বুঝতে পারছি দেশবাসী ধীরে ধীরে আমার কবিতার মূল্য উপলব্ধি করছে।"

এরপর কি যে হলো। হঠাৎ জনতা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কবিতাটি

তাদের প্রত্যেকেরই চাই। এবং সেজন্যে সবাই একসঙ্গে অকস্মাৎ কবির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উন্মত্ত জনতা কবির সমস্ত কাগজপত্র তার হাত থেকে কেড়ে নেয়। নিয়ে কেন কি জন্যে, ভগবান জানেন, কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে। তারপর সেই টুক্‌রো কাগজে আগুন ধরিয়ে দেয়। দিয়ে ধেই ধেই করে নাচ্‌তে সুরু করে। কাগজ পুড়্‌ছে। কবিতা পুড়্‌ছে। সংস্কৃতি পুড়্‌ছে। সভ্যতা পুড়্‌ছে। সঙ্গে সঙ্গে কবির হৃদয় পুড়্‌ছে। ওদের এরকম মতিগতি হলো কেন কে জানে। হয়তো এর জন্যে কবির কবিতা দায়ী। কবির কবিতা-পাঠ ওদের সম্মোহিত করেছে। আর সম্মোহনের গুণই হলো নিজেদের চিন্তাশক্তি তখন লোপ পায়। একটা কাজ সবাই মিলে একসঙ্গে করে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যন্ত্রচালিতের মতো সবকিছু করে যায়। এক্ষেত্রেও বোধকরি তাই হলো।

॥ পনেরো

ভর দুপুরবেলা। মাথার ওপর সূর্যদেব আগুন ছড়াচ্ছেন গ্রীষ্মের আধিক্যে পথঘাট জনবিরল। ফটিক্ আর ভোম্বল অনেক রাস্তা আর অলিগলি পার হয়ে এসে মেস্‌বাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছে। দুজনেই খুব পরিশ্রান্ত। একরাশ কৌতূহল তাদের গিলে খাচ্ছে। ভবিষ্যত তাদের কাছে অনিশ্চিত। বর্তমান ক্লান্তিদায়ক। ভোম্বলের বুক্‌টা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। যদি সে ধরা পড়ে যায়। ধরা পড়ে গেলেই সোজাসুজি সে ত্রিশ্ টাকার জন্যে দাবী তুল্‌বে। বাবা কি সহজে আর তাকে ত্রিশ্ টাকা দেবে?

টাকা না দিয়ে তার বাবা যদি বেশ করে উত্তম মধ্যম দেয়। ঘটনার যদি আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সেই দাদুকে হুঁকোর ডাক্ শোনাবার সময় যেরকম ঘটেছিলো। তাহলে হয়তো ফের ভোম্বলকে পালাতে হবে। তবে এটা নিশ্চিত যে হাত পেতে ত্রিশ্ টাকা গ্রহণ করে তবে সে পালাবে। তার আগে নয় দ্বিতীয় দফায় ত্রিশ্ টাকা গ্রহণের জন্যেই হয়তো হবে এ পলায়ন। তারা দুজনে মেস্‌বাড়ি সংলগ্ন একটা ছোট্ট এবড়ো-খেবড়ো জঞ্জালে ভর্তি সরু গলির ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে।

মেস্‌বাড়ির চারধার ঘিরে একটা পাঁচিল। ওদের মতলব পাঁচিলে উঠে সমস্ত ব্যাপারটা প্রথমে অবলোকন্ করবে।

ভোম্বল বলে—"খুব সাবধান, ফটিক্। পা টিপে টিপে এগিয়ে চল্। দেখ্‌বি কোনো শব্দ টব্দ যেন না হয়। এ দেয়ালটায় উঠতে পারলে জানালা দিয়ে বাবার ঘরের অনেকটা দেখা যাবে। দেখতে হবে বাবার সত্যি সত্যি কঙ্কালসার অবস্থা কি না।"

—"জায়গাটা বড়ো নোংরা রে। ভাঙ্গা কাঁচ আর পাথরের কুচি ছড়িয়ে ছিটিয়ে কি কাণ্ডটাই না হয়ে রয়েছে। বাপ্। যতো জঞ্জাল

সব এখানে জড়ো করা রয়েছে। আমাদের এখানে আসার কথা ওরা আগেভাগেই টের পেয়েছিলো নাকি কে জানে? বলে ফটিক্ "লোকজন নেই বলেই তো এ জায়গাটা বাছা হয়েছে। তুই এক কাজ কর ফটিক্, দেয়ালের এই গর্তটাতে পা রেখে ওপরে উঠে পড়। দেয়ালে যুৎসই করে চড়ে বসে একটা হাত বাড়িয়ে দিবি। সে হাত পাকড়িয়ে আমি ওপরে উঠে যাবো।" বলে ভোম্বল।

যে কথা সেই মতো কাজ। ফটিক্ অল্প সময়ের ভেতর দেয়ালের ওপর নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছে। আর ভোম্বলকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে ভোম্বলকে ওপরে উঠ্তে সাহায্য করেছে। ভোম্বলের দেহের ওজন রয়েছে। খানিকটা কষ্ট হলো বৈকি। ভোম্বলের দেয়াল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পালা শেষ। এবার অবলোকনের পালা।

—"কি দেখতে পাচ্ছিস্?" সাগ্রহে প্রশ্ন করে ফটিক্।

—"বাবা খেতে বসেছে। পাশে মা বসেছে। উরে বাবা! ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি। এলাহি ব্যাপার। মনে হচ্ছে আমার পালিয়ে যাওয়া উপলক্ষ্য করে ধূমধাম করে উৎসব পালন করছে।" ভোম্বল মর্ম্মাহত।

—"দেখছিস্ তোর বাবা আর মা কিরকম গোগ্রাসে সবকিছু গিল্ছে।" বলে ফটিক্।

—"খাবে না। অতো খাবার বস্তু সামনে নিয়ে বস্লে তোরও ওরকম হাতমুখ চল্তো। আমার তো মুখ আর দুহাত ছাড়া পা পর্যন্ত চালাবার দরকার পড়তো। এতো বস্তুর লোভ সামলানো কি সহজ কথা।" জবাব দেয় ভোম্বল।

—"মনে হচ্ছে তুই হারিয়ে যাওয়াতে ওদের মনে মোটেও কষ্ট হয়নি।" বলে ফটিক্।

—"কষ্ট হয়তো হয়েছিলো।" খেয়ে দেয়ে কষ্টটাকে কমিয়ে ফেল্ছে। বা বল্তে পারিস্ কষ্টের ওপর খাবারের বোঝা চাপিয়ে

কষ্টকে দমবন্ধ করে মেরে ফেলতে চাইছে।” গম্ভীরভাবে বলে ভোম্বল।

—“আমার কিন্তু মনে হয় তোর হারিয়ে যাওয়া একদম ঠিক হয়নি। হারিয়ে গেলেই ওরা বোধ করি খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।” বলে ফটিক্।

হঠাৎ বোলোহরি মেসের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাঁচিলের সামনে দাঁড়িয়ে চেচাঁতে সুরু করে।

—“দাদাবাবু। খোকাবাবু।”

—“আরে বোলোহরি দা। খবর কি? কেমন আছো?”

দেয়ালের ওপর বসে নীচে দণ্ডায়মান বোলোহরিকে ভোম্বল কুশলবার্তা শুধোয়। অনেকদিনের অদর্শন, মন খারাপ হবারই কথা।

বোলোহরি বলে—“তোমার খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে ভ্যাখো দাদাবাবু আমার শরীরের কি হাল হয়েছে। বাবু দেবে তো মাত্র ত্রিশ্ টাকা। তা কয় কিস্তীতে দেয় কে জানে। এতোদিন ধরে তোমাকে খুঁজে মরছি। এবার হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি। নেমে এসো খোকাবাবু। আমার কোলে তুমি চড়ে বসো। কড় কড়ে ত্রিশ টাকা আমাকে তুমি পাইয়ে দাও।” বোলোহরির কাতর অনুনয় বিনয়। ত্রিশ্ টাকার জন্যে আকুল মিনতি।

—“আমি কখনো তোমার কোলে চড়্বো না। নাম্বো না এখান থেকে। আমি হারিয়ে গেছি।” বলে ভোম্বল। টন্‌টনে জ্ঞান। ত্রিশ টাকা হস্তচ্যুত করে বোলোহরির পকেটে ফেলতে সে রাজী নয়।

—“আমি তোমাকে কোলে করে নামাবো। তোমার ওজনটা একটু বেশী। তাতে যায় আসে কি।” লোকে ভারমুক্ত হতে চায়। এক্ষেত্রে যেচে ভারী বস্তুর চাপে পিষ্ট হবার প্রয়াস।

—“না। না। কোলে চড়্তে আমার ভালো লাগে না। সব

সময় নিজের চেষ্টায় সবকিছু করা উচিত।" অন্যের সাহায্য পুষ্ট হয়ে ভোম্বল কিছু করতে চায় না। এক্ষেত্রে সে বোলোহরিকে ত্রিশ্ টাকার দাবীদার করতে চায় না।

—"দোহাই খোকাবাবু, ভোম্বলবাবু আমাকে ফকীর করো না। আমার কোলে তুমি নেমে এসো।" বোলোহরির কাতর অনুরোধ।

—"আমি পালাবো।" ভোম্বল দৃঢ় কণ্ঠে বলে।

—"আগে তোমাকে ঠিক্ জায়গায় পৌঁছে দিই। ত্রিশটা টাকার বন্দোবস্ত করি। তারপর তুমি পালিও।" দেয়ালের ওপর বসে আছে ভোম্বল আর ফটিক্। মাটিতে দণ্ডায়মান বোলোহরি। তাদের ভেতর বাত্চিত্ চলেছে। ওদের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে কবি তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। প্রায় ছুট্তে ছুট্তে, কাছাকোছা সাম্লাতে সাম্লাতে ওখানে চলে আসে।

কবি বলে—"আমি সবকিছু টের পেয়ে গেছি। শুনো না ভোম্বল কারো বাণী। দাও মোরে সুযোগটুকু। ধন্য হোক্ মোর এ জীবন।"

ভোম্বলকে কোলে চড়াবার বাসনায় কবির কবিত্ব যেন উথলিয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার চেঁচিয়ে ওঠে—"ভোম্বলের কেশাগ্র করিতে দেবো না স্পর্শ বারেকের তরে।" কোন্ নাটকের রিহার্সেল ঘরে বসে নাট্যশিল্পী দিচ্ছিলো কে জানে। মুড্টা যেন যাই যাই করেও যাচ্ছিলো না। সুতরাং জাঁদরেল ডায়ালগ্ ঝেড়ে দিলো নাট্যশিল্পী। রেখাও ততোক্ষণে ওদের দলে যোগ দিয়েছে।

সে বলে—"ভোম্বল। ভাইটি আমার। তুই কারো কোলে চড়িস্নি। তুই অন্যের কোলে চড়ে বংশ মর্য্যাদার মুখে কালি লেপ্ন করিস্নি ভাই।

আমার কাছে চলে আয়। রূপোর বাটিতে তোকে দুধ খেতে দেবো।" মিষ্টিদেবী তারস্বরে চেঁচাতে সুরু করেছে।—"ভোম্বল

আমার ছেলে। ভোম্বলকে আমি পেটে ধরেছি। আমি জানি ভোম্বলের মতো ছেলেকে পেটে আটকিয়ে রাখতে কতো দুঃখ। দশমাসের গর্ভযন্ত্রণা কি নিদারুণ যন্ত্রণা সে আমার জানা আছে। আমার কর্তব্য আমি করেছি। ভোম্বল এখন তার কাজ সারবে। ভোম্বল আমার কোলে ফিরে আয়।" মিষ্টিদেবী খাওয়া ফেলে ছুটে এসেছে। তার পেছনে কপিধ্বজবাবুও ছুটে এসেছে। এদিকে গোটা মেসের যে যেখানে ছিলো সবাই এসে জড়ো হয়েছে। উৎকণ্ঠা, কৌতূহল চরমে উঠেছে।

—"কেউ পাবে না। আমার ভোম্বলকে কেউ কোলে নিতে পারবে না। আমি অমন কাজ হতে দেবো না। ভোম্বল আমার উত্তরাধিকারী। বংশের মুখ ও উজ্জ্বল করবে। দান ধ্যান করে ও যশস্বী হবে। আর Charity begins at home. প্রথমে আমার কোলে চড়ে ও আমার ত্রিশ টাকা আমারই হাতে তুলে দেবে। ভোম্বলকে জানালা দিয়ে সর্বপ্রথম আমি দেখেছি। সুতরাং ও টাকা আমার প্রাপ্য। আমার টাকা আমার কাছে থাকবে। খোকা আমার কোলে আয়। আমার বক্ষ শীতল হোক্। পুত্র হারিয়ে আমার বুকটা জ্বলছে। আমার কোলে এসে তুই সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে বারি বর্ষণ কর খোকা। তোকে আর আমি মারবো না। আর মারলেও খুব আস্তে আস্তে মারবো। কথা দিচ্ছি। আমাকে তুই সর্বস্বান্ত করিসনে বাপ্।"

কপিধ্বজবাবুর খুব মোলায়েম কণ্ঠস্বর, ত্রিশ টাকার দুঃখ কণ্ঠ থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে। সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে—"ভোম্বল, ভোম্বল এসো আমার কাছে।"

—"না তা হয় না। ভোম্বল কারো কোলে যাবে না। তাহলে যে আমার পুত্র হারানোর শোক উথলে উঠবে। নিজেকে আমি সন্তানহীন বলেই মনে করবো। আমার একমাত্র উত্তরাধিকারীকে আমি হস্তচ্যুত করতে পারবো না। আয় বাপ্ আয়। আয় বাপ্

আয়। আয়। আয়।" আয়। গভীর গুঞ্জনের মধ্যে কপিধ্বজবাবুর কণ্ঠস্বর বড্ডো স্পষ্ট। বড্ডো সতেজ।

একগুঁয়ে, জেদী ছেলে দেয়ালের ওপর বসে আছে। তার মুখে বিজয় উল্লাস। কঠিন প্রতিশোধ নিয়েছে সে। বাপ্ যাতে ছেলেকে ভবিষ্যতে আর মারধোর না করে তারই বিরুদ্ধে ভোম্বল ব্যবস্থা নিয়েছে। এই মুহূর্তে অন্য কারো কোলে এই ঝাঁপিয়ে পড়লে পিতৃদেবের কি অবস্থা হবে। টাকার শোকে মুহ্যমান হয়ে পিতা হয়তো জ্ঞান হারাবে। তাইতো ভোম্বল হঠাৎ কিছু করে বসেনি। দেয়ালে বসে চিন্তা করে যাচ্ছে।

সমাপ্ত